বিডিনিয়োগ.কম

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

টপিকের নাম	কততম বিসিএস?				
	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৪০
অধ্যায় এক : বৈশ্বিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি					
প্রাচীন সভ্যতা, বিশ্বের প্রধান ধর্ম এবং জাতি	-	-	১	-	-
এশিয়া মহাদেশ	২	২	-	২	৩
ইউরোপ মহাদেশ	-	১	১	১	২
উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ মহাদেশ	-	১	-	১	-
আফ্রিকা মহাদেশ	-	-	-	-	-
ওশেনিয়া মহাদেশ, এন্টার্কটিকা মহাদেশ	-	-	১	১	-
পুরাতন নাম, উপনাম, প্রসিদ্ধ স্থান, সীমারেখা	-	২	-	-	-
সরকার ও রাজনীতি	-	-	-	-	১
অধ্যায় দুই : আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক					
প্রণালী, সীমানা ও বিরোধপূর্ণ অঞ্চল	১	-	১	১	১
যুদ্ধ-বিগ্রহ	১	-	১	১	-
জঙ্গিগোষ্ঠী ও গেরিলা সংগঠন	-	-	-	-	-
আলোচিত বিপ্লব, আলোচিত অভিযান	-	-	-	১	-
সামরিক জোট, পুলিশ, শান্তিরক্ষা মিশন	-	-	-	-	-
চুক্তিসমূহ	-	৩	২	১	১
প্রোটোকল	২	-	-	১	-
কনভেনশন	১	-	-	-	১
আইন বিষয়ক সংস্থা	১	-	-	১	১
অধ্যায় তিন : বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনা প্রবাহ					
গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক তথ্য	৪	২	২	১	১
অধ্যায় চার : অন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি					
আন্তর্জাতিক জলবায়ু ইস্যু ও কূটনীতি	-	-	-	-	-
পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন ও অন্যান্য	-	-	৪	-	১
পরিবেশ ও জলবায়ু সম্মেলন	১	-	-	-	-
COP সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	-	-	-	১	১
জলবায়ু বিষয়ক চুক্তি, প্রোটকল ও কনভেনশন	১	-	১	১	-
অধ্যায় পাঁচ : আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ					
জাতিপুঞ্জ	১	১	-	-	-
জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের সংঘটন সম্পর্কিত	১	৪	১	২	২
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জোট	-	১	-	১	১
নিরপেক্ষ জোট, পুলিশ, শান্তি রক্ষার জোট	-	-	-	-	১
আঞ্চলিক রাজনৈতিক জোট	-	১	-	-	-
আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা	-	১	-	-	-
বিশ্ব ব্যাংক গোষ্ঠী ও আইএমএফ	-	-	৪	-	-
আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	-	-	-	-	-

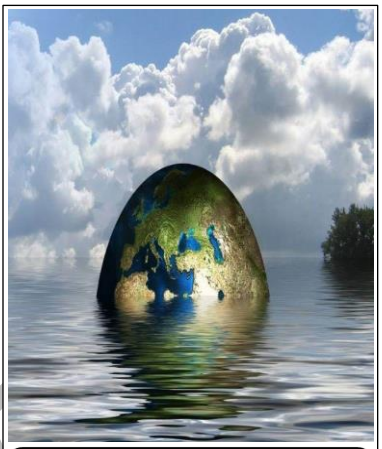

৪০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন ও সমাধান

০১. ***যুক্তরাষ্ট্রের Guantamo Bay Detention Camp কোথায় অবস্থিত?***
ক. ফ্লোরিডা
খ. হাইতি
গ. কিউবা
ঘ. জ্যামাইকা **উত্তর—গ**

ব্যাখ্যা : ক্যারিবিয়ান সাগরে কিউবার দক্ষিণে ১৯০৩ সালে কিউবা-আমেরিকা চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা 'গুয়ানতানামো বে' স্থানটি লিজ নেয়। মার্কিন নিয়ন্ত্রিত গুয়ানতানামো নৌ ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কারাগার Guantamo Bay Detention Camp অবস্থিত।

০২. ***টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত ২০৩০ এজেন্ডা (The 2030 agenda for Sustainable Development Goal) এর কয়টি লক্ষ্য রয়েছে?***
ক. ১৫ খ. ১৭
গ. ২১ ঘ. ২৭ **উত্তর— খ**

ব্যাখ্যা : ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে MDG এর উপর ভিত্তি করে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত ১৭টি অভীষ্ঠ লক্ষ্য Sustainable Development Goals বলা হয়। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা– Transforming our world : The

www.bdniyog.com

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোট	২	-	১	-	২
আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট	-	১	-	১	১
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জোট	-	-	-	১	-
অন্যান্য	২	-	-	১	-
সর্বমোট	২০	২০	২০	২০	২০

2030 agenda for Sustainable Development Goal. ১৭টি অভীষ্ঠের আওতায় রয়েছে মোট ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩২টি নিয়ামক। এর মেয়াদ শুরু হয় ১ জানুয়ারি, ২০১৬ সাল হতে। ১৫ বছর মেয়াদি এ লক্ষ্য শেষ হবে ২০৩০ সালে।

০৩. জাতিসংঘ কোন সালে মানবাধিকার সংক্রান্ত বৈশ্বিক ঘোষণার ঐতিহাসিক নথিটি গ্রহণ করে—'

ক. ১৯৪৮ খ. ১৯৫৬
গ. ১৯৪৫ ঘ. ২০০০ **উত্তর— ক**

ব্যাখ্যা : ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্ব সম্মতিক্রমে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণা গৃহীত হয় যা বিশ্ব মানবাধিকারের সাধারণ নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব মানবাধিকারের এ বৈশ্বিক ঘোষণাটি ৩০টি ধারাবিশিষ্ট।

০৪. মিনস্ক নিচের কোন দেশের রাজধানী?

ক. কাজাখস্তান খ. তাজাকিস্তান
গ. পর্তুগাল ঘ. বেলারুশ **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা :

দেশের নাম	রাজধানীর নাম	দেশের নাম	রাজধানীর নাম
কাজাখস্তান	নুর সুলতান	পর্তুগাল	লিসবন
তাজাকিস্তান	দুশানবে	বেলারুশ	মিনস্ক

০৫. সর্বশেষ মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন কোন সালের কোন মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে?

ক. সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ. মার্চ, ২০১৯
গ. ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ঘ. ডিসেম্বর, ২০১৮ **উত্তর—গ**

ব্যাখ্যা : ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ জার্মানির মিউনিখের হোটেল বাইরিশার হফ—এ ৫৫তম মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তায় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের বিষয়ও স্থান পায়।

০৬. ভি-২০ গ্রুপ কিসের সাথে সম্পর্কিত?

ক. কৃষি উন্নয়ন খ. দারিদ্র্য বিমোচন **উত্তর—গ**
গ. জলবায়ু পরিবর্তন ঘ. বিনিয়োগ সম্পর্কিত

ব্যাখ্যা : V-20 এর পূর্ণরূপ হলো Vulnerable Twenty. ২০১৫ সালের ৮ অক্টোবর ফিলিপাইনের সভাপতিত্বে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত এ গ্রুপটি পেরুর লিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

০৭. জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

ক. ১৯৭৯ সালে খ. ১৯৮২ সালে
গ. ১৯৮৩ সালে ঘ. ১৯৯৮ সালে উত্তর—খ

ব্যাখ্যা : জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন সংক্রান্ত চুক্তি UNCLOS বা United Nations Convention on the Law Of the sea স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৪ সালে ১৬ই নভেম্বর চুক্তিটি কার্যকর হয়।

০৮. বিশ্বের সর্বশেষ জলবায়ু সম্মেলন (ডিসেম্বর, ১৮) কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ক. কোটওয়াইস, পোল্যান্ড খ. প্যারিস, ফ্রান্স
গ. রোম, ইতালি ঘ. বেইজিং, চীন **উত্তর—ক**

ব্যাখ্যা : জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯২ সালে স্বাক্ষরিত হয় UNFCCC বা United Nations Framework Convention on Climate Change. এটি কার্যকর হয় ১৯৯৪ সালে। বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে ১৯৯২ সালে এবং অনুমোদন করে ১৯৯৪ সালে। জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রতিবছর বিশ্ব জলবায়ু অনুষ্ঠিত হয় যা সংক্ষেপে COP বা Conference Of the Parties নামে পরিচিত। ১৯৯৫ সালে জার্মানির বার্লিনে COP এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮ সালে COP—*24* সম্মেলন হয় পোল্যান্ডে এবং ২০১৯ সালে COP—25 সম্মেলন হবে চিলির সান্টিয়াগোতে।

০৯. সানসাইন পলিসির সাথে কোন দুটি দেশ জড়িত?

ক. চীন-রাশিয়া
খ. উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া
গ. জাপান ও থাইল্যান্ড
ঘ. তাইওয়ান ও হংকং **উত্তর—খ**

ব্যাখ্যা : উত্তর কোরিয়ার সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ কূটনীতি। সানসাইন পলিসির (Sunshine Policy) প্রবক্তা দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং। চুক্তিটির মেয়াদ ছিল ১৯৯৮—২০০৮ পর্যন্ত।

১০. BRICS কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের নাম হচ্ছে-

ক. New Development Bank (NDB) **উত্তর : ক**
খ. BRICS Development Bank (BDB)
গ. Economic Development Bank (EDB)
ঘ. International Commercial Bank (ICB)

ব্যাখ্যা : Brazil, Russia, India, China, South Africa এর আদ্যক্ষরের সমন্বয়ে নামকরণকৃত একটি অর্থনৈতিক সংগঠনের নাম BRICS. ১৫ই জুলাই, ২০১৪ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ BRICS সম্মেলনে 'নয়া উন্নয়ন ব্যাংক' বা New Development Bank (NDB) গঠিত হয় যা পূর্বে BRICS Development Bank নামে পরিচিত ছিল।

১১. চীন নিচের কোন আফ্রিকান দেশটিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনার মাধ্যমে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করেছে?

ক. ইথিওপিয়া খ. জাম্বিয়া
গ. লাইবেরিয়া ঘ. জিবুতি **উত্তর— ঘ**

ব্যাখ্যা: আফ্রিকার সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার সম্পর্ক গড়া চীনের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম দিক। সেই লক্ষ্যে ২০১৭ সালের আগস্টে চীন দেশের বাইরে জিবুতিতে নিজেদের প্রথম সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। দেশটির কৌশলগত অবস্থানের কারণে চীন এই দেশটিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১২. পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরের কোন অংশে ভারত সম্প্রতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) সামরিক বিমান হামলা পরিচালনা করে?

ক. এবোটাবাদ খ. বালাকোট

www.bdniyog.com

গ. কোয়েটা ঘ. গিলগিট **উত্তর— খ**

ব্যাখ্যা: ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ২০১৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি আত্মঘাতী বোমা হামলায় ভারতীয় আধা সামরিক বাহিনীর প্রায় অর্ধশত সদস্য নিহত হয়। পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মোহাম্মদ হামলার দায়ভার স্বীকার করার পর প্রতিশোধ হিসেবে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ভারতীয় বিমানবাহিনী বালাকোটে বোমা বর্ষণ করে জঙ্গিগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো গুঁড়িয়ে দেয়। প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরের বালাকোটে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লেও পরবর্তীতে জানা যায় খইবার পাখতুনখোয়ার বালাকোটে হামলা হয়েছিল।

১৩. *নিচের কোন দেশে ২০২২ সালে জি-২০ বার্ষরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?*

ক. ইতালি খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. ভারত ঘ. ব্রাজিল **উত্তর—গ**

ব্যাখ্যা : ১৯টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত অর্থনৈতিক সংগঠনের নাম জি-২০ বা Group of Twenty. আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালে ১৬তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ইতালিতে এবং ২০২২ সালে ১৭তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ভারতে।

১৪. *'দি আইডিয়া অব জাস্টিস' গ্রন্থের রচয়িতা কে?*

ক. মার্থা নুসব্যাম খ. জোসেফ স্টিগলিটজ
গ. অমর্ত্য সেন ঘ. জন রাউলস **উত্তর—গ**

ব্যাখ্যা : 'দি আইডিয়া অব জাস্টিস' হলো নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ২০০৯ সালে প্রকাশিত এ বইটি রাউলসের 'এ থিওরি অব জাস্টিস' (১৯৭১) এর সমালোচনা ও সংশোধন। 'The Idea of Justice' গ্রন্থের মূলকথা হলো—'ন্যায্যতা কোন বিমূর্ত, পূর্ব নির্ধারিত ধারণা নয়, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানান মাপকাঠি দিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতে হবে।

১৫. *শ্রীলংকার কোন সমুদ্রবন্দর চীনের নিকট ৯৯ বছরের জন্য লীজ দেয়া হয়েছে?*

ক. ত্রিঙ্কোমালী খ. হাম্বানটোটা
গ. গল বন্দর ঘ. পোর্ট অব কলম্বো **উত্তর—খ**

ব্যাখ্যা : ৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ সালে হাম্বানটোটা বিমানবন্দরটি শ্রীলঙ্কা ৯৯ বছরের ইজারায় চীনের কাছে হস্তান্তর করে। এর পূর্বে ২৯ জুলাই, ২০১৭ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাঞ্চলীয় হাম্বানটোটা গভীর সমুদ্রবন্দরের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য শ্রীলঙ্কার সরকার চীনের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কৌশলে অন্যদেশের ভূখণ্ড ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ নেয়ার এই প্রক্রিয়াকে চীনের 'চেকবুক ডিপ্লোম্যাসি' বলে অভিহিত করা হয়।

১৬. *নিচের কোন সংস্থাটির সচিবালয় বাংলাদেশে অবস্থিত?*

ক. BIMSTEC খ. CICA
গ. IORA ঘ. SAARC **উত্তর— ক**

ব্যাখ্যা : Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কয়েকটি দেশকে নিয়ে গঠিত একটি - আঞ্চলিক জোট। মূলত বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে অবস্থিত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার জন্য গঠিত ফোরাম/সংস্থাই হলো BIMSTEC। পূর্বনাম Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation (BISTEC) যার সদর দপ্তর ঢাকায় গুলশানে অবস্থিত। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা BIMSTEC এর প্রধান কার্যালয় উদ্বোধন করেন। সদস্য দেশসমূহ হলো— বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভুটান ও নেপাল। ১৯৯৭ সালের ৬ জুন ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকাও থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে "ব্যাংকক ডিক্লারেশন" এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বে অফ বেঙ্গল ইকনমিক কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন গঠিত হয়। পরে সদস্য দেশগুলোর নামানুসারে সংগঠনটির নাম রাখা হয় BISTEC; বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন। পরে এতে মায়ানমার যোগ দিলে নাম দাঁড়ায় BIMSTEC। ভুটান ও নেপাল ২০০৪ সালে সংগঠনটিতে যোগ দিলে সংগঠনটির নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৭. *নিচের কোন সংস্থাটির স্থায়ী সদর দপ্তর নেই?*

ক. BIMSTEC খ. NAM
গ. EU ঘ. ASEAN **উত্তর—খ**

ব্যাখ্যা : NAM এর স্থায়ী সদর দপ্তর নাই। এছাড়াও G-77, G-7 এর স্থায়ী সদর দপ্তর নেই। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় বান্দুং সম্মেলনে ন্যাম গঠনে ১০টি নীতি গৃহীত হয়। পঞ্চশীল নীতি (৫টি নীতি) ন্যাম এর সদস্য 'চীন- ভারত সম্পর্ক' নির্ণয়ের নীতি।

১৮. *জাতিসংঘ বিষয়ক আলোচনায় পি-৫ (P5) বলতে কি বুঝায়?*

ক. নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র
খ. পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র
গ. পাঁচটি জাতিসংঘ সংস্থা
ঘ. উপরের কোনটিই নয় **উত্তর— ক**

ব্যাখ্যা : p5 বলতে বোঝায় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্র। P5 বলতে Permanent Five বা বিগ ফাইভ বোঝানো হয়। এই পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্র হলো রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন ও ফ্রান্স। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী এ ৫ (পাঁচ) সদস্যের ভেটো (VETO) প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। ল্যাটিন VETO শব্দের অর্থ 'আমি মানি না'। ১৯৭১ সালে নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার ভেটোর কারণে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

১৯. *কোন দেশটি ইউরোপের বাল্টিক অঞ্চলে অবস্থিত নয়?*

ক. ফিনল্যান্ড খ. পোল্যান্ড
গ. অস্ট্রিয়া ঘ. সুইডেন **উত্তর— গ**

ব্যাখ্যা : বাল্টিক দেশ বলতে লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়াকে বোঝানো হয়। তবে বাল্টিক অঞ্চল বলতে বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী ৯টি দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত অঞ্চলকে বোঝানো হয়। উল্লেখিত তিনটি দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশসমূহ হলো— ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি, পোল্যান্ড, রাশিয়া ও সুইডেন। তাহলে প্রদত্ত অপশনের অস্ট্রিয়া দেশটি বাদ থাকল। প্রশ্নটি করা হয় মানচিত্র সম্পর্কে ধারণা যাচাই করার জন্য।

২০. ***OIC**—এর কততম শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণ করেন?*

ক. ২য় শীর্ষ সম্মেলন খ. ৫ম শীর্ষ সম্মেলন
গ. ৪র্থ শীর্ষ সম্মেলন ঘ. ৭ম শীর্ষ সম্মেলন **উত্তর—ক**

ব্যাখ্যা : ১৯৭৪ সালের ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত OIC এর দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণ করেন।

www.bdniyog.com

৩৯তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন ও সমাধান

০১. ট্রাম্প- কিম শীর্ষ বৈঠকটি সিঙ্গাপুরের কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ক. সেনার আয়ল্যান্ড খ. ম্যারিনা বে
গ. সেন্তোষা ঘ. ইস্টানা আইল্যান্ড **উত্তর : গ**

ব্যাখ্যা : ১২ জুন, ২০১৮ সালে সিঙ্গাপুরের সেন্তোষা দ্বীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতা কিম জং উনের মধ্যে ঐতিহাসিক শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এটিকে বলা হয় মিটিং অব দ্যা সেঞ্চুরি। [সূত্র: বিবিসি]

০২. ফলকেটিংফোকেটিং]] (Folketing) কোন দেশের আইনসভা?
ক. বেলজিয়াম খ. নরওয়ে
গ. ফিনল্যান্ড ঘ. ডেনমার্ক **উত্তর : ঘ**

ব্যাখ্যা : ডেনমার্ক একটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ মোট ৫টি। দেশসমূহের নাম : ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন [মনে রাখুন: FINDS]। ডেনমার্কের আইনসভার নাম ফোকেটিং (Folketing)। [মনে রাখুন: ডেনিশরা ফোক গান করে] ডেনমার্কের অধিবাসীদের ডেনিশ বলা হয়। প্রশ্নে ফলকেটিং বললেও, শুদ্ধ উচ্চারণ ফোকেটিং।

০৩. ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি কোন দেশের রাজনৈতিক দল?
ক. মিয়ানমার খ. ভারত
গ. থাইল্যান্ড ঘ. মালয়েশিয়া **উত্তর : ক**

ব্যাখ্যা : মায়ানমারের মায়ানমারের স্বাধীনতার জনক অং সানের কন্যা। তিনি ১৯৮৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর League for Democracy নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি ১৯৯১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ৬ এপ্রিল, ২০১৬ সালে মায়ানমারের পার্লামেন্টে অং সান সুচিকে প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদা সম্পন্ন State Counsellor পদে আসীন করা হয়।

০৪. সাম্প্রতিক কাতার সংকটের সময় কোন দেশটি কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে নাই?
ক. সংযুক্ত আরব আমিরাত খ. মিশর
গ. কুয়েত ঘ. বাহরাইন **উত্তর : গ**

ব্যাখ্যা : কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে মোট ৭টি দেশ। ৫ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে সৌদিসহ প্রতিবেশী ৪টি দেশ (মোট ৪টি আরব দেশ ও মালদ্বীপ) কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। দেশগুলোর নাম হলো – সৌদি আরব, ইয়েমেন, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, লিবিয়া ও মালদ্বীপ। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ১৩টি শর্ত দেওয়া হয়।

০৫. মায়া সভ্যতা বিশ্বের কোন অঞ্চলে বিরাজমান ছিল?
ক. মধ্য আমেরিকা খ. মধ্য-প্রাচ্য
গ. পূর্ব আফ্রিকা ঘ. পূর্ব এশিয়া **উত্তর : ক**

ব্যাখ্যা : খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়েতেমালা অঞ্চলে এ সভ্যতার সূত্রপা। জ্যোতির্বিদ, গণিত, সৌর ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, পাথরের মন্দির নির্মাণ এ সভ্যতার নিদর্শন।

০৬. ২০১৮ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রতিপাদ্য বিষয় কোনটি?
ক. প্লাস্টি (Plastic) দূষণকে পরাজিত করি
খ. সবুজ বিশ্ব গড়ে তুলি
গ. জলবায়ু উষ্ণতাকে রুখে দেই
ঘ. জলবায়ু উষ্ণতা প্রতিরোধ তহবিল গড়ে তুলি **উত্তর : ক**

০৭. ৯২ বছর বয়সী মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের রাজনৈতিক জোট হচ্ছে-
ক. বারিসান ন্যাশনাল খ. পাটি পেরিকাতান
গ. পাকাতান-হারুপান ঘ. ইউএমএনও **উত্তর : গ**

ব্যাখ্যা : ২০১৮ সালের ৯মে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে জয়ের পরদিন ১০মে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি শপথ নেন। তিনি তার পূর্বের দল "ইউনাইটেড মালয়িস ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন" কে হারিয়ে এক সময়ের প্রতিপক্ষ ''পাকাতান হারাপান কোয়ালিশনের" (প্রশ্নে উল্লেখ ছিল: পাকাতান- হারুপান) নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মাহাথির বিন মোহাম্মদ দুই বছর ক্ষমতায় থাকতে চান। এরপর তিনি কারাবন্দী নেতা আনোয়ার ইব্রাহিমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

০৮. 'মেসোপটেমীয় সভ্যতা' গড়ে উঠেছিল কোথায়?
ক. ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে
খ. নীল নদের তীরে
গ. টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে
ঘ. হোয়াংহো নদীর তীরে **উত্তর : গ**

ব্যাখ্যা : পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা বলা হয় মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত সুমেরীয় সভ্যতাকে। মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে ওঠে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উর্বর তীরাঞ্চলে। 'মেসোপটেমিয়া' গ্রিক শব্দ যার অর্থ 'দুই নদীর তীরাঞ্চলে। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসেরীয় সভ্যতা, ক্যালডীয় সভ্যতা। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত।

০৯. বিখ্যাত 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' (Washington Consensus) কোন বিষয়ের সাথে জড়িত?
ক. নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন
খ. অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ
গ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন
ঘ. আন্তর্জাতিক অভিবাস নীতি **উত্তর : ক**

ব্যাখ্যা : জন উইলিয়ামসন নামের একজন অর্থনীতিবিদ ১৯৮৯ সালে এই ধারণাটির প্রবর্তক। তিনি ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিকস এর একজন অর্থনীতিবিদ। ওয়াশিংটন কনসেনসাস মূলত সংকটে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ওয়াশিংটনভিত্তিক তিনটি প্রতিষ্ঠান (World Bank, IMF, ইউএস ট্রেজারি বিভাগ) একটি সংস্কার প্যাকেজ।

১০. কোন সালে হিটলার জার্মান চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়?
ক. ১৯৩৪ খ. ১৯৩১
গ. ১৯৩২ ঘ. ১৯৩৩ **উত্তর : ঘ**

ব্যাখ্যা : এডলফ হিটলার অস্ট্রীয় বংশোদ্ভূত জার্মান রাজনীতিবিদ। তিনি 'ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি' এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৩-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মান চ্যান্সেলর ছিলেন।

১১. কোন বিদেশী পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে "রাজনীতির কবি" (Poet of Politics) উপাধি দিয়েছিলেন?
ক. দি ইকনমিস্ট খ. টাইম
গ. গার্ডিয়ান ঘ. নিউজ উইরুস **উত্তর : ঘ**

ব্যাখ্যা : ব্যক্তিত্বে ও নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু বিশ্ব মিডিয়ার নজর কেড়েছিলেন। ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণার পর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দী হন শেখ মুজিবুর রহমান। এ

www.bdniyog.com

ঘটনার পর নিউজ উইকস (প্রশ্নে আছে : নিউজ উইরুস) ম্যাগাজিন তাদের প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিকস' আখ্যায়িত করে নিবন্ধ প্রকাশ করে।

১২. জাতিসংঘের 'Champion of the Earth' খেতাবপ্রাপ্ত কে?
ক. থোরেসা মে খ. এঞ্জেলা মার্কেল
গ. শেখ হাসিনা ঘ. হিলারি কিল্টন **উত্তর : গ**

ব্যাখ্যা : ২০১৫ সালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির সর্বোচ্চ সম্মাননা পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ' লাভ করেন।

১৩. কোন দেশের সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট?
ক. মিয়ানমার খ. চীন
গ. সিঙ্গাপুর ঘ. ব্রুনাই **উত্তর : ক**

ব্যাখ্যা : মায়ানমারের আইনসভার নাম পিদাংসু হুততাও (The Assembly of the Union)। দেশটির আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট (Bicameral legislature)। উচ্চ কক্ষের (Upper House) নাম পিথু হুততাও (House of Nationalities) এবং নিম্ন কক্ষের (Lower House) নাম পিথু হুততাও (House of Representatives)। মায়ানমারের আইনসভা ২০০৮ সালের জাতীয় সংবিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪. ন্যাটোর সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র কোনটি?
ক. লিথুয়ানিয়া ক. আলবেনিয়া
গ. ক্রোয়েশিয়া ঘ. মন্টেনেগ্রো **উত্তর : ঘ**

ব্যাখ্যা : ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল NATO প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি সম্মিলিত প্রতিরক্ষা গোষ্ঠী। ন্যাটোর প্রথম মহাসচিব লর্ড ইসমে ১৯৪৯ সালে বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন দেশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দূরে রাখা, আমেরিকানদের কাছে আনা এবং জার্মানদের দাবিয়ে রাখা'। ন্যাটো গঠনের কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত হয় ওয়ার'শ প্যাক্ট। বর্তমানে ন্যাটোর সদস্য সংখ্যা ২৯টি। ৫ জুন, ২০১৭ সালে সর্বশেষ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় 'মন্টিনেগ্রো'।

১৫. ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে জাতিসংঘের মোট সদস্য রাষ্ট্র ছিল কতটি?
ক. ৫১ খ. ৪৮
গ. ৪৯ ঘ. ৫০ **উত্তর : ক**

ব্যাখ্যা : ২৬শে জুন, ১৯৪৫ সালে ৫০টি দেশ জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে। এছাড়াও ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে পোল্যান্ড জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে। মোট ৫১টি দেশ নিয়ে ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে ইয়াল্টা সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হয়। বর্তমানের সদস্য ১৯৩টি।

১৬. সর্বপ্রথম কোথায় ওপেক (OPEC) এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়?
ক. ভিয়েনা খ. জেদ্দা
গ. বাগদাদ ঘ. জেনেভা **উত্তর : ঘ**

১৭. বাইজেন্টাইন (Byzantine) সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কোন নগরী?
ক. লিসবন খ. প্যারিস
গ. ভিয়েনা ঘ. কন্সটান্টিনোপল **উত্তর : ঘ**

ব্যাখ্যা : বিশেষজ্ঞদের মতে রোমান সম্রাট প্রথম কন্সট্যান্টাইন (রাজত্বকাল: ৩০৬- ৩৩৭) ছিলেন প্রথম বাইজেন্টাইন সম্রাট। সম্রাট কন্সট্যান্টাইনই ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে রোম থেকে তার রাজধানী বাইজান্টিয়ামে সরিয়ে আনেন এবং এই শহরকে কন্সটান্টিনোপল নামে পুনর্গঠিত করেন যাকে অনেকেই নতুন রোম নামে অভিহিত করে থাকেন। কন্সটান্টিনোপল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল (৩৩০- ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ এবং ১২৬১- ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)। চতুর্থ ক্রুসেডের মাধ্যমে (১২০৪ সালে) কন্সটান্টিনোপলের পতন হয় এবং ১২৬১ সালে তা পুনরাধিকার হয়। ১৪৫৩ সালে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের কনস্টান্টিনোপল জয় করার মাধ্যমে উসমানীয়রা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে।

১৮. যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানি বাণিজ্যের বৃহত্তম বাজার কোথায়?
ক. ভারত খ. কানাডা
গ. চীন ঘ. ইইউ **উত্তর : (নোট)**

ব্যাখ্যা : প্রশ্নে ভাষাগত অসম্পূর্ণতা থাকায় বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি। প্রশ্নে যদি বলা থাকত, যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বাণিজ্যের বৃহত্তম বাজার কোথায়? সেক্ষেত্রে উত্তর হতো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। দেশ হিসেবে প্রথম কানাডা, দ্বিতীয় চীন।

১৯. জিরো সাম গেম (Zero Sum Game) আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কোন তত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক. মার্ক্সবাদ খ. গঠনবাদ
গ. উদারতাবাদ ঘ. বাস্তববাদ **উত্তর : ঘ**

ব্যাখ্যা : জিরো সাম বলতে এমন একটি অবস্থা বা পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়, যেখানে একজনের লাভে অন্যজনের লোকসান হয়। একই সাথে দুই পক্ষই লাভ করতে পারে না।

জিরো সাম গেম ধারণাটির উৎপত্তি মূলত এপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স এর একটি শাখা 'গেম থিওরি' (Game Theory) হতে হলেও বর্তমানে এটি সোস্যাল সায়েন্সের ডিসিপ্লিনগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। যেমন: পলিটিক্যাল সায়েন্সে সব নির্বাচনকেই জিরো সাম গেম ভাবা হয়, কেননা একদল জেতে এবং অপরদলকে অবশ্যই হারতে হয়।

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পলিটিক্যাল রিসোর্সের ডিস্ট্রিবিউশনকেও জিরো সাম গেম বলে মনে করেন। কেননা এখানে এক গ্রুপ কিছু Resource অর্জন করলে অন্য গ্রুপকে সে Resource হারাতে হয়। যেমনটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাবেন বাস্তববাদীরা (Realist)। তাদের মতে পুরো পৃথিবীর সম্পদ জিরো সাম, এক দল পেলে অন্যদলকে তা হারাতে হবে।

২০. ২০১৮ সালের জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের পর যৌথ ঘোষণার স্বাক্ষর প্রদানে কোন দেশ বিরত ছিল?
ক. ফ্রান্স খ. জার্মানি
গ. ইতালি ঘ. যুক্তরাষ্ট্র **উত্তর : ঘ**

ব্যাখ্যা : জি-৭ হলে ৭টি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি) শিল্পোন্নত দেশের জোট। এটি পূর্বে জি-৮ নামে পরিচিত ছিল। ক্রিমিয়া সংকটে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতার কারণে দেশটিকে বাদ দিয়ে গঠন করা হয় জি-৭। এর কোন সদর দপ্তর নাই। ৮-৯ জুন, ২০১৮ খ্রি. তারিখে কানাডায় জি-৭ এর ৪৪তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে কানাডার অসততাকে দায়ী করে জি-৭ সম্মেলন থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

২১. আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের সময়কাল কোনটি?
ক. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কাল
খ. ১৬০০-১৮০০ সাল
গ. প্রাচীন রোম শাসনকাল
ঘ. প্রাচীন গ্রিস সময়কাল **উত্তর : খ**

www.bdniyog.com

অধ্যায় এক : বৈশ্বিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি

প্রাচীন সভ্যতা

বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলো হলো-

০১. মেসোপটেমিয়া	০২. মিসরীয়	০৩. চৈনিক
০৪. সিন্ধু	০৫. ইজিয়ান	০৬. ফিনিশীয়
০৭. পারস্য	০৮. হিব্রু	০৯. গ্রিক
১০. রোমান	১১. মিনোয়ান	১২. মায়া
১৩. নারা	১৪. ইনকা	

☼ *মেসোপটেমিয়া সভ্যতা*

→ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা।

→ গড়ে ওঠে টাইগ্রিস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর উর্বর তীরাঞ্চলে। (৩৯তম বিসিএস)

→ গ্রিক মেসোপটেমিয়া অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি।

→ মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসেরীয় সভ্যতা, ক্যালডীয় সভ্যতা।

→ প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত।

⊗ *সুমেরীয় সভ্যতা (The Sumerian Civilization)*

→ মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সুমেরীয়গণ।

→ সুমেরীয়দের আদিবাস ছিল এলামের পাহাড়ি অঞ্চলে। তাদের আয়ের মূল উৎস ছিল কৃষি। উন্নত সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

→ সুমেরীয়গণ 'কিউনিফর্ম' (Cuneiform) নামে একটি নতুন লিপির উদ্ভাবন করে। কিউনিফর্ম হলো অক্ষরভিত্তিক বর্ণলিপি। কিউনিফর্ম দেখতে কোন কোনটা ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো মনে হতো।

→ সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান 'চাকা' (Wheel) আবিষ্কার।

⊗ *ব্যালিবলনীয় সভ্যতা (The Babylonian Civilization)*

→ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি হাম্মুরাবি (Hammurabi)। পৃথিবীর লিখিত আইন প্রণেতা ছিলেন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি হাম্মুরাবি। এই সভ্যতায় আইন সংক্রান্ত 'হাম্মুরাবি কোড' প্রণীত হয়েছিল।

→ সুমেরীয়দের উদ্ভাবিত 'কিউনিফর্ম' লিপিতে ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা লেখা হয় বিখ্যাত মহাকাব্য 'গিলগামেশ' (Gilgamesh)।

→ পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র পাওয়া যায় ব্যাবিলনের উত্তরের গাথুর শহরের ধ্বংসাবশেষে। এটি ছিল ভ্রমণকারীদের পথ নির্দেশ করার জন্য সহজ ও সরল প্রকারের মানচিত্র।

⊗ *অ্যাসেরীয় সভ্যতা (The Assyrian Civilization)*

→ টাইগ্রিস নদীর তীরে 'আশুর' নামে একটি সমৃদ্ধ শহর গড়ে উঠে। ইতিহাসে অ্যাসেরীয়রা পরিচিত সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে। তারাই প্রথমে লোহার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী গঠন করে এবং যুদ্ধরথের ব্যবহার করে।

→ অ্যাসেরীয়রা প্রথম বৃত্তকে ৩৬০° তে ভাগ করে।

→ পৃথিবীকে তারাই সর্বপ্রথম অক্ষাংশ (Latitudes) এবং দ্রাঘিমাংশে (Longitudes) ভাগ করেছিল।

⊗ *ক্যালডীয় সভ্যতা (The Chaledean Civilization)*

→ ব্যাবিলন শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠায় ক্যালডীয় সভ্যতা ইতিহাসে 'নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা' নামেও পরিচিত।

→ ক্যালডীয় সভ্যতার স্থপতি ছিলেন সম্রাট নেবুচাঁদনেজার। 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান' (The Hanging Garden of Babylon) নির্মাণের জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন। সম্রাজ্ঞী বাগান পছন্দ করতেন। তাঁরই উৎসাহে সম্রাট নগর দেওয়ালের উপর তৈরি করলেন আশ্চর্য সুন্দর এক বাগান। ইতিহাসে যা 'শূন্য উদ্যান' নামে পরিচিত।

→ ক্যালডীয়রাই প্রথম সপ্তাহকে ৭ দিনে বিভক্ত করে। আবার প্রতিদিনকে ১২ জোড়া ঘণ্টায় ভাগ করার পদ্ধতি তারা বের করে। ক্যালডীয়রা ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পান। তা থেকে ১২ টি রাশিচক্রের (12 Zodiac Circles) সৃষ্টি হয়।

→ The Hanging Garden of Babylon (ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান) প্রাচীন সপ্তাশ্চার্যের একটি।

☼ *মিশরীয় সভ্যতা*

→ খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে (মতান্তরে ৫০০০ অব্দে) নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটে। মিশরীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান হলো পিরামিড তৈরি। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পিরামিড মিশরের রাজা ফারাও বা রাজা খুফুর পিরামিড। এ পিরামিডে রাজা খুফুর সমাধি অবস্থিত।

→ গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস মিশরকে- নীলনদের দান বলেছেন। সমগ্র মিশরকে এক করেন রাজা মেনেস। মেনেসের শাসনকালে রাজধানী ছিল মেম্ফিস।

→ মিশরীয়রা ছবি ও সংকেতের সাহায্যে হায়রোগ্লিফিকস (Hieroglyphics) লিপির প্রচলন করেন। গাছের সাদা বাকল থেকে তারা 'প্যাপিরাস' নামক কাগজও তৈরি করেন।

→ মিশরীয়রা পাল তোলা বড় নৌকা, ১২ মাসে বছর, ৩০ দিনে মাস, ৩৬৫ দিনে সাল গণনা, মৃৎপাত্র তৈরির যন্ত্র, ঢাল, তলোয়ার, তীর- ধনুক প্রভৃতির প্রচলন করেন।

☼ *চৈনিক সভ্যতা*

→ খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ অব্দে চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উর্বর অঞ্চলে চৈনিক সভ্যতা গড়ে ওঠে।

www.bdniyog.com

→ চীনারা ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত। তারা ঘোড়া টানার রথ ব্যবহার করত।

→ চীনের সমাজব্যবস্থা চার ভাগে বিভক্ত ছিল – রাজা, বুদ্ধিজীবী, জনগণ, ক্রীতদাস। চীনারা তাদের রাজাকে 'ঈশ্বরের পুত্র' মনে করত।

→ কনফুসিয়াস ছিলেন চীনের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক। কনফুসিয়াসের (Confucius) দর্শন ধর্মে পরিণত হয় ২০৬ অব্দে। চীনা জনগোষ্ঠী মূলত মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত।

☼ *সিন্ধু সভ্যতা*

→ সিন্ধু সভ্যতা (Sindhu Civilization) ছিল ব্রোঞ্জ যুগীয় সভ্যতা (৩৩০০ - ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। পাকিস্তানের সিন্ধু নদের তীরে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো (Mohenjo Daro) এবং আরো ছোটবড় একশত শহর ও গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠে সিন্ধু সভ্যতা। দ্রাবিড়গণ এই সিন্ধু সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেন।

→ সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার করেন জন মার্শাল, দয়ারাম সাহনী এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২২ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে এ সভ্যতার নিদর্শন দেখতে পান।

→ মাটি খুঁড়ে খোঁজ পাওয়া প্রথম নগরীটির নাম হরপ্পা। নগরীটি গড়ে ওঠে সিন্ধুর উপনদী ইরাবতীর তীরে।

→ খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত আর্যদের আক্রমণে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।

☼ *ফিনিশীয় সভ্যতা*

→ খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ থেকে লেবানন ও ভূ-মধ্যসাগরের মাঝামাঝি অঞ্চলে এ সভ্যতা গড়ে উঠে।

→ সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের পরিচয় হলো শ্রেষ্ঠ নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসেবে। এদের মূল পেশা ছিল বাণিজ্য। ফিনিশীয় নাবিকরা ধ্রুবতারা দেখে রাতে জাহাজ চালাতে পারত।

→ এরা ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণের সমন্বয়ে ফিনিশীয় বর্ণমালা (Phonician alphabet) উদ্ভাবন করে। আধুনিক বর্ণমালার সূচনা এখান থেকেই। এরা কালি, কলম, কাগজের ব্যবহার জানত।

→ আলেকজান্ডারের হাতে ফিনিশীয়দের পতন ঘটে।

→ ২০০৫ সালে ইউনেস্কো ফিনিশীয় ভাষাকে 'International Documentary Herritage' হিসেবে 'Memory of the world Register' এ নিবন্ধিত করে।

☼ *পারস্য সভ্যতা*

→ পারস্য (বর্তমান ইরান) খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ৬০০ অব্দ পর্যন্ত মরুভূমির উত্তরে বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমিতে এ সভ্যতা গড়ে ওঠে।

→ সভ্যতায় পারসীয়দের প্রধান অবদান হলো দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

→ পারস্যরা লিপি লিখনে ৩৯টি কিউনিফর্ম ব্যবহার করত।

→ এ সময় জরথ্রুস্ট নামক ধার্মিক ও দার্শনিক নতুন ধর্মীয় জরথ্রুস্টবাদ প্রবর্তন করেন।

→ দারিয়ুস ছিলেন পারস্যের বিখ্যাত সম্রাট।

→ পারস্য সভ্যতার অপর নাম একমেনিড সভ্যতা। পারস্যরা সর্বশক্তিমান প্রভুকে বলত আহুরামাজদী।

☼ *হিব্রু সভ্যতা*

→ প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে হিব্রু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। হিব্রু মূলত একটি ভাষার নাম। তবে হিব্রু অর্থ 'নিচ বংশের লোক' বা 'যাযাবর'।

→ বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীরা হচ্ছে হিব্রুদের বংশধর। জেরিকো শহরটি ইসরাইলে অবস্থিত। এখানে প্রথম নগর সভ্যতার পত্তন হয়েছিল।

→ হিব্রুদের প্রধান অবদান— ধর্মের ক্ষেত্রে

☼ *গ্রিক সভ্যতা*

→ খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ হতে গ্রিক সভ্যতার সূত্রপাত। রোমানরা 'হেলাস' দেশকে গ্রিক নামে রূপান্তরিত করে। গ্রিসের লোকেরা অতীতে নিজেদেরকে 'হেলেনীজ' বলত। তাদের সংস্কৃতিকে হেলেনিক আখ্যায়িত করা হয়। আর হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির জন্ম হয় মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিক সভ্যতার সাথে অন্য সংস্কৃতির মিশ্রণে।

→ গ্রিক সভ্যতা মূলত স্পার্টা ও এথেন্সকেন্দ্রিক। নগররাষ্ট্র দুটোর মধ্যে স্পার্টা ছিল সামরিক নগররাষ্ট্র। এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে একটি লোমহর্ষক যুদ্ধ সংগঠিত হয়, নাম পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ (Pelopennsian war)। এ যুদ্ধে পতন ঘটে এথেন্সের।

→ নগররাষ্ট্র 'এথেন্স'-এ সূচিত হয় পৃথিবীর 'প্রাচীনতম গণতন্ত্র'। তাই গ্রিসকে 'গণতন্ত্রের সূতিকাগার' বলা হয়। এথেন্সের গোত্রপ্রধানদের নিয়ে গঠিত সংসদকে বলা হত 'এরিওপেগাস'।

→ দার্শনিক সক্রেটিস ছিলেন এ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তিনি যুক্তিবাদী দর্শন প্রবর্তন করেন। সক্রেটিসকে হেমলক বিষ পানে হত্যা করা হয়। 'Republic' গ্রন্থের লেখক প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। প্লেটোর ছাত্র ছিলেন The Politics, The Ethics, The Logic গ্রন্থের লেখক এরিস্টটল। 'দি প্রিন্স' গ্রন্থের লেখক নিকলো ম্যাকিয়াভেলি আধুনিক 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক'।

→ গ্রিসে প্রাচীন অলিম্পিক শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে। গ্রিক নাট্যকার ঈস্কিলাস (নাটক: প্রমিথিউস, আগামেমনন), সফোক্লিস (নাটক : রাজা ইদিপাস, ইলেক্ট্রা) এ সময় নাটক রচনা করেন। এ সময় হেরোডোটাস ইতিহাস রচনা করেন। তাকে বলা হয় ইতিহাসের জনক।

→ বিখ্যাত গণিতবিদ 'পিথাগোরাস' এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানী 'হিপোক্রিটাস' এ সময়ের গ্রিসের বাসিন্দা।

www.bdniyog.com

→ প্রাচীন গ্রিসের মহাকবি হোমার রচনা করেছেন 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'।

→ গ্রিকরা দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল। গ্রিকদের প্রধান দেবতা ছিল জিউস। অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে-

সূর্য, চিকিৎসা ও সঙ্গীতের দেবতা		অ্যাপোলো	
ভালবাসা ও সৌন্দর্যের দেবী		অ্যাফ্রোদিতি	
শিকার ও উর্বরতার দেবী		আরটেমিস	
বিবাহের দেবী		হেরা	
যুদ্ধদেবতা	এরিস	কৃষি দেবী	ডিমিটার

☼ *রোমান সভ্যতা*

→ ইতালির রোমকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে রোমান সভ্যতার সূত্রপাত হয়। এটি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। ল্যাটিন রাজা রোম নগরীর পত্তন করেন। রাজা রোমুলাসের নামেই রোম নগরীর নামকরণ করা হয়। অগাস্টাস হলেন রোম সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট। সঙ্গীতপ্রিয় রোমান সম্রাট লিওপোল্ড মৃত্যুর সময়ও সঙ্গীত শুনতে শুনতে প্রাণত্যাগ করেন।

→ জুলিয়াস সিজার ছিলেন রোমের খ্যাতিমান সম্রাট। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে রোমের সম্রাট হন। এসময় মিশরের রানি ক্লিওপেট্রার সাথে সিজারের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জুলিয়াস সিজার ব্রিটেন আক্রমণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ অব্দে। জুলিয়াস সিজার সহজে ব্রিটেন দখল করে একটা কথা বলেছিলেন, 'Veni, Vidi, Vici.' এর অর্থ 'এলাম, দেখলাম ও জয় করলাম'।

→ সিজারকে পাম্পে সূতী পর্বতের পাদদেশে হত্যা করা হয়। সিজারের মৃত্যুর পর মার্ক এন্টনির সাথে ক্লিওপেট্রার প্রণয় হয়। সম্রাট অগাস্টাস সিজারের হাতে এন্টনির পতন হয়। অগাস্টাস সিজারের শাসনামলে যিশু খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেন।

→ রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন খ্রিষ্ট ধর্মের বিস্তার ঘটান।

→ ১২টি ব্রঞ্জের পাতে রোমান আইন সংকলন করেন। সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলন করেন- সম্রাট জাস্টিনিয়ান।

☼ *মিনোয়ান সভ্যতা*

আর্থার ইভান্স ১৮৯৯ সালে ক্রিট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খোঁড়াখুঁড়ি করে আবিষ্কার করেন মিনোয়ান সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের রাজধানী 'ক্লসস'। এ নগরী খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে আগুনে পুড়ে যায়।

☼ *ইজিয়ান সভ্যতা*

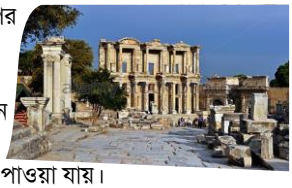

খ্রিস্টপূর্ব ২,০০০ অব্দে ইউরোপের ইজিয়ান সাগরের নিকটবর্তী দ্বীপকে কেন্দ্র করে এ সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটে। এ সময়ে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় এবং রঙিন দেয়ালচিত্র ও মৃৎশিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়।

☼ *মায়া সভ্যতা*

খ্রিস্টপূর্ব ১,০০০ অব্দে মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়েতেমালা অঞ্চলে এ সভ্যতার সূত্রপাত। (৩৯তম বিসিএস) জ্যোতির্বিদ, গণিত, সৌর ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, পাথরের মন্দির নির্মাণ এ সভ্যতার নিদর্শন।

☼ *নারা সভ্যতা*

খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে জাপানে এ সভ্যতা দেখা দেয়। বৌদ্ধদের প্রভাবিত বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎকর্ষ ছিল এ সভ্যতার প্রধান বিষয়। এ সময় বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং প্যাগোডা নির্মিত হয়।

☼ *ইনকা সভ্যতা*

→ পেরুর দক্ষিণাঞ্চলে এ সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এ সভ্যতার সম্রাটগণ তাদের বসবাসের জন্য মাচুপিচু তৈরি করেন। এটিকে সবচেয়ে আধুনিক সভ্যতা বিবেচনা করা হয়।

→ ইনকা সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার জলের সাহায্যে সেচ পদ্ধতি।

→ ইনকা সভ্যতার সরকারি নাম- ক্যুয়চুয়া।

☼ *প্রাচীনকালে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ*

হেরোডোটাস	ঐতিহাসিক হিরোডোটাস ইতিহাসের জনক হিসেবে খ্যাত। তিনি সর্বপ্রথম History শব্দটি ব্যবহার করেন। তার রচিত বই- এর নাম 'ইতিবৃত্ত' (History).
হাম্মুরাবি	ব্যাবিলনের রাজা ছিলেন। তাঁর অধীন লোকদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে 'Code of Hummurabi' নামে একটি বিশাল বই রচনা করেন। ২৮২ ধারা বিশিষ্ট এ আইন গ্রন্থটি পৃথিবীর প্রথম আইন গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।
ক্লিওপেট্রা	দ্বাদশ টলেমীর কন্যা ছিল ক্লিওপেট্রা। অষ্টাদশী ক্লিওপেট্রা তার ছোট ভাই দশ বছর বয়সী ত্রয়োদশ টলেমীকে বিয়ে করে মিশরের রানী হন। রোমান সম্রাট সিজারের সাথে যুদ্ধে টলেমী মারা গেলে তিনি সিজারের প্রণয়িণীতে পরিণত হন। সিজার নিহত হলে তিনি মিশরে ফিরে গিয়ে সেনাপতি এন্টনিকে বিয়ে করেন। রোমান সম্রাট অক্টোভিয়ানের হাতে এন্টনির পতন ঘটলে ক্লিওপেট্রা সর্পদংশনে (অ্যাস্প নামের এই সাপ হয় মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা, তবে মারাত্মক বিষধর। ডুমুরের ঝুড়িতে করে বিশেষ ব্যবস্থায় আনা হয়েছিল দু'টি সাপ) আত্মহত্যা করেন। তিনি 'সার্পেন্ট অব নাইল' নামে পরিচিত।
ডেভিড	ইসরাইলের প্রাচীন রাজা। ফিলিস্তিনী বীর গোলিয়াথকে পরাজিত করে তিনি খ্রিস্টপূর্ব ১,০০০ অব্দে জেরুজালেমে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তিনি ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী নবী হযরত দাউদ (আঃ)।
নেবুচাঁদনেজার	খ্রিস্টপূর্ব ৬৩০- ৫৬২ সময়ে তিনি ছিলেন ব্যাবিলনের সম্রাট। এসময়ে তিনি তাঁর স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান' তৈরি করেন।

☼ *অন্যান্য তথ্য*

→ খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে এশিয়া মাইনরে লৌহ যুগের অবসান হয়।

→ লৌহ ব্যবহার প্রথম শুরু করে- হিট্রাইট সভ্যতার লোকেরা। হিট্রাইটদের ধর্মে প্রভাব ছিল হুরিয়ানদের।

→ গ্রিক কবি হোমারের মহাকাব্য থেকে ইজিয়ান সভ্যতার তথ্য পাওয়া যায়।

www.bdniyog.com

→ মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় হেলেনিস্টিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। হেলেনিস্টি সভ্যতা গড়ে তোলেন ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট।

→ **জাভা মানব** : ১৮৯১ সালে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত পূর্ব জাভায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের খুলি আবিষ্কৃত হয়। এই আদি মানবের নাম দেওয়া হয় 'জাভা মানব'।

→ **পিকিং মানব** : বর্তমান বেইজিং বা পিকিং-এর নিকট পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলি যাকে 'পিকিং মানব' বলা হয়।

→ **হেইডেলবার্গ মানব : জার্মানির হেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক আদি মানবের নিচের চোয়াল আবিষ্কার করেন**। এই আদি মানবের নাম দেওয়া হয় 'হেইডেলবার্গ মানব'।

→ **লুসি মানব : ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ায় আবিষ্কৃত মিলিয়ন বছরের পুরনো একটি কঙ্কাল।**

বিশ্বের প্রধান ধর্ম

☼ *ইসলাম*

→ ইসলাম ধর্ম অনুসারে, হযরত আদম (আ) হলেন প্রথম মানব ও আল্লাহর নবী এবং হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।

→ মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ)। তার মাজার হেবরনে অবস্থিত।

→ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। ২৫ বছর বয়সে তিনি হযরত খাদিজা (রা) কে বিয়ে করেন। চল্লিশ বছর বয়সে ২৭ শে রমজানের রাতে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। দীর্ঘ ২৩ বছরে তাঁর উপর পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়া সমাপ্ত হয়। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল মৃত্যুবরণ করেন।

→ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)। ইসলামের মোট খলিফা ৪ (চার) জন। তাঁরা হলেন- হযরত আবুবকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)।

→ ধর্মগ্রন্থ- কুরআন, প্রার্থনাকেন্দ্র- মসজিদ এবং পবিত্র স্থান- মদিনা, মক্কা, জেরুজালেম।

☼ *হিন্দু*

→ বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম হিন্দু ধর্ম। এটিকে সনাতন ধর্ম বলা হয়।

→ হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'বেদ'। বেদের চারটি খণ্ড রয়েছে- ঋকবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। প্রত্যেক বেদের দুইটি অংশ রয়েছে – সংহিতা ও ব্রাহ্মণ।

→ বর্ণপ্রথা অনুসারে হিন্দুধর্মে চারটি প্রধান বর্ণ রয়েছে- ব্রাহ্মণ (ধর্মগুরু ও পৌরহিত্য সাধন, ক্ষত্রিয় (দেশরক্ষা), বৈশ্য (ব্যবসা – বাণিজ্য), শুদ্র (কায়িক শ্রম তথা সেবা প্রদান)। হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতা হচ্ছে- ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

→ প্রবর্তক- আর্য ঋষিগণ, প্রার্থনা কেন্দ্র- মন্দির এবং পবিত্র স্থান- গয়া-কাশী।

☼ *খ্রিস্টান ধর্ম*

→ ইতিহাসখ্যাত বেথেলহাম প্যালেস্টাইনে অবস্থিত। এখানে যিশুখ্রিস্ট এক গোশালায় জন্মগ্রহণ করেন। যিশুর মাতার নাম মেরি। মেরি ও যোসেফের গ্রামের বাড়ি নাজেরাথ। প্যালেস্টাইন ছিল ইহুদী অধ্যুষিত এবং যিশুর ধর্মমত প্রচারের কারণে ক্ষুব্ধ ইহুদিরা তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতা ও রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। রোমান সম্রাট অগাস্টাস সিজারের গভর্নর পন্টাস পাইলটের অন্যায় আদেশে যিশুকে ক্রুশে পেরেক এঁটে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ইসলাম ধর্মে যিশুখ্রিস্টকে হযরত ইসা (আ.) মনে করা হয়।

→ খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ 'নিউ টেস্টামেন্ট' বা 'বাইবেল'। এটি প্রথমে হিব্রু ভাষায় লেখা হয়। নিউ টেস্টামেন্টের ২৭টি পুস্তকের মধ্যে চারটি পুস্তক 'গোস্পেল' বা 'সুসমাচার' নামে পরিচিত। এগুলো লিখেছিলেন মথি, মার্ক, লুক ও যোহন। লেখার সময়কাল ৬০ - ১১০ খ্রিস্টাব্দ।

→ জেরুজালেম খ্রিস্টানদের পবিত্র নগরী এবং জর্ডান নদী পবিত্র নদী।

→ খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উপাসনালয়- গির্জা।

☼ *শিখ ধর্ম*

→ 'শিখ' শব্দটির উৎপত্তি পাঞ্জাবী ভাষার 'শিখনা' শব্দ থেকে। গুরু নানকের অনুসারীদের শিখ বলা হয়ে থাকে। গুরু নানক পাকিস্তানের লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন।

→ গুরুগ্রন্থ 'সাহিব' হলো শিখ ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

→ শিখ উপাসনাগার বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির অমৃতসর শহরে অবস্থিত। এটি গোল্ডেন টেম্পল নামে পরিচিত।

→ ১৫৭১ সালে গুরু অমর দাসের সাথে সম্রাট আকবর সাক্ষাৎ করে শিখ ধর্মপ্রসারে ভূমিকা রাখেন।

→ শিখদের প্রার্থনাকেন্দ্র - গুরুদুয়ারা।

☼ *ইহুদি ধর্ম*

→ একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহের মধ্যে ইহুদি ধর্ম প্রথম ও প্রাচীনতম।

→ তাওরাত অনুসারে ইহুদি জাতির পিতা ইব্রাহীম (আ)। তাঁর পুত্র ইসহাক এবং ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব (আ)- এর আরেক নাম ইসরাইল। ইয়াকুবের ১২ টি সন্তানের মধ্যে ১টি সন্তান [ইউসুফ (আ)] মিশরের রাজা হন। সেই থেকে ইসরাইলীগণ মিশরে বসবাস করতে থাকে।

→ ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক হলেন হযরত মুসা (আ)।

→ বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশই ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ। ইহুদিরা শনিবার পূর্ণ বিশ্রামে থেকে প্রভুর উপাসনা ও আরাধনা করে। ইহুদিদের পবিত্র উপাসনাগার বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ জেরুজালেমে অবস্থিত। ইহুদিরা এরা নাম দিয়েছে টেম্পল মাউন্ট। প্রার্থনাকেন্দ্র- সিনাগগ।

→ রাজা নেবুচাঁদনেজার এটি প্রথমবার ধ্বংস করেছিলেন। জেরুজালেম মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি কর্তৃক সমাদৃত এবং তিন ধর্মের মিলনকেন্দ্র।

www.bdniyog.com

☼ *গৌতম বুদ্ধ*

→ প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ।

→ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নেপালের কপিলাবস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা রাজা শুদ্ধোধন এবং মাতা রানী মহামায়া। কপিলাবস্তু থেকে ১২ ক্রোশ দূরে পিত্রালয়ে গমনপথে 'লুম্বিনি' অরণ্যোদ্যানে বুদ্ধকে প্রসব করেন তাঁর মাতা। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণকারী গৌতমের বাল্যনাম ছিল সিদ্ধার্থ। ২৯ বছর বয়সে তিনি গৃহ ত্যাগ করে 'বুদ্ধগয়া' নামক স্থানে নিরঞ্জনা নদীর তীরে এক অশ্বত্থতলায় ধ্যান-নিমগ্নতার মধ্যে 'সম্বোধি' জ্ঞান লাভ করেন। অশ্বত্থ গাছটির নামকরণ করা হয় 'বোধিবৃক্ষ'। ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বুদ্ধ গঙ্গার উত্তরপাড়ের কুশীনগরের এক শালবনে উত্তরীয় এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ৮০ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

→ বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা 'অহিংসা পরম ধর্ম'। বুদ্ধ সাধনার মাধ্যমে চারটি সত্যের সন্ধান পান – দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়। তিনি মানুষকে পঞ্চশীল পালনের উপদেশ দিয়েছেন।

→ বৌদ্ধ দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো নির্বাণ লাভ করা।

→ বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলো পালি ভাষায় রচিত 'ত্রিপিটক'।

→ প্যাগোডা হলো বৌদ্ধদের উপাসনালয়।

→ বুদ্ধগয়া, সারনাথ তাদের পূণ্যস্থান।

☼ *জৈন ধর্ম*

→ জীবহত্যার বিরোধিতায় হিন্দুদের মধ্য থেকে জৈন ধর্মের উৎপত্তি। জৈন শব্দ দ্বারা হিংসা, ক্রোধ, লোভ, লালসা ও জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্তি পেয়ে কঠোর কৃচ্ছতাধারী হওয়ার পথানুসন্ধানকেই বোঝায়।

→ এটি ভারতের বিহারে উৎপত্তি লাভ করে।

→ জৈন ধর্মে তীর্থঙ্কর হলেন ধর্মগুরু। জৈন ধর্ম দুটি ধারায় বিভক্ত – শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর।

→ জৈনদের সুনির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ নেই। ৪৫ টি প্রামাণিক ধর্মবিধি রচনাকে তারা অনুসরণ করে।

এশিয়া মহাদেশ

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. ভারতের সেভেন সিস্টার্সের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের নাম- মিজোরাম, অরুণাচল, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম। ভারতের উত্তর- পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা প্রত্যাশী ৭ টি রাজ্য। (২৬তম বিসিএস)

০২. ফিলিস্তিনের মাতৃভূমিতে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৮ সালে। (২৬তম বিসিএস)

০৩. পশ্চিম তিমুরের বর্তমান মর্যাদা- ইন্দোনেশিয়ার অঙ্গরাজ্য। (২৬তম বিসিএস)

০৪. মধ্য-প্রাচ্য কখন তেল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল- ১৯৭৩ সালে। (২৫তম বিসিএস)

০৫. নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম- খাদগা প্রসাদ শর্মা ওলি (সংক্ষেপে : কে পি শর্মা)। (২৫তম বিসিএস-এর আলোকে)

০৬. ভারতীয় লোকসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা- ৫৪৩ জন। (২৬তম বিসিএস)

০৭. ১৯৯৭ সালে কোন দেশ 'এক দেশ দুই নীতি' চালু করে- চীন। ২০৪৭ সালে এর মেয়াদ শেষ হবে। ২০১৬ সালের ১ লা জানুয়ারি থেকে 'এক সন্তান নীতি' বাতিল করা হয়। (১২তম বিসিএস)

০৮. চীনে 'দ্বৈত অর্থনীতির' ধারণা মূলতঃ কোন বাস্তবতার নিরিখে গৃহীত- হংকং এর অর্থনীতিকে সচল রাখা। (২০তম বিসিএস)

০৯. রাজিব গান্ধীকে হত্যার জন্য বোমা বহনকারী আত্মঘাতী মহিলার নাম- নলিনী। (১৪তম বিসিএস)

১০. 'No Fly Zone' কোথায়?- ইরাক। (২৩তম বিসিএস)

১১. ইসরাইল কত সালে পূর্ব জেরুজালেম দখল করে- ১৯৬৭ সালে। (২৩তম বিসিএস)

১২. ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট জালাল তালিবানি কোন সম্প্রদায়ের- কুর্দি। (২৭তম বিসিএস)

১৩. হোয়াংহো নদীর উৎপত্তিস্থল- কুনলুন পর্বত। (২৮তম বিসিএস)

১৪. ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম- নরেন্দ্র দামোদর মোদী। প্রেসিডেন্ট : রামনাথ কোবিন্দ। (২৯তম বিসিএস-এর আলোকে)

১৫. স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়- আলজেরিয়া। (৩১তম বিসিএস)

১৬. এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি- আসিয়ান জোটকে সমর্থন। (১৪তম বিসিএস)

১৭. 'গ্লাসনস্ত' অর্থ- খোলামেলা আলোচনা। (১৪তম বিসিএস)

১৮. 'পেরেস্ত্রইকা' অর্থ- পরিবর্তন বা পরিবর্ধন।

১৯. আফগানিস্তানের শেষ বাদশাহের নাম- জহির শাহ। (৩১তম বিসিএস)

২০. 'তাস' কোন দেশের সংবাদ সংস্থা- রাশিয়া। (৩২তম বিসিএস)

২১. জনসংখ্যার ভিত্তিতে বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের নাম- ইন্দোনেশিয়া। (৩২তম বিসিএস)

২২. পৃথিবীর গভীরতম হ্রদের নাম- বৈকাল হ্রদ। (৩৩তম বিসিএস)

২৩. 'আরব বসন্ত' বলতে বোঝায়- আরব দেশগুলোর গণজাগরণ। (৩৪তম বিসিএস)

২৪. বর্তমান বিশ্বে নিউ সিল্ক রোডের প্রবক্তা- চীন। (৩৫তম বিসিএস)

২৫. জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ব্যাপকতা তুলে ধরার জন্য সমুদ্রের গভীরে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছে- মালদ্বীপ। (৩৫তম বিসিএস)

২৬. বর্তমান বিশ্বে কোন দেশের সংবিধানকে শান্তি সংবিধান বলা হয়- জাপান। (৩৫তম বিসিএস)

২৭. ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্ক অঞ্চলের বাইরে আমন্ত্রিত দেশের সংখ্যা- ১টি। মরিশাস। (৩৫তম বিসিএস) [বি.দ্র. নরেন্দ্র মোদি প্রথমবার যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়, সেসময় প্রশ্নটি করা হয়েছিল।]

২৮. 'আলেপ্পো' শহরটি- সিরিয়ায়। (৩৬তম বিসিএস)

২৯. মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে- ১৯৫৬ সালে। (১২তম বিসিএস)

৩০. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন 'বেলফোর' ঘোষণা এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল- ইহুদী জাতির জন্য একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন। (৩৫তম বিসিএস)

৩১. নেপালের সর্বশেষ রাজা- জ্ঞানেন্দ্র। (৩৫তম বিসিএস)

৩২. 'Laos' এর সরকারী নাম- Laos People's Democratic Republic. (৩৬তম বিসিএস)

৩৩. সুয়েজ খাল চালু হয়- ১৮৬৯ সালে। (৩৬তম বিসিএস)

৩৪. 'মংডু' কোন দুটি দেশের সীমান্তে অবস্থিত- বাংলাদেশ – মায়ানমার।(৩৬তম বিসিএস)

www.bdniyog.com

৩৫. 'কালাপানি' কোন দুটি রাষ্ট্রের অমীমাংসিত ভূ-খন্ড?- ভারত – নেপাল। (৩৭তম বিসিএস)

৩৬. ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি যা 'Joint Comprehensive Plan of Action' নামে পরিচিত তা সই হয়- ১৪ জুলাই, ২০১৫ সালে। (৩৭তম বিসিএস)

৩৭. সংবিধান অনুযায়ী মিয়ানমারের সংসদে কত শতাংশ আসন অনির্বাচিত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে?- ২৫ শতাংশ। (৩৭তম বিসিএস)

৩৮. সম্প্রতি ভারত গুগলকে নিচের কোন প্রোগ্রামের জন্য ছবি তোলা থেকে বিরত রাখে?- Google Street View. (৩৭তম বিসিএস)

৩৯. 'Law of the sea Convention' অনুযায়ী উপকূল থেকে কত দূরত্ব পর্যন্ত 'Exclusive Economic Zone' হিসেবে গণ্য?- ২০০ নটিক্যাল মাইল। (৩৭তম বিসিএস)

৪০. সলোমন দ্বীপপুঞ্জ- প্রশান্ত মহাসাগরে। (৩৭তম বিসিএস)

৪১. সার্কের সদর দপ্তর- কাঠমান্ডু। (৩৮তম বিসিএস)

৪২. Belt & Road Initiative (BRI) প্রস্তাব করেছেন- চীন। (৩৮তম বিসিএস)

৪৩. ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল- ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। (৩৮তম বিসিএস)

৪৪. মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা নাগরিকত্ব হারায়- ১৯৮২ সালে। (৩৮তম বিসিএস)

অবস্থান ও সংখ্যা	দেশ
দক্ষিণ এশিয়া (৮টি)	মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (১১টি)	মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মায়ানমার, ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর।
দূরপ্রাচ্য বা পূর্ব এশিয়া (৬টি)	চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তাইওয়ান।
নিকটপ্রাচ্য (৫টি)	**ফিলিস্তিন, লেবানন, তুরস্ক, সিরিয়া, ইসরাইল।**
মধ্যপ্রাচ্য **(১০+৪=১৪টি)**	কাতার, কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, বাহরাইন, ইরাক, ইরান, ইয়েমেন, জর্ডান + **ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া, ইসরাইল।**
মধ্য এশিয়া (৬টি)	কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান।
মোট- ৪৬টি। যেসকল দেশ এক চীন নীতি সমর্থন করে, তাঁরা তাইওয়ানকে স্বাধীন দেশের মতো সম্পর্ক স্থাপন করেন না। বিশ্বের অসংখ্য দেশ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা মেনে নিলেও এখনও তারা নিজ দেশে পরাধীন।	

☼ *দক্ষিণ এশিয়া*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
মালদ্বীপ	মালে	রুপিয়া	দিবেহি
বাংলাদেশ	ঢাকা	টাকা	বাংলা
আফগানিস্তান	কাবুল	আফগানি	পশতু
ভারত	নয়াদিল্লি	রুপি	হিন্দি, বাংলা
শ্রীলঙ্কা	কলম্বো (বাণিজ্যিক)	রুপি	সিংহলি
ভুটান	থিম্পু	গুলট্রাম	দোজংখা
নেপাল	কাঠমান্ডু	রুপি	নেপালিজ
পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	রুপি	উর্দু
মনে রাখার কৌশল = MBA IS for BNP.			

→ দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশ উপনিবেশ ছিল যুক্তরাজ্যের। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

→ **গোল্ডেন ওয়েজ** : দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশের (ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ) সীমান্তে অবস্থিত আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল।

ভারত

গ্রিক শব্দ 'ইন্ডিগো' থেকে ইন্ডিয়া নামের উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়। 'ইন্ডিগো' অর্থ নীল। এ অঞ্চলে নীল পাওয়া যেত বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। আবার কারো মতে, ইন্ডাস নাম হতে ইন্ডিয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া তথা বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি হলো ভারত। দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে ব্রিটিশদের নিকট থেকে ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে ভারত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। ভারত ২৯ টি রাজ্য এবং ৭ টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত। সর্বশেষ রাজ্য তেলেঙ্গানা যা ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ থেকে পৃথক হয়। তেলেঙ্গানার রাজধানী হলো হায়দারাবাদ (Hyderabad)।

→ ভারতের প্রথম-

প্রেসিডেন্ট	ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ	ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট
মুসলিম প্রেসিডেন্ট	ড. জাকির হোসেন	
বাঙালি প্রেসিডেন্ট	প্রণব মুখার্জি	
নারী প্রেসিডেন্ট	প্রতিভা দেবীসিং পাতিল	
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রেসিডেন্ট	ভারাহগিরি ভেঙ্কট গিরি	
প্রধানমন্ত্রী	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু	
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী	শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী	
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প.বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী	অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়	

→ **আইনসভা** : ভারতের আইনসভার নাম পার্লামেন্ট যা দ্বিকক্ষ (Bi-Cameral Legislature) বিশিষ্ট। যার উচ্চ কক্ষের (Upper House) নাম রাজ্যসভা (Council of States) এবং নিম্ন কক্ষের (Lower House) নাম লোকসভা (House of the People)। রাজ্য সভায় প্রতিনিধি ২৪৫ জন যার মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধি ২৩৩ জন এবং লোকসভার প্রতিনিধি ৫৪৫ জন যার মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধি ৫৪৩ জন। দেশটিতে শুরু থেকেই গণতন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে।

→ বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান ভারতের। ভারতের সংবিধানের রূপকার- ড. বি আর আম্বেদকার। নতুন সংবিধানের আলোকে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১-৫২ সালে।

→ ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। সাংবিধানিকভাবে ভারত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় এদিনই অর্থাৎ ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারি।

→ দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদের নাম Minister for External Affairs বা বিদেশ মন্ত্রী। ক্ষমতাসীন দলের নাম ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) এবং ক্ষমতাসীন জোটের নাম

www.bdniyog.com

National Democratic Alliance বা জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (NDA).

→ ভারত পারমাণবিক বোমার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটায় ১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে। দেশটির পারমাণবিক বোমার জনক আবুল পাকির জয়নুল (এপিজে) আবদুল কালাম। তার উপাধি 'Missile Man'. তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হলো 'Wings of Fire'. তিনি মারা যান ২৭ জুলাই, ২০১৫ সালে। অমর্ত্য সেন ভারতের অর্থনীতিবিদ। তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পান ১৯৯৮ সালে (অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৬৯ সাল থেকে)

→ ভারতের বর্তমান-

প্রধানমন্ত্রী	নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী (১৫তম)
নরেন্দ্র মোদী ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী	
রাষ্ট্রপতি	রামনাথ কোবিন্দ (১৪তম)
স্পিকার	সুমিত্রা মহাজন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	সুব্রামনিয়াম জয়শঙ্কর

→ কাশ্মীর

- কাশ্মীরের সর্বশেষ রাজা ছিলেন- হরি সিং
- কাশ্মীরকে বলা হয় ভূ-স্বর্গ
- কশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৬৫ সালে। লাদাখের মালিকানা নিয়ে ভারত-চীন যুদ্ধ সংগঠিত হয় ১৯৬২ সালে
- পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরের নাম আযাদ কাশ্মীর (৩৭%)।
- ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর (জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকা, লাদাখ, সিয়াচেন ও হিমবাহ) কাশ্মীরের ভূমির ৪৩%
- চীন নিয়ন্ত্রিত (আকসাই চীন, ট্রান্স কারাকোরাম ট্রাক্ট) কাশ্মীরের ২০%
- ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ করদ রাজ্য
- কাশ্মীরের 'বিশেষ সুবিধা' সংক্রান্ত ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদটি বাতিল করা হয়েছে ৫ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে।
- কাশ্মীর ভেঙ্গে দুটি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (কাশ্মীর ও লাদাখ) গঠন করা হয়।
- কাশ্মীরি গ্লোবালের তথ্যমতে, ১৯৮৯ সাল থেকে কাশ্মীরে ৯৫ হাজার ২৩৮ জন কাশ্মীরিকে হত্যা করা হয়েছে।

→ সেভেন সিস্টার্স : ভৌগোলিকভাবে ভারতের উত্তর-পূর্বের স্বাধীনতকামী ০৭ (সাত) রাজ্যকে সেভেন সিস্টার্স (Seven Sisters) বলা হয়। মনে রাখুন- আমি অমেত্রি মন।

রাজ্যের নাম	রাজধানীর নাম	রাজ্যের নাম	রাজধানীর নাম
আসাম	দিসপুর	ত্রিপুরা	আগরতলা
মিজোরাম	আইজল	মনিপুর	ইম্ফল
অরুণাচল	ইটানগর	নাগাল্যান্ড	কোহিমা
মেঘালয়	শিলং		

→ ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল- আন্দমান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, নয়াদিল্লি, পন্ডিচেরি, চণ্ডীগড়, দাদরা ও নাগার হাভেলি, লাক্ষাদ্বীপ, দামান ও দিউ।

→ ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা রয়েছে- পন্ডিচেরি, দিল্লি। ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নেই- আন্দমান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডীগড়, দাদরা ও নাগার হাভেলি, লাক্ষাদ্বীপ, দামান ও দিউ।

→ ১৯৫৬ সালে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

→ সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়- ১৯৭৫ সালে।

→ মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচল আসাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা রাজ্য হয়- ১৯৭২ সালে।

→ উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জন্ম হয়- ২০০০ সালে।

→ অন্ধ্র প্রদেশ ভেঙ্গে তেলেঙ্গানা রাজ্যের সৃষ্টি হয়- ২০১৪ সালে।

→ বোফর্স কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত রাজিব গান্ধী। ১৯৯১ সালে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত হন। আত্মঘাতী বোমা বহনকারী মহিলার নাম- থানু। হত্যার দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর নাম 'নলিনী'।

→ ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী।

→ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন : জনপথ রোড।

→ মন্দিরের শহর : ভারতের উত্তর প্রদেশের বেনারস।

→ আগ্রার তাজমহল অবস্থিত যমুনা নদীর তীরে।

→ বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয় ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২।

→ গুজরাটে দাঙ্গা হয় ২০০২ সালে।

→ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় চেরাপুঞ্জিতে।

→ বিখ্যাত কুতুব মিনার অবস্থিত ভারতের দিল্লীতে।

→ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর	o পানি পথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) তিনি ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। o তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোদ্ধায় বাবরি মসজিদ গড়ে তোলেন। উগ্রবাদী হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে।
সম্রাট আকবর	o দীন-ই-ইলাহীর প্রতিষ্ঠাতা o মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক o তিনি বাংলা সন চালু করেন o পানি পথের ২য় যুদ্ধে (১৫৫৬) হিমুকে পরাজিত করেন
কুতুব উদ্দিন আইবেক	o দিল্লিতে অবস্থিত কুতুব মিনার কুতুব উদ্দিন আইবেক কর্তৃক নির্মিত হয়।
মহাত্মা গান্ধী	o প্রকৃত নাম- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী o 'মহাত্মা' উপাধি দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর o মহাত্মা গান্ধী সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন' o ভারতের জাতির জনক ও অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তা o তাঁর জন্মতারিখ ২ অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস' o আত্মজীবনী- 'The Story of My Experience with Truth'. o ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সালে 'নথুরাম গডসে' নামক এক মৌলবাদী হিন্দু আততায়ী গুলি করে হত্যা করে।
মাদার তেরেসা	o ভারতে আসেন- ১৯২৮ খি. (মেসিডোনিয়ায়) o ভারতের নাগরিবত্ব লাভ- ১৯৪৮ খ্রি. o 'মিশনারিজ অব চ্যারিটিজ প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯৫০ খ্রি. o শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ- ১৯৭৯ খ্রি. o 'ভারত রত্ন' পুরস্কার লাভ- ১৯৮০ খ্রি. o মৃত্যুবরণ- কলকাতায় ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ খ্রি.
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু	o স্বাধীন ভারতের- প্রথম প্রধানমন্ত্রী o ভারতের স্বাধীনতার সময়কালে কংগ্রেস সভাপতি o তাঁর রচিত গ্রন্থ- The Discover of India, An Autobiography এবং Glimpses of World History.

www.bdniyog.com

→ ভারতের কোকিল বা ভারতের দ্যা নাইটেঙ্গেল অব ইন্ডিয়া নামে পরিচিত সরোজিনী নাইডু। তিনি ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি এবং প্রথম মহিলা গভর্নর।

→ ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পান ভারতের অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন।

→ এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাঙালি- ভারতের সত্যব্রত দাস এবং প্রথম বাঙালি নারী- ভারতের শিপ্রা মজুমদার।

→ মিসাইলম্যান এপিজে আবুল কালাম আজাদ ভারতের পারমাণবিক বোমার জনক ও একাদশ রাষ্ট্রপতি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম 'Wings of Fire'.

→ ভারতের বাজারে ২০০ রুপির নোট চালু হয় - ২৫ আগস্ট, ২০১৭।

→ রামনাথ কোবিন্দ ভারতের ১৪তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন- ২৫ জুলাই, ২০১৭।

→ এ পি জে আবদুল কালামের লেখা সর্বশেষ বই- Advantage India: From Challenge to Opportunity.

→ ভারতে ধর্ম, জাতি ও ভাষার ভিত্তিতে আর ভোট চাওয়া যাবে না বলে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়- ২ জানুয়ারি, ২০১৭।

→ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নিরাময় অযোগ্য রোগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা মৃত্যু অনুমতি প্রদান করে - ৯ মার্চ, ২০১৮ সালে

→ বিশ্বে অভিবাসী হওয়ায় শীর্ষ দেশ ভারত (বাংলাদেশ : ৫ম)। অভিবাসী গ্রহণে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র।

→ 'A century is not enough' কোন ক্রিকেটারের আত্মজীবনীমূলক বই? - সৌরভ গাঙ্গুলির।

→ 'কটন রুট' ধারণার উদ্ভাবক- ভারত

→ ১৩তম ওডিআই বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে- ভারতে (২০২৩)

→ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় রাজ্যটির নাম বাংলা/হিন্দী/ইংরেজি তিন ভাষাতেই বাংলা রেখে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় - ২৬ জুলাই ২০১৮

→ দক্ষিণ আমেরিকার ফ্রেঞ্চ গায়ানার ফরাসি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্পেসপোর্ট থেকে মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী কৃত্রিম উপগ্রহ GSAT -11 (বিগ বার্ড) - ০৪ ডিসেম্বর ২০১৮।

→ বিশ্বের সর্ব কনিষ্ঠ এভারেস্ট জয়ী নারী - মালাবাত পূর্না (ভারত), বয়স : ১৩ বছর ১১ মাস।

→ ১৮৮৫ সালে অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম কতৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

→ ভারতের দীর্ঘতম দ্বিতল সেতু - বগিবিল সেতু (Bogibeel Bridge.

→ এলাহাবাদের নতুন নাম 'প্রয়াগরাজ' এবং ফয়জাবাদের নাম 'অযোধ্যা'।

→ 'স্ট্যাচু অব ইউনিটি' বা 'ঐক্যের ভাস্কর্য' নামে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভাস্কর্যটি নির্মিত হয়েছে ভারতের গুজরাট প্রদেশে। ভাস্কর্যটিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক সরদার বল্লভভাই প্যাটেল এর অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভাস্কর্যটি ১৮২ মিটার বা ৬০০ ফুট উঁচু। এর আগে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য ছিল চীনের একটি বৌদ্ধমূর্তি (স্প্রিং টেম্পল বুদ্ধ), যার উচ্চতা ছিল ১২৮ মিটার।

→ আলোচিত স্থানের নাম

এভারেস্ট	সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এভারেস্ট এর উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার (২৯,০২৯ ফুট)। চীন ও নেপালের আন্তর্জাতিক সীমানা মাউন্ট এভারেস্টের উপর দিয়ে গেছে। ১৮৫২ সালে বাঙালি গণিতবিদ রাধানাথ শিকদার সর্বপ্রথম নির্ণয় করেন যে, এই শৃঙ্গ বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ১৮৬৫ সালে স্যার জর্জ এভারেস্টের নামানুসারে পর্বতের নামকরণ করা হয় মাউন্ট এভারেস্ট। ১৯৫৩ সালে এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে নেপালের দিক থেকে দক্ষিণ- পূর্ব শৈলশিরা ধরে প্রথম এই শৃঙ্গ বিজয় করেন। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন মুসা ইব্রাহীম।
অযোধ্যা	সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণে উল্লিখিত হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থান। ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজা বাদ শহরে অবস্থিত। রামকোট হিলের উপর একটি মসজিদ ছিল যা বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটি ১৫২৭ সালে ভারতের প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের আদেশে নির্মিত হয়। ⇔ হনুমান গড়হি মন্দির – রাম যখন বনবাসে গিয়েছিলেন, তখন অযোধ্যার এই স্থানেই তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন হনুমান।
দোকলম	চীন, ভুটান ও ভারতের সিকিম প্রদেশের সংযোগস্থলে দোকলম মালভূমি অবস্থিত। মালিকানা নিয়ে চীন ও ভুটানের সাথে ভারতের বিরোধ রয়েছে।
ব্যারেন	আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত 'ব্যারেন' দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।
কালাপানি	কালাপানি হচ্ছে ভারত ও নেপালের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল।
আজমির শরীফ	ভারতের রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত।
অজন্তা ও ইলোরা	গুহাশিল্পের জন্য বিখ্যাত। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর ভ্রমণ লিপিতে অজন্তার বর্ণনা আছে। ১৯৮৩ সাল থেকে এই স্থানটি একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।
মালাবার হিল	আরব সাগরের কোলঘেঁষে মালাবার হিল তৈরি করা হয়েছে পাথর কেটে কেটে। এখানেই রয়েছে মুম্বাইয়ের বিখ্যাত ঝুলন্ত উদ্যান।
চিকেন'স নেক	শিলিগুড়ি করিডোর বা চিকেন'স নেক ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সংযোগ রক্ষাকারী সংকীর্ণ ভূ-খণ্ড।

→ পাক-ভারত যুদ্ধ (৪টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়)

প্রথম যুদ্ধ (১৯৪৭-৪৮)	কাশ্মীরের মালিকানা দ্বন্দ্বে প্রথম যুদ্ধ। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এ বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।
দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৯৬৫)	কাশ্মীরে সীমা লঙ্ঘনকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বারের মত যুদ্ধ। তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৬ সালের ১০ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি হয়।
তৃতীয় যুদ্ধ (১৯৭১)	বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সিমলা চুক্তির মাধ্যমে ১৯৭২ সালে হিমাচল রাজ্যের সিমলায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি হয়।
চতুর্থ যুদ্ধ (১৯৯৮)	কারগিল যুদ্ধ নামে পরিচিত এ যুদ্ধটি কারগিল সীমান্তে সীমালঙ্ঘনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়।

www.bdniyog.com

→ ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ হলো- অগ্নি, পৃথ্বি, সাগরিকা, ধনুশ, আকাশ, ত্রিশুল, নাগ, ব্রাহ্ম (ক্রুজ মিসাইল)

→ ভারতের আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি-৫ এর সফল রূপকার - টেসি থমাস।

→ ৫ অক্টোবর ২০১৮ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দু'দেশের মধ্যে ৫৪৩ বিলিয়ন ডলার মার্কিন ডলারের একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওতায় রাশিয়া থেকে অত্যাধুনিক 'এস-৪০০' ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ক্রয় করবে ভারত। ২০২০ সালের শেষের দিকে রাশিয়া এ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে।

→ 'ব্ল্যাক ক্যাট' ভারতের কমান্ডো বাহিনী।

→ NLFT (National Liberation Front of Tripura)- ত্রিপুরার গেরিলা সংগঠন।

→ ULFA (United Liberation Front of Assam)- আসামের গেরিলা সংগঠন। ULFA-এর প্রধান পরেশ বড়ুয়া।

→ RAW (Research & Analysis Wing)- ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা।

→ CBI (Central Bureau of Investigation)- ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা।

→ হরগোবিন্দ খোরানা : আমেরিকার নাগরিক, জন্ম ভারতে। ১৯৬৮ সালে চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি কৃত্রিম 'জিন' তৈরির কীর্তি গড়ে এ পুরস্কার লাভ করেন।

পাকিস্তান

→ প্রখ্যাত উর্দু মহাকবি ইকবাল মুসলিম অধ্যুষিত পাঞ্জাবের 'P' আফগানিস্তানের 'A' কাশ্মীরের 'K' সিন্ধুর 'S' এবং বেলুচিস্তানের 'Tan' নিয়ে পাকিস্তান নামকরণের প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও আফগানিস্তান ও কাশ্মীর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

→ পাকিস্তানের প্রথম-

রাষ্ট্রপতি	ইস্কান্দার আলী মির্জা
প্রধানমন্ত্রী	লিয়াকত আলী খান
গভর্নর জেনারেল	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

→ পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে সংবিধান জারি হলে পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর অধিকাংশ সময় পাকিস্তানের কেটেছে সেনাশাসকদের শাসনে। ১৯৫৮-১৯৬৯ মেয়াদে আইয়ুব খান, ১৯৬৯-১৯৭২ মেয়াদে ইয়াহিয়া খান, ১৯৭৭-১৯৮৮ মেয়াদে জিয়াউল হক, ১৯৯৯-২০০৭ মেয়াদে পারভেজ মোশারফ পাকিস্তানে সামরিক শাসন পরিচালনা করেন।

→ পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক ড. আবদুল কাদির খান। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে পাকিস্তান প্রথম পরমাণু প্রযুক্তি অর্জন করে। পাকিস্তান ১৯৯৮ সালের ২৮ মে ভারতের একটি পারমাণবিক পরীক্ষার জবাবে বেলুচিস্তানের পশ্চিম-দক্ষিণে তার প্রথম পাঁচটি (৫) পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়।

→ 'আফ্রিদি' পাকিস্তানের একটি উপজাতি। এদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম 'রেঞ্জার্স'।

→ পাকিস্তানে সম্প্রতি প্রথম বারের মত হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য 'হিন্দু বিবাহ আইন' পাস হয়।

→ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ছিলেন একজন ক্রিকেটার

→ পাকিস্তানের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করা অক্সফোর্ড পড়ুয়া পঞ্চম ব্যক্তি- ইমরান খান।

→ মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- পাকিস্তানের বেনজীর ভুট্টো। তিনি 'Daughter of the East' নামে খ্যাত।

→ মালালা ইউসুফ জাই : মালালা ইউসুফ জাই হলেন পাকিস্তানের নারী শিক্ষাকর্মী। তিনি তালেবানদের হাতে গুলিবিদ্ধ হন। ২০১৪ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাকে 'ডটার অব পাকিস্তান' বলা হয়। ডটার অব পাকিস্তান হিসাবে খ্যাত মালালা এর জন্মস্থান সোয়াত উপত্যকা, খাইবার পাখতুন খওয়া, পাকিস্তান।

→ মেমোগেট কেলেংকারী : এই ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারীকে। ২০১১ সালে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে একটি স্মারকের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য ক্ষমতা দখল ঠেকানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্য কামনা করা হয়।

→ সোয়াত উপত্যকা : পাকিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণির উপত্যকা।

→ খাইবার গিরিপথ : পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৩৩ মাইল।

→ তক্ষশীলা : পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মের স্মৃতিবিজড়িত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।

→ শিয়ালকট : পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত। এটি খেলাধুলার সামগ্রী ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতির জন্য বিখ্যাত।

→ এক চীন নীতি অনুসরণ করায় ২৮ অক্টোবর ২০১৮ সালে পাকিস্তান তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

→ চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত চীন - পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের নাম China Pakistan Economic Corridor (CPEC). অর্থনৈতিক করিডোরের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০ মাইল বা ২০০০ কিলোমিটার।

→ ISI (Inter Services Intelligence)- পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা।

আফগানিস্তান

প্রথম আফগান যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৮৩৯ সালে এবং শেষ হয় ১৮৪২ সালে। আফগানিস্তান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হতে স্বাধীন হয় ১৯ আগস্ট, ১৯১৯ সালে। আফগানিস্তানে রাজতন্ত্রের অবসান হয় ১৯৭৩ সালে। আফগানিস্তানের শেষ রাজা জহির শাহকে বিতাড়িত করে ক্ষমতায় আসেন দাউদ শাহ। ইতিহাসের গ্রেট গেমের অংশে পরিণত হয়েছে এখন আফগানিস্তান।

www.bdniyog.com

→ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ এবং রাশিয়ান সাম্রাজ্যের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল আফগানিস্তান (তখন ছিল মধ্য এশিয়ায়) যা ইতিহাসের 'গ্রেট গেম' নামে পরিচিত।

→ সমরকুশলীদের কাছে অপরিসীম গুরুত্ব লাভ করেছে এবং এর নিয়ন্ত্রণের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা লালায়িত হয়েছে। সোভিয়েত সৈন্য ১৯৭৮ সালে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে এবং দখল করে ১৯৭৯ সালে। আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য ১৯৮৯ সালে এবং মার্কিন সৈন্য ২০১৪ সালে প্রত্যাহার করা হয়।

→ আফগানিস্তানে তালেবানরা ক্ষমতায় আসে নব্বই এর দশকে। তালেবান প্রধান ছিলেন 'মোল্লা ওমর'। তালেবানদের উৎখাতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো (NATO) বাহিনী আফগানিস্তান আক্রমণ করে। আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী প্রবেশ করে ৭ অক্টোবর, ২০০১ সালে। এই আক্রমণের নাম 'Operation Enduring Freedom'। ২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল আফগানিস্তানে ISIS ঘাঁটি লক্ষ্য করে 'Mother of All Bombs' (MOAB) ফেলে আমেরিকা। বোমাটির প্রকৃত নাম GBU 43/B Massive Ordinance Air Blast (MOAB), যা তৈরি করে Air Force Research Laboratory ২০০৩ সালে।

→ আফগানিস্তানের আইনসভার নাম লয়া জিরগা। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বৌদ্ধমন্দির ছিল আফগানিস্তানের বামিয়ানে। ২০০১ সালে তালেবান সরকার এই বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করে। আফগানিস্তানের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র মহাসড়কটির নাম সালান গিরিপথ। দেশের দক্ষিণাঞ্চল বর্তমানে তালেবানদের দখলে এবং উত্তরাঞ্চল তালেবান বিরোধী বিভিন্ন গ্রুপের দখলে।

→ আফগানিস্তানের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হলো মাজার-ই-শরিফ, হেরাত, কান্দাহার, কাবুল, জালালাবাদ, কুন্দুজ, বামিয়ান, মুসা কালা প্রভৃতি। বাগরাম বিমান ঘাঁটি আফগানিস্তানে অবস্থিত।

→ আফগানিস্তান অভিষেক টেস্ট খেলে - ভারতের বিপক্ষে।

→ ওয়ান ডে তে দ্রুততম সময়ে ১০০টি উইকেট লাভ করেন - রশিদ খান (৪৪ ম্যাচে)

→ আফগানিস্তানের প্রথম মহিলা পাইলটের নাম - নিলুফার রহমানি।

→ বিশ্বের সর্বাধিক আফিম উৎপাদনকারী দেশ - আফগানিস্তান

→ আল কায়েদার অনলাইনভিত্তিক ইংরেজি ম্যাগাজিনের নাম - রিসার্জেন্স।

নেপাল

→ হিমালয় কন্যা নেপালের রাজতন্ত্র ঘোষিত হয় ২১ ডিসেম্বর, ১৭৬৮। রাজতন্ত্রের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে।

→ নেপালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে। নেপালি কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান পুষ্প কমল দাহাল প্রচণ্ড। নেপালের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবনের নাম 'শীতল নিবাস' এবং রাজপ্রাসাদের নাম 'নারায়ণনিতি'। এখানে ২০০১ সালে রাজা বীরেন্দ্র ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। নেপাল সরকারের প্রধান কার্যালয়- সিংহ নিবাস।

→ ২০০৪ সালে এক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে সরকার ও মাওবাদী বিদ্রোহীদের দশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে।

→ নেপাল প্রজাতন্ত্র ঘোষিত ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে। এদিন নেপালের পার্লামেন্ট রাজতন্ত্র অবসান আইন পাস করে। এর মাধ্যমে ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের বিলুপ্ত হয়।

→ প্রজাতন্ত্রের অধীনে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১০ এপ্রিল, ২০০৮ সালে। নেপালের পার্লামেন্টের আসন সংখ্যা ২০৫।

→ নেপালের সর্বশেষ রাজা ছিলেন রাজা জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব (৪ জুন, ২০০১–২৮ মে, ২০০৮)।

→ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সালে নেপালে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। এটি হচ্ছে নেপালের 'প্রথম গণতান্ত্রিক সনদ'।

→ নেপালই উপমহাদেশের প্রথম দেশ যারা মিশ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়া (Mixed Electoral System) চালু করে। দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটিতে মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হয়েছে।

→ তেনজিং ও হিলারী নেপালে অবস্থিত এভারেস্ট- এর চূড়ায় পা রাখেন ১৯৫৩ সালের ২৯ শে মে। নেপালে বাংলাদেশ থেকে ছেড়ে যাওয়া ইউএস বাংলার বিমান বিধ্বস্ত হয় ১২ মার্চ, ২০১৮।

→ নেপালের ৮০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে ২৫ এপ্রিল, ২০১৫। এ ভূমিকম্পে কাঠমাণ্ডু শহরে অবস্থিত শতাব্দী প্রাচীন ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহ ভূমিকম্পের ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 'দরবার স্কয়ার' এর মধ্যে অন্যতম।

→ প্রথম সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয়- নেপালের কাঠমাণ্ডুতে।

→ জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ব্যাপকতা তুলে ধরার জন্য নেপাল বৈঠক করে- হিমালয়ের চূড়ায়।

→ নেপালে প্রথম স্যাটেলাইট NepaliSat-1 উৎক্ষেপণ করা হয়- ১৭ এপ্রিল, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে।

→ নেপালি মেয়ে- একটি বাংলা চলচ্চিত্রের নাম।

মালদ্বীপ

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে আয়তনে ক্ষুদ্রতম দেশ মালদ্বীপ (২৯৮ বর্গ কি.মি.)। দেশটির নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই। তবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি মালদ্বীপে। দেশটিতে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই।

→ ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে মালদ্বীপে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ ইয়ামিন পরাজিত হন। ১৮ই নভেম্বর মালদ্বীপের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মেদ সালিহ শপথ গ্রহণ করেন। শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

www.bdniyog.com

→ মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্টের নীতি - India First.

→ মোহাম্মদ নাশিদ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট (পঞ্চম প্রেসিডেন্ট)।

→ জলবায়ু পরিবর্তনের সচেতনতার জন্য পানির নিচে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছিলেন মোহম্মদ নাশিদ। তিনি বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় নির্বাসিত রয়েছেন।

→ মাথাপিছু আয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ দেশ মালদ্বীপ।

→ মালদ্বীপের আইনসভার নাম 'পিপলস মজলিস'।

→ বিশ্বের সবচেয়ে ছোট মুসলিম দেশ মালদ্বীপ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২.৩০ উচ্চতায় অবস্থিত যার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা মাত্র ১.৫০ মিটার। এটি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ রাষ্ট্র।

→ বিশ্বের প্রথম অর্ধডুবন্ত জাদুঘর তৈরি করেছে মালদ্বীপ।

ভুটান

→ ভুটানের প্রথম রাজা ছিলেন উগুয়েন ওয়াংচুক (Ugyen Wangchuck)। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর ভুটানকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে গণ্য করে।

→ ১৯৪৯ সালের ৮ই আগস্ট ভুটান ও ভারত একটি চুক্তি (ইন্দো- ভুটান চুক্তি) স্বাক্ষর করে যেখানে ভুটান ভারতের কাছ থেকে বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে পথনির্দেশনা (Road map) নেবার ব্যাপারে সম্মত হয় এবং ফলশ্রুতিতে ভারত ভুটানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

→ ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বরে ভুটান জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করেন। ভুটানের ইতিহাসে প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন হয় ২৪ মার্চ, ২০০৮ সালে। ২০০৮ সালের ১৮ই জুলাই ভুটানের সংসদ একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। এই দিন থেকে ভুটানে পরম রাজতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটে এবং ভুটান একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে পরিণত হয়।

→ ভুটানের বর্তমান রাজার নাম জিগমে খেসার নামগেয়াল ওয়াংচুক। ভুটানের অধিবাসীরা নিজেদের দেশকে মাতৃভাষা দোজংখা ভাষায় 'দ্রুক ইয়ুল' বা 'বজ্র ড্রাগনের দেশ' নামে ডাকে।

→ ভুটান শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'ভূ- উত্থান' থেকে যার অর্থ 'উচ্চ ভূমি'। দেশটি স্থল বেষ্টিত।

→ ফুন্টসলিং হলো ভূটানের একটি সীমান্ত শহর এবং প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র।

→ ভুটান পৃথিবীর প্রথম কার্বন নেগেটিভ দেশ। ২০১৫ সালে ৪৯৬৭২টি গাছ এক ঘণ্টায় লাগিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করে ভুটান। প্রথম দেশ হিসেবে জনসমক্ষে ধুমপান নিষিদ্ধ করে- ভুটান।

→ ভুটানের জাতীয় খেলা আর্চারি।

→ ভুটানকে বাইরে রেখে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে BBIN চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় -৯ জানুয়ারি, ২০১৮।

শ্রীলঙ্কা

→ শ্রীলংকা স্বাধীনতা লাভ করে ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সালে।

→ ১৯৬০ সালে সাংবিধানিকভাবে এশিয়ার একমাত্র বৌদ্ধ রাষ্ট্র শ্রীলংকার তথা বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে।

→ ১৯৭৬ সালে সশস্ত্র গেরিলা সংগঠন LTTE আত্মপ্রকাশ করে। ভারত-শ্রীলংকা শান্তি-চুক্তির আওতায় LTTE প্রতিহত করার জন্য ১৯৮৭ সালে ভারতীয় সৈন্য শ্রীলংকায় প্রবেশ করে। এর প্রতিবাদ হিসেবে ১৯৯১ সালে রাজিব গান্ধী তামিল বিদ্রোহী কর্তৃক এক আত্মঘাতী বোমা আক্রমণে নিহত হন বলে অনেকে মনে করেন। ২০০৯ সালের মে মাসের ১৮ মে তারিখ প্রথমবারের মতো সমগ্র উপকূলসীমার নিয়ন্ত্রণ নেয় সেনাবাহিনী। সে সময় জর্ডান সফররত প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসে দাবি করেন, LTTE পরাজিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ২৬ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান হয়।

→ শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম 'টেম্পল ট্রি' (Temple Tree) এবং প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নাম (President's House)।

→ মুসলমান অধ্যুষিত 'মান্নার দ্বীপটি' অবস্থিত শ্রীলংকায়।

→ হাম্বানটোটা কোন দেশের সমুদ্রবন্দর - শ্রীলঙ্কা।

→ শ্রীলঙ্কার প্রাচীন রাজধানীর নাম- ক্যান্ডি। জাফনা, এডামস পিক, মান্নার দ্বীপ প্রভৃতি অবস্থিত- শ্রীলঙ্কায়।

→ ***শ্রীলঙ্কার সাংবিধানিক সঙ্কট***- শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনা প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহকে বরখাস্ত করেন। এরপর নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন মাহিন্দা রাজাপাকসেকে। এর ফলে দেশটিতে শুরু হয় রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট। আদালত-সংসদ-বিরোধী দল - এ ত্রিমুখী চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন বিতর্কিত প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে। এর মাধ্যমে দীর্ঘ ৫০ দিন ধরে চলা সাংবিধানিক সংকটের অবসান ঘটে শ্রীলঙ্কায়। পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পান পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন রনিল বিক্রমাসিংহে। অন্যদিকে পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন মাহিন্দা রাজাপাকসে।

চিত্র- মানচিত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের অবস্থান

www.bdniyog.com

☼ *দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
মায়ানমার	নাইপিদো	কিয়াট	বার্মিজ
থাইল্যান্ড	ব্যাংকক	বাথ	থাই
ভিয়েতনাম	হ্যানয়	ডং	ভিয়েতনামিজ
ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা	রূপিয়া	ইন্দোনেশিয়ান
লাওস	ভিয়েনতিয়েন	লাওকিপ	লাও
মালয়েশিয়া	কুয়ালালামপুর	রিঙ্গিত	মালয়
ব্রুনাই	বন্দরসেরি বেগওয়ান	ব্রুনাই ডলার	মালয়
কম্বোডিয়া	নমপেন	রিয়াল	খমার
সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর সিটি	সিঙ্গাপুর ডলার	ইংরেজি, মালয়
পূর্ব তিমুর	দিলি	মার্কিন ডলার	পর্তুগিজ, তেতুন

মনে রাখুন : MTV-র FILM দেখলে BCS হবে না।

→ গণচীনের দক্ষিণে, ভারতের পূর্বে এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত দেশগুলো নিয়ে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া গঠিত। অঞ্চলটি অনেকগুলো ভূ- গাঠনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত বলে এখানে প্রায়ই ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত হয়।

→ ইন্দোচীন দেশসমূহে (লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম) উপনিবেশ ছিল ফ্রান্সের। মালয়েশিয়া ও মায়ানমারে উপনিবেশ ছিল যুক্তরাজ্যের। ইন্দোনেশিয়ায় উপনিবেশ ছিল নেদারল্যান্ডসের। থাইল্যান্ডে কোন দেশের উপনিবেশ ছিল না। এছাড়াও এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশসমূহে উপনিবেশ-

দেশের নাম	উপনিবেশ	দেশের নাম	উপনিবেশ
ফিলিপাইন	যুক্তরাষ্ট্র/স্পেন	ব্রুনাই	মালয়েশিয়া/ যুক্তরাজ্য
পূর্ব তিমুর	পর্তুগাল/ইন্দোনেশিয়া	সিঙ্গাপুর	

→ আশিয়ান : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের মধ্যে ১০টি দেশ আশিয়ানের শর্ত। এ অঞ্চলের একমাত্র দেশ- পূর্ব তিমুর আশিয়ানের সদস্য নয়।

→ **গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল :** থাইল্যান্ড, লাওস ও মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত পপি উৎপাদনকারী অঞ্চল। এছাড়াও জেনে রাখুন-

→ **গোল্ডেন ওয়েজ :** নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের অঞ্চল মাদক ও চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত।

→ **গোল্ডেন ক্রিসেন্ট :** আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে অবস্থিত আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল।

→ **গোল্ডেন ভিলেজ :** বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার গাঁজা উৎপাদনকারী ২৬টি গ্রাম।

→ **ডমিনো তত্ত্ব :** আন্তর্জাতিক সম্পর্কে 'ডমিনো তত্ত্ব' বহুল প্রচলিত একটা তত্ত্ব। পঞ্চাশের দশকে ইন্দোচীনে যখন সমাজতন্ত্রীরা একের পর এক রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন হচ্ছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো এই '**ডমিনো তত্ত্ব**'র কথা প্রচার করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল একটাই, সমাজতন্ত্রীদের ঠেকাতে সামরিক হস্তক্ষেপ। ডমিনো তত্ত্বে বলা হয়েছে, কোনো একটি রাষ্ট্রে যদি সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে পাশের রাষ্ট্রটিও সমাজতন্ত্রীদের দখলে চলে যাবে। অনেকগুলো তাস যদি দাঁড় করিয়ে রাখা যায়, একটিকে টোকা দিয়ে ফেলে দিলে এক এক করে পাশের তাসগুলোও পড়ে যাবে। এটাই হচ্ছে ডমিনো তত্ত্বের মূল কথা। এর অর্থ পরিষ্কার, সমাজতন্ত্রের প্রসার ঠেকাও। ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৯- ১৯৭৫) এবং স্নায়ুযুদ্ধের সময়ও যুক্তরাষ্ট্র এই ডমিনো তত্ত্ব প্রয়োগ করেছিল। (সূত্র: উইকিপিডিয়া)। রাজনীতি বিশ্লেষকরা মনে করেন, সিরিয়া ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ডমিনো তত্ত্বের প্রয়োগ করেছে।

মায়ানমার

মায়ানমার দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। দেশটির পূর্ব নাম ছিল বার্মা, প্রাচীন নাম ছিল ব্রহ্মদেশ। ১৯৮৯ সালে মায়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার বার্মার নাম পরিবর্তন করে রাখে 'মায়ানমার'। মায়ানমারে সামরিক শাসন চালু হয় ১৯৬২ সালে। ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর দেশটির জাতীয় ও নতুন জাতীয় পতাকা প্রবর্তন করা হয়। মায়ানমারের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল NLD.

→ অপারেশন ক্লিয়ারেন্স- মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত রাখাইন রাজ্যকে রোহিঙ্গামুক্ত করতে সামরিক অভিযান।

→ 'টাটামাডো'- মায়ানমারের সেনাবাহিনীর স্থানীয় নাম।

→ BGP (Border Guard Police)- মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম। নাসাকা (মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পূর্বনাম) ২০১৩ সালে বিলুপ্ত হয়।

→ ৯৬৯- মায়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক গঠিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী।

→ 'মা বা থা'- মায়ানমারের কট্টর বৌদ্ধদের সংগঠন। ধর্মগুরু হলো আশিন উইরাথু।

→ আরশা (ARSA)- আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি। আরশা যোদ্ধারা মায়ানমারের পুলিশ চৌকিতে হামলা চালায়- ২৫ আগস্ট, ২০১৭ সালে।

→ হারাকাহ আল ইয়াকিন- রোহিঙ্গা সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন।

→ মায়ানমারের সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব হরণ করে- ১৯৮২ সালে।

→ রোহিঙ্গা ইস্যুতে মায়ানমারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে- মালদ্বীপ।

→ মংডু, বুথিয়াডং, বাথেডং অবস্থিত- আরাকান, মায়ানমার।

→ জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে (UNHCR) রোহিঙ্গা বিষয়ক বাংলাদেশের প্রস্তাবিত রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়- ৩ ডিসেম্বর ২০১৭

www.bdniyog.com

→ মায়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞকে 'জাতিগত নির্মূল' হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দেয়- ২২ ডিসেম্বর ২০১৭

→ মায়ানমারের রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে গঠিত 'রাখাইন উপদেষ্টা কমিশন' এর প্রধান- কফি আনান (ঘানা)। কফি আনান কমিশন গঠিত হয়- ২৪ আগস্ট, ২০১৬ সালে। কফি আনান কমিশনের সুপারিশ ৮৮ দফাভিত্তিক।

→ রোহিঙ্গা সংকটের চিত্র ও আলোকচিত্রের বইয়ের নাম কী? - Art against Genocide (8^{th} May, 2018)

→ রোহিঙ্গাদের উপর নির্মিত 'A Pair of sandal' কী?- বাংলাদেশের স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। নির্মাতা : জসীম আহমেদ।

→ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার কারণে অং সান সুচি কানাডা নাগরিকত্ব হারান - ০৪ অক্টোবর ২০১৮।

→ দক্ষিণ কোরিয়ার মানবাধিকার সংগঠন 'গাওয়াংজু হিউম্যান রাইটস' ২০০৪ সালে সুচিকে দেয়া পুরস্কার প্রত্যাহার করে- ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮।

→ রোহিঙ্গাদের উপর সংগঠিত নিপীড়ন কে 'গণহত্যা ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে - ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮।

→ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি নাম - Displaced People of Myanmar.

→ মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের পরিচিতি 'কালার' নামে।

→ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘে ৫ দফা প্রস্তাব রাখেন- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রি.)।

→ জাতিসংঘের সদর দফতরে মায়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে সদস্য দেশগুলোর উপস্থিতিতে উন্মুক্ত ভোটের মাধ্যমে ওআইসি ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন আনীত একটি যৌথ রেজুলেশন গৃহীত হয়েছে। ১৬ নভেম্বর ২০১৮ জাতিসংঘের তৃতীয় কমিটিতে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। ১৪২টি দেশে রেজুলেশনের পক্ষে ভোট দেয়।

→ মিয়ানমার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মানচিত্রের অংশ হিসেবে সেন্ট মার্টিনকে নিজেদের অংশ হিসেবে প্রচার করে। সেন্ট মার্টিনকে বাংলাদেশের অংশ স্বীকার করেই মিয়ানমার বাংলাদেশের সাথে ১৯৭৪ সালে সমুদ্রচুক্তি করেছিল।

→ রোহিঙ্গা প্রত্যাবসনে চুক্তি স্বাক্ষর-

প্রথম চুক্তি	৯ জুলাই, ১৯৭৮। ১৮৭,২৫০ জন রোহিঙ্গা ছয় মাসের মধ্যে ফেরত যায়।
দ্বিতীয় চুক্তি	১৯৯২ সালে ২৮ এপ্রিল স্বাক্ষরিত হয় যার অধীনে ২৩৬,৫৯৯ জন রোহিঙ্গা মায়ানমারে ফেরত যায়।
তৃতীয় চুক্তি	২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর। চুক্তিটির আনুষ্ঠানিক নাম 'Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhine State'. ছয় পৃষ্ঠার এ চুক্তিতে দফা রয়েছে ১৯টি।

→ মায়ানমারের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সামাজিক আন্দোলনের নাম- জাফরান/শ্যাফরান বিপ্লব।

→ মায়ানমারের সংসদের ২৫% আসন সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ।

অং সান সুচি	■ ১৯৪৫ সালে মায়ানমারের ইয়াঙ্গুনে জন্মগ্রহণ করেন। ■ মায়ানমারের গণতন্ত্রের মানসকন্যা বলা হয়। ■ মায়ানমারের স্বাধীনতার জনক অং সানের কন্যা। ■ ১৯৮৮ সালে NLD নামক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ■ NLD- National League for Democracy. ■ ১৯৯১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ■ জান্তা সরকার সুচিকে ২০১০ সালে মুক্তি দেন

→ ৬ এপ্রিল, ২০১৬ মায়ানমারে পার্লামেন্টে অং সান সুচিকে প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদা সম্পন্ন State Counsellor পদে আসীন করা হয়।

→ ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার এন্ড আদারস, লেটারস্ ফ্রম বার্মা এবং বার্মাস রেভুলেশন অব দি স্পিরিট প্রভৃতি অং সান সুচির লেখা বই।

থাইল্যান্ড

→ থাইল্যান্ডে ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে চক্রী রাজবংশের শাসন চলছে। ১৭৮২ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৩২ সালে বিদ্রোহীরা অভ্যুত্থান ঘটালে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। থাইল্যান্ডের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজা ছিলেন- রাজা ভূমিবল অতুল্যতেজ (রাজত্বকাল- ১৯৪৬-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ)। থাইল্যান্ডের বর্তমান রাজা- মাহা ভাজিরালংকর্ন (০১ ডিসেম্বর, ২০১৬- চলমান)। থাইল্যান্ডকে বলা হয় সাদা হাতির দেশ।

→ 'শ্যামদেশ' নামে পরিচিত- থাইল্যান্ড। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি কখনো পরাধীন ছিল না অর্থাৎ কোন দেশের উপনিবেশ দেশটিতে ছিল না।

→ 'লাল শার্ট'- থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার সমর্থকরা। 'হলুদ শার্ট'- এর বিদ্রোহী গ্রুপ।

→ ফেথাই ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করে - থাইল্যান্ড।

→ প্রিয়া বিহার প্রাচীন মন্দির নিয়ে যে দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে- থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া।

→ থাইল্যান্ডের গুহায় আটকে পড়া কিশোর ফুটবল দলের সদস্যদের উদ্ধার অভিযান - মিশন ইম্পসিবল।

ভিয়েতনাম

→ ভিয়েতনামকে যে সীমারেখা বরাবর ভাগ করে ফেলা হয়- 17^0 অক্ষাংশ বরাবর (১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির মাধ্যমে)।

→ ভিয়েতনাম যুদ্ধ

- ১৯৫৯-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত (ইন্দোচীন যুদ্ধ নামেও পরিচিত)।
- পক্ষ-১ : উত্তর ভিয়েতনামি জনগণ ও ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট। পক্ষ-২ : দক্ষিণ ভিতেনামি সেনাবাহিনী ও মার্কিন সেনাবাহিনী।
- ১৯৪৬-১৯৫৪ সাল পর্যন্ত চলে প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধ।
- প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধের ফলাফল : ফ্রান্স থেকে মুক্তি লাভ।
- প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধ শেষে ভিয়েতনামকে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভাগ করা হয়।
- ভিয়েতনামের সাম্যবাদীরা যারা ফ্রান্স বিরোধী ছিল তাঁরা উত্তর ভিয়েতনামের নিয়ন্ত্রণ পায়।

www.bdniyog.com

- দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাম্যবাদ বিরোধীরা নিয়ন্ত্রণ পায়।
- এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকা 'ডমিনো তত্ত্ব' প্রয়োগ করে।

প্যারিসে শান্তি চুক্তির লক্ষ্যে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে প্রকাশ্যে এবং গোপনে বেশ কিছু বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভিয়েতনামের পক্ষে জুয়ান থুই, লি ডাক থো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ থেকে শান্তি চুক্তির ব্যাপারে গোপন আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। ২৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সালে প্যারিসে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধের পর ১৯৭৫ সালে সাম্যবাদী শাসনের অধীনে দুই ভিয়েতনাম একত্রিত হয়। ১৯৭৬ সালে এটি সরকারিভাবে ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নাম ধারণ করে, যা ডমিনো তত্ত্বের ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে। এই যুদ্ধে ৩২ লক্ষ ভিয়েতনামি এবং ৫৮ হাজার সেনা নিহত হন। এ ছাড়াও আহত হয় তিন লাখ মার্কিন সেনা। (সূত্র: উইকিপিডিয়া)

→ 'দি টাইগার অব বাইসাইকেল' বলা হয়- ভিয়েতনামকে।

→ হো চি মিন- আংকেল হো নামে পরিচিত। ভিয়েতনামের স্বাধীনতার জনক বলা হয়। ১৯৭৬ সালে দুই ভিয়েতনাম একত্রিত হয়ে সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের পর বিলুপ্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সাইগনের নাম পরিবর্তন করে 'হো চি মিন' রাখা হয়।

ফিলিপাইন

→ ফিলিপাইন একটি দ্বীপরাষ্ট্র। ফিলিপাইন তিনটি প্রধান দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। যথা- লুজন, ভিসায়াস ও মিন্দানাও।

→ তিনটি দ্বীপের মধ্যে আয়তনে বড় দ্বীপটির নাম লুজন। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা লুজন দ্বীপে অবস্থিত।

→ মিন্দানাও দ্বীপের অধিবাসীরা মরো মুসলিম। দীর্ঘদিন ধরে এই দ্বীপের লোকজন স্বাধীনতার আন্দোলন করছে। ফিলিপাইনের সাবেক সামরিক শাসক ফার্ডিন্যান্ড মার্কোস ১৯৭২ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালান। এরপর মিন্দানাও এর মুসলিম নেতা অধ্যাপক নূর মিসৌরী আন্দোলন আরম্ভ করেন। দীর্ঘ ২৪ বছর আলোচনার পর ফিলিপাইন সরকার মরো মুসলিমদের সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ সালে মিন্দানাও দ্বীপের স্বায়ত্তশাসন অনুমোদন করেন।

→ মুসলিম মিন্দানাও স্বশাসিত অঞ্চলকে পরিবর্তন করে মুসলিম মিন্দানাও বংসামোরো স্বশাসিত অঞ্চলকে জানুয়ারি ২১, ২০১৯ ভোটের মাধ্যমে বংসামোরো আইন পাশ করে অনুমোদিত করা হয়। যা ২৫ জানুয়ারি, ২০১৯ ফিলিপাইন নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে। খ্রিস্টান অধ্যুষিত ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে আনুষ্ঠানিকভাবে বংসামরোকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

→ অনেকের কাছে বংসামরো অঞ্চল পূর্ব এশিয়ার ফিলিস্তিন নামে পরিচিত।

→ MNLF (Moro National Liberation Front)- প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।

→ স্পেনিশ (১৫২১-১৮৯৮ খ্রি.), মার্কিনীদের (১৮৯৮-১৯৪৬ খ্রি.) পর মরো মুসলিমরা প্রায় ৫০ বছর ধরে সংগ্রাম করছে ফিলিপাইন সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীকারের জন্য। এ সংগ্রামে লাখো মুসলিম মরোর জীবন হানি হয়েছে।

→ Abu Sayyaf (আবু সায়েফ)- ফিলিপাইনের মিন্দানাও অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনরত গেরিলা সংগঠন।

→ ২০১৭ সালে ফিলিপাইনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে - যুক্তরাষ্ট্র।

→ ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনের নাম- মালকানাং প্রাসাদ।

→ মার্কিন নৌ ঘাঁটি 'সুবিক বে' ছিল- ফিলিপাইনে। (৩৫তম বিসিএস) ১৯৯১ সালে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সিঙ্গাপুরে স্থানান্তর করা হয়।

→ রাজা ফিলিপের নামানুসারে ফিলিপাইনের নামকরণ করা হয়। তিনি শাসনকর্তা ছিলেন- স্পেনের শাসনকর্তা।

ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব তিমুর

→ ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ। দেশটি অসংখ্য দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। রাজধানী জাকার্তা প্রধান দ্বীপ জাভায় অবস্থিত।

→ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক ড. আহমদ সুকর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৯৪৫ খ্রি.) করেন। দেশটি ১৯৪৯ খ্রি. তারিখে স্বাধীনতা লাভ করে। গারুদা- ইন্দোনেশিয়ার বিমান সংস্থা।

→ ড. আহমেদ সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী ইন্দোনেশিয়া তথা মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট।

→ দেশটিতে মানব বসতির ইতিহাস বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো যাদের বলা হয় জাভাম্যান।

→ 'আচেহ ও ইরিয়ান জায় (বর্তমান নাম- পাপুয়া)'- ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী প্রদেশ। 'ফ্রি আচেহ মুভমেন্ট' হলো আচেহ প্রদেশের গেরিলা বাহিনীর নাম। আচেহ প্রদেশের রাজধানীর নাম- বান্দা আচেহ।

→ ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ সুমাত্রা দ্বীপে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্প ও সুনামিতে ভারত মহাসাগরের উপকূলজুড়ে ১৪টি দেশের ২,২৬,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

→ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাভা যাত্রীর যায়েরি' গ্রন্থে ইন্দোনেশিয়ার তীর্থস্থান 'বোরোবিদুর বৌদ্ধ মন্দির'-এর উল্লেখ রয়েছে।

→ ইন্দোনেশিয়ার প্রধান দ্বীপ সুমাত্রা, বোর্নিও, জাভা, নিউগিনি, বালি, সুলাওসি প্রভৃতি। জাতিসংঘ থেকে পদত্যাগকারী একমাত্র দেশ ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্বাধিক দ্বীপ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র।

→ পূর্ব তিমুর ছিল ইন্দোনেশিয়ার খ্রিস্টান অধ্যুষিত একটি দ্বীপ। পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ মদদে পূর্ব তিমুরে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। জানানা গুসামাও-এর নেতৃত্বে তাঁর দল ফ্রেটিলিন এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। পরবর্তীতে দেশটি গণভোটের (১৯৯৯) মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা

www.bdniyog.com

(২০০২) লাভ করে। জানানা গুসামাও ছিলেন পূর্ব তিমুরের জনক এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট।

→ পশ্চিম তিমুর ইন্দোনেশিয়ার একটি অঙ্গরাজ্য।

→ এশিয়ার যে অঞ্চলে সারাবছর পরিচলন বৃষ্টি হয়- ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া।

জেনারেল সুহার্তো	ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি সুহার্তো টানা ৩২ বছর ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
সুকর্ণ	স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রদানকারী সুকর্ণ ছিলেন প্রথম রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংকর্ন (Bung Karno) নামেও পরিচিত ছিলেন।

লাওস

→ লাওসের (Laos) সরকারি নাম- Laos Peoples Democratic Republic. (৩৬তম বিসিএস)

মালয়েশিয়া

→ ব্রিটেনের নিকট থেকে মালয়েশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯৫৭ সালে। মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার নায়ক- টেংকু আবদুর রহমান। পুত্রজায়া- মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী। দেশটির জাতীয় খেলার নাম- ব্যাটমিন্টন (৩৪তম বিসিএস)। প্রধান শহরগুলোর নাম- কুয়ালালামপুর, কুচিং, কোটা কিনাবালু, পিনাং, কেলাং, শাহ আলম।

→ পেট্রনাস টাওয়ার অবস্থিত- কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

→ মাহাথির মোহাম্মদ ক্ষমতায় ছিলেন- ২২ বৎসর (২৬ জুলাই, ১৯৮১- ৩১ অক্টোবর, ২০০৩)।

→ মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ ১৯৮১ সালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন দল পর পর পাঁচবার সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। তিনি এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

→ ক্ষমতাসিন বারিসান ন্যাশনাল (BN) জোটের প্রধানমন্ত্রী এবং তার সাবেক শিষ্য নাজিব রাজাকের দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষমতার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে পাকাতান হারাপানের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় নেমে আবারও বিজয় মাল্য গলায় পড়েন।

→ বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য The Malaysia : My Second Home Programme চালু করেন- মাহাথির মোহাম্মদ।

→ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের রাজনৈতিক জোট হচ্ছে – পাকাতান-হারাপান। (৩৯তম বিসিএস)

মাহাথির মোহাম্মদ	▪ রাজনীতি (২০০৩) থেকে অবসর নেওয়ার ১৫ বছর পর আবার রাজনীতিতে (২০১৮) ফেরেন। ▪ তাঁকে বলা হয় আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার। ▪ সবচেয়ে বেশি বয়সী প্রধানমন্ত্রী (৯২ বছর)।

ব্রুনাই ও কম্বোডিয়া

→ ১৯৭৫ সালে খমেররুজ নামে এক সাম্যবাদী সরকার ক্ষমতা লাভ করে। দেশটিকে তারা 'গণতন্ত্রী কম্পুচিয়া' নাম দেয়। খেমাররুজের নেতা ছিলেন খিউ সাম্পান। ১৯৭৯ সালে খেমাররুজের পতন হয় এবং ১৯৮৯ সালে দেশটি সমাজতন্ত্র ত্যাগ করে। ১৯৯৩ সালের নতুন সংবিধানের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়।

→ গণতন্ত্র স্কয়ার চত্বর- কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে অবস্থিত।

→ ব্রুনাই একটি রাজতান্ত্রিক ইসলামী দেশ। দেশটি বোর্নিও দ্বীপের উত্তর উপকূলে অবস্থিত। এর উত্তরে দক্ষিণ চীন সাগর এবং বাকী সবদিকে মালয়েশিয়া। তেল সম্পদে সমৃদ্ধ এটি একটি ধনী রাষ্ট্র।

সিঙ্গাপুর

→ বৃটেনের থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর মালয়েশিয়ার সাথে একীভূত হয় এবং পরবর্তীতে মালয়েশিয়া থেকে পৃথক হয়ে সিঙ্গাপুর প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটি একটি নগররাষ্ট্র।

→ লি কুয়ান ইউ ছিলেন সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে সিঙ্গাপুরের জনক বলা হয়। তাঁর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর প্রথম বিশ্বের দেশে পরিণত হয়। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ- 'From Third world to First'.

→ সিঙ্গাপুরের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- হালিমা ইয়াকুব।

→ মুসলিম দেশ না হয়েও সিঙ্গাপুরের পতাকায় চাঁদ-তারা রয়েছে।

→ MNP (Mobile Number Portability) সর্বপ্রথম চালু করে - সিঙ্গাপুর।

→ ট্রাম্প-কিমের ঐতিহাসিক মিটিং অব দ্যা সেঞ্চুরি অনুষ্ঠিত হয় - সিঙ্গাপুরের সেন্তোষা দ্বীপে

☼ *দূর-প্রাচ্য*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রার নাম	ভাষা
উত্তর কোরিয়া	পিয়ংইয়ং	উয়ন	কোরিয়ান
দক্ষিণ কোরিয়া	সিউল	ঊয়ন	কোরিয়ান
চীন	বেইজিং	ইউয়ান	মান্দারিন
তাইওয়ান	তাইপে	নিউ তাইওয়ান ডলার	মান্দারিন
মঙ্গোলিয়া	উলানবাটোর	তুগরিক	মঙ্গোলিয়ান
জাপান	টোকিও	ইয়েন	জাপানিজ
দেশসমূহের নাম কৌশলে মনে রাখুন: কোরিয় চীতা মজা নিচ্ছে।			

www.bdniyog.com

→ উপনিবেশ

দেশের নাম	উপনিবেশ
চীন ও জাপান	কোন উপনিবেশ ছিল না
উত্তর কোরিয়া	সোভিয়েত ইউনিয়ন
দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র
মঙ্গোলিয়ায় ছিল চীনের উপনিবেশ এবং তাইওয়ান এখনও চীন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।	

→ প্রাচ্য (Eastern) বলতে পূর্বের দেশসমূহ (এশীয় দেশসমূহ) আর পাশ্চাত্য (Western) বলতে পশ্চিমের দেশসমূহ (ইউরোপ- আমেরিকা) কে বোঝানো হয়।

ইন্দোচীন	চীন ও ভারতের মধ্যে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উপদ্বীপের নাম ইন্দোচীন। ইন্দোচীন গঠিত হয়েছে তিনটি দেশকে নিয়ে। যথা- লাওস, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম।
ফোর টাইগার্স	এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল তিনটি দেশ ও একটি প্রশাসনিক এলাকাকে একত্রে ফোর টাইগার্স বলা হয়। যথা- সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও হংকং। [মনে রাখুন : সিতাদহ]
সুপার সেভেন	অর্থনীতিতে এশিয়ার উদীয়মান রাষ্ট্র হিসেবে দাবী করা ৭টি রাষ্ট্রকে সুপার সেভেন বলা হয়। যথা- থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও হংকং। [মনে রাখুন : থামাই সিতাদহ]
ইস্ট এশিয়ান মিরাকল	সুপার সেভেনের ৬টি দেশ, চীনের প্রশাসনিক এলাকা হংকং ও জাপানকে একত্রে ইস্ট এশিয়ান মিরাকল বলা হয়। যথা- জাপান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও হংকং। [মনে রাখুন : জপান + থামাই সিতাদহ]

চীন

১৯১১ সালের ১০ অক্টোবর জিনহাই বিপ্লব (Xinhai Revolution) এর মাধ্যমে কিং রাজবংশ (King Dynasty) কে সরিয়ে চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন ড. সান ইয়াৎ সেন। তিনি চীনের প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং আধুনিক চীনের জনক। তবে গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সে তুং (১৯৪৯ সালে)। জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম এ দেশটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য।

→ চীনের প্রথম রাজবংশের নাম- সিয়া রাজবংশ।
→ চীনের রাষ্ট্রীয় নাম- People's Republic of China (PRC)। চীনের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল- চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। চীনের সরকার পদ্ধতি- একদল শাসিত।
→ চীনের পার্লামেন্ট ভবনের নাম- গ্রেট হল অব পিপলস।
→ চীনের প্রধান ভূ- রাজনৈতিক দুর্বলতা- তাইওয়ান।
→ দূষণ বীমা চালু করেছে- চীন। বিশ্বের সবচেয়ে কার্বন নিঃসরণকারী দেশ- চীন। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জ্বালানী ব্যবহারকারী/ শক্তি ব্যবহারকারী- চীন।
→ Ping Pong Diplomacy- যুক্তরাষ্ট্র থেকে টেবিল টেনিস খেলার জন্য একটি দলা আসে।
→ চীনের রাজাকে বলা হতো- Son of God.
→ চীনের দুঃখ বলা হয়- হোয়াংহো নদীকে। ইয়েলো নদীকে চীনা ভাষায় বলা হয় হোয়াংহো।
→ চীনের প্রশাসনিক বিভাজন- ২২টি প্রদেশ, ৪টি কেন্দ্রশাসিত পৌরসভা (বেইজিং, সাংহাই, থিয়েনচিন, ছুংছিং), ৫টি (তিব্বত, গুয়াংজু, ইনার মঙ্গোলিয়া, জিনজিয়াং, নিংজিয়া) স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, ২টি প্রায়-স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (হংকং এবং ম্যাকাও)।

হংকং	প্রথম আফিম যুদ্ধে ব্রিটেনের নিকট পরাজিত হলে হংকং ব্রিটেনের অধীনে চলে আসে ১৮৪২ সালের ২৯ আগস্ট নানকিং চুক্তির মাধ্যমে। ব্রিটিশরা এটিকে ১৫৬ বছর শাসন করে চীনের নিকট হস্তান্তর করে ১ লা জুলাই ১৯৯৭ সালে। 'এক দেশ দুই নীতি (One country, Two system) ব্যবস্থার মাধ্যমে এখানকার শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ২০৪৭ সাল পর্যন্ত এ নীতি বহাল থাকবে। চীনের এ দ্বৈত নীতির মূল উদ্দেশ্য হংকং-এর অর্থনীতি সচল রাখা। হংকং–এর রাজধানী- ভিক্টোরিয়া। নিজস্ব মুদ্রা হংকং ডলার। আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গমাইল। UNDP Report-এ মানুষের গড় আয়ুর ক্ষেত্রে প্রথম (১ম)। বিশ্বের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে সপ্তম।
ম্যাকাও	চীনের একটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (Special Administrative Area). এটি পার্ল নদীর ব-দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এতে পর্তুগীজ বণিকরা প্রথম বসতি গড়ে- ১৫৫৭ সালে। ম্যাকাও পর্তুগীজ কলোনিতে (২০তম বিসিএস) রূপান্তরিত হয় ১ ডিসেম্বর, ১৮৮৭ সালে। পর্তুগীজরা এটিকে ৪৪২ বছর শাসন করে ১৯৯৯ সালের ২০ ডিসেম্বর চীনের কাছে হস্তান্তর করে।
তিব্বত	তিব্বত হলো চীনের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। তিব্বতের লাসাকে বলা হয় নিষিদ্ধ নগরী। চীন ২৭ মে, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করে।

→ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দেশের সাথে জল ও স্থল সীমান্ত রয়েছে- চীনের (১৪টি দেশের সাথে)। (৩৬তম বিসিএস)
→ জিনজিয়াং- চীনের মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশ। এই প্রদেশে তুর্কি বংশোদ্ভুত 'উইঘুর' সম্প্রদায় বাস করে। জিনজিয়াং অঞ্চলে বসবাসরত ৫৬টি নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। জিনজিয়াং এর বাইরে উইঘুরদের সবচেয়ে বড় সম্প্রদায় দক্ষিণ মধ্য হুনান প্রদেশে রয়েছে। ভাষা- উইঘুর, ধর্ম- ইসলাম (সুন্নী)।
→ ফালুন গং- চীনের একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নাম।
→ রোবট সোফিয়া তৈরি করে- হংকংভিত্তিক হ্যানসন রোবটিকস।
→ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী সংখ্যায় বর্তমান শীর্ষ দেশ- চীন। চীনভিত্তিক মোবাইল কোম্পানি হুয়াওয়ের অপারেটিং সিস্টেমের নাম- Ark OS.
→ বিশ্বের উচ্চতম রেলপথের নাম- কিংহাই-তিব্বত রেলপথ।
→ বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও টেলিস্কোপ- FAST, চীনে। ভিন গ্রহের প্রাণির অনুসন্ধানের জন্য এটি তৈরি করা হয়; এর ব্যাস ১৬৪০ ফুট।
→ আলোচিত "ঘোড়া কূটনীতি" জড়িত- ফ্রান্স ও চীনের সাথে।
→ বিশ্বের ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক রকেট উদ্ভাবন করে- চীন।
→ আন্তজাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) পঞ্চম রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে মর্যাদা লাভ করে - চীনের মুদ্রা ইউয়ান।

www.bdniyog.com

→ চীন সম্প্রতি গ্রহণ করেছে- মুক্তার মালা নীতি। 'মুক্তার মালা' নীতির মাধ্যমে চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে চায়। এতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি সমুদ্রবন্দর 'কানেকটেড' থাকবে এবং চীন তা তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবে।

→ পাকিস্তানের গাওদারে ও শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করেছে- চীন।

→ AIIB : AIIB এর পূর্ণরূপ- Asian Infrastructure Investment Bank. চীনের উদ্যোগে ব্যাংকটি ২০১৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চালু হয় ১৬ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে। সদর দপ্তর- বেইজিং, চীন।

→ চীনের নির্মিত প্রথম যাত্রীবাহী বিমান হলো COMAC C919. (COMAC is the acronym of the Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd)

১৯১২	১ জানুয়ারি চীন প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়।
১৯৪৯	চীনে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়।
	১ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৫০	সুইডেন প্রথম চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।
১৯৫৮	'লাফিয়ে চলা নীতি' আরম্ভ করেন মাও সেতুং।
১৯৬২	চীন-ভারত সীমান্তে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
১৯৬৪	চীন প্রথম পারমাণবিক বোমার নিঃসরণ ঘটায়।
১৯৬৬	চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেন মাও সেতুং।
১৯৬৯	চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
১৯৭৮	চীন বাজার অর্থনীতি চালু করে। চীনের বাজার অর্থনীতি চালু করতে নেতৃত্ব দেয় দেং জিয়া পিং। তিনি কৃষি ও শিল্প খাতে সংস্কার করে চীনে অর্থনৈতিক বিপ্লব করেন।
১৯৭৯	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চীন 'এক সন্তান নীতি গ্রহণ করে।
	চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
১৯৮২	৪ ডিসেম্বর চীনের বর্তমান সংবিধান গৃহীত হয়।
১৯৮৯	১৪ এপ্রিল চীনের তিয়েন আনমেন স্কয়ারে ছাত্র আন্দোলন হয়।
১৯৯৯	চীনা সরকার ফালুন গংকে নিষিদ্ধ করে।
২০১৪	চীন-মাদ্রিদ রেলপথ খুলে দেওয়া হয়। তবে প্রথম ভ্রমণ সফলভাবে সম্পন্ন হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫। চীনের প্রথম ট্রেনটি ১৬ হাজার ১৫৬ মাইল পথ পরিভ্রমণ শেষে স্পেন থেকে দেশে ফেরে।
২০১৭	বিদেশের মাটিতে চীনের প্রথম সামরিক ঘাঁটি তৈরি হচ্ছে Horn of Africa বা আফ্রিকার শিং নামে পরিচিত জিবুতিতে। জিবুতি অভিমুখে বিদেশে চীনের প্রথম সামরিক ঘাঁটিতে চীনা সামরিক জাহাজের যাত্রা শুরু হয়।
	১২ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে একটি মালবাহী ট্রেন চীন থেকে লন্ডনে পৌঁছায় - ৩০ এপ্রিল। রুটটির দৈর্ঘ্য- ১২০০০ কি.মি এবং অতিক্রম করতে হয় ৯টি দেশ।
	তাইওয়ানের সাথে দীর্ঘ দিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে পানামা। পানামা সরকারের মতে, তাঁরা 'এক চীন নীতি'- কে সমর্থনের অংশ হিসেবে তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।
২০১৮	চীন দেশের প্রথম EPR (European Pressurised Reactor) পরমাণু প্রকল্পের কাজ শুরু করে।
	চীন ও যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালে। এটি গ্রেট ডিপ্রেশন নামে পরিচিত।
	১৯৭৮ সালে বাজার অর্থনীতি চালুর মাধ্যমে চীনে কৃষি ও শিল্পখাতে সংস্কার করে চীনে অর্থনৈতিক বিপ্লব নিয়ে আসেন দেং জিয়াও পিং। দারিদ্র্যপীড়িত একটি দেশ থেকে চীনের পরাশক্তি হওয়ার লড়াই শুরুর ৪ দশক পূর্ণ হয় ১৮ ডিসেম্বও, ২০১৮।
২০২০	চীন ও ভারত চাঁদে মানুষ পাঠাবে।

→ তিয়ানজিং গভীর সমুদ্রবন্দর অবস্থিত চীনে।

→ বিশ্বের বৃহত্তম সেনাবাহিনী রয়েছে- চীনের।

→ চীনের তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরীর নাম - Type 001 A. তবে প্রথম বিমানবাহী রণতরী লিয়াওনিং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর ঐ রণতরীটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ২০১২ সালে চীন এটিকে ক্রয় করে সংস্কার করে।

→ জে-২০ স্টিলথ বিমান- চীনা বাহিনীর একটি যুদ্ধ বিমান।

→ কৃষি ও বাণিজ্য

- বস্ত্র রপ্তানিতে বিশ্বে শীর্ষ স্থানীয় দেশ- চীন।
- আলু, তামাক, টিন, কয়লা ও স্বর্ণ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ স্থানীয় দেশ- চীন
- অর্থনীতিতে চীনের সামনে রয়েছে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বের মোট সম্পদের ১০% এখন চীনের দখলে রয়েছে।

→ চীনের ১% এর কম মানুষ এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে।

→ **বিরোধ**

সেনকাকু	চীনা ভাষায় 'দিয়াওইউ' নামে পরিচিত সেনকাকু দ্বীপ নিয়ে বিরোধ- চীন ও জাপানের মধ্যে।
স্প্রাটলি	দক্ষিণ চীন সাগরের দ্বীপপুঞ্জ। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জে চীন কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টি করেছে।
	চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপগুলো হচ্ছে স্প্রাটলি, প্যারোসেন, ম্যাকলেস ফিল্ড ব্যাংক।
প্যারোসেন	এ দ্বীপ নিয়ে চীন ও তাইওয়ান-এর মধ্যে বিরোধ চলছে।

→ চীনের স্পেশাল সিকিউরিটি বাহিনী গ্যারিসন সৈন্য যা দক্ষিণ চীন সাগরে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত।

→ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় নিরাপত্তা বিষয়ক আবাসিক প্রতিনিধি হলো যুক্তরাষ্ট্র।

→ **চীন ও তাইওয়ান**

১৯৪৯ সালে চীনে গৃহ যুদ্ধের পর বিজয়ী কমিউনিস্টরা সরকার গঠন করে এবং বর্তমান চীনকে 'People's Republic of China' ঘোষণা করে। অন্যদিকে বিজিত ন্যাশনালিস্টরা বর্তমান তাইওয়ানে আশ্রয় নেয় ও পরে সরকার গঠন করে। দুপক্ষই নিজেদের মূল চীনের প্রতিনিধিত্বকারী দাবী করে। তাইওয়ান নিজে স্বাধীনতা ঘোষনা করতে চাইলেও চীনের সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুমকির মুখে তা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনিক কাজ তাইওয়ান

www.bdniyog.com

'Republic of China' নাম ব্যবহার করে। চীনের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি অনুযায়ী পৃথিবী তে একটিই চীন এবং তাইওয়ান তার একটি অংশ। এটাই এক চীন নীতি।

→ নাইন-ড্যাস লাইন

দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত চীনের সীমারেখা। এই সীমারেখাটি দেয়া হয় ১৯৪৭ সালে। ইউ আকৃতির এই সীমারেখাটির অন্য নাম টেন-ড্যাস লাইন বা এলিভেন ড্যাস লাইন। এ অঞ্চলেই অবস্থিত স্প্রাটলি ও প্যারোসেল দ্বীপপুঞ্জ।

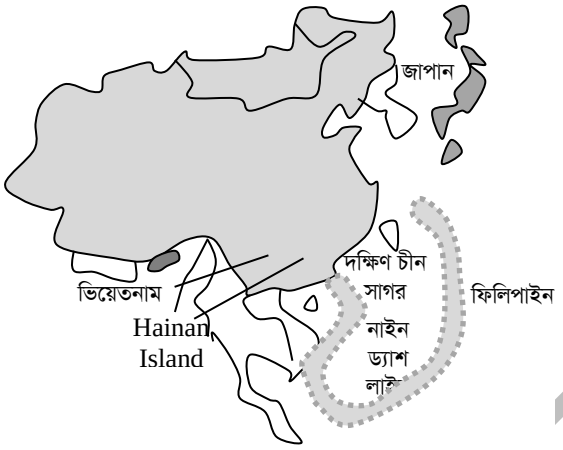

→ চীনের বিখ্যাত ব্যক্তি

দালাইলামা	দালাইলামা হলেন তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা। দালাইলামা শব্দের অর্থ মহাসাগর। দালাইলামা চর্তুদশ ১৯৫৯ সালে ভারতে পালিয়ে যায় এবং ২৯ এপ্রিল'৫৯ ভারতের ধর্মমালায় ম্যাবলয়েডগঞ্জ- এ নির্বাসিত তিব্বত সরকার গঠন করে। চীন এ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৬৯ সালে তিনি চীনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি ভারতে অবস্থান করে তিব্বতীদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। দলাইলামাকে বলা হয় 'এশিয়ার নেলসন ম্যান্ডেলা'।
দেং জিয়া পিং	মাও সে তুং এর মৃত্যুর পর দেং জিয়া পিং চীনের শীর্ষ নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি তিয়েন আনমেন আন্দোলন দমন করেন। স্নায়ুযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতন ঘটলেও চীনকে সুরক্ষা করেন। তাঁর নেতৃত্বে চীনে হংকং ও ম্যাকাও- এর সংযুক্তি, 'এক দেশ দুই নীতি' প্রবর্তন এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি গ্রহণ সম্পন্ন হয়। তিনি চীনকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন।
ড. সান ইয়াৎ সেন	চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট (১৯১১- ২২)। চীনা বিপ্লবের (১৯১১- ১২) নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব। কুয়োমিনটাং জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা।
মাও সেতুং	চীনের মহান নেতা ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান। ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেক এর হাত থেকে বাঁচার জন্য মাও সেতুং এর নেতৃত্বাধীন। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠাতা।
'লালফৌজ' বিখ্যাত লং মার্চে অংশ নিয়ে প্রায় ৬,০০০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে শেন সি প্রদেশে উপস্থিত হন। ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।	
চিয়াং কাইশেক	চীনের পুঁজিবাদ তন্ত্রের প্রবর্তক। ১৯৪৩- ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি চীনের President ছিলেন। ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং এর কমিউনিস্ট সরকারের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাইওয়ানে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট (১৯৪৯- ৭৫) ছিলেন।

→ চীনের সিল্করুট

চীনের নতুন সিল্করুটের (২০০০ বছর আগে চীনা রেশম বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সিল্করুট) নামকরণ করা হয়েছে 'One Belt One Road (OBOR)' বা 'The Belt and Road Initiative (BRI)' নামে। উদ্যোক্তা চীন। উদ্দেশ্য ৩ মহাদেশব্যাপী যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ও করিডোর প্রতিষ্ঠা। এটি হচ্ছে আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও ভূ- রাজনৈতিক প্রকল্প। বেল্ট এন্ড রোড ফোরামের (বিআরএফ) উদ্যোগে বেইজিংয়ে সম্মেলন হয় ১৪- ১৫ মে, ২০১৭ সালে। নিউ সিল্ক রোডের বিকল্প 'ফ্রিডম করিডোর' প্রতিষ্ঠা করতে চায় – ভারত ও জাপান। এর আওতায় : ৬৮ টি দেশ (অন্য মতে, ৭০টি), ৬০% বিশ্ব জনসংখ্যা ও ৪০% বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি। প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করবে AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). ভারত ও জাপান এই নিউ সিল্ক রোডের বিকল্প হিসেবে 'ফ্রিডম করিডোর' প্রতিষ্ঠা করতে চায়। চীনের সিল্করুটে দুইটি অংশ রয়েছে। যথা- ওভারল্যান্ড বা স্থল সিল্ক রোড এবং মেরিটাইম বা সামুদ্রিক সিল্ক রোড।

সরকারিভাবে ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোডের যে মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, চীনের সিয়ান থেকে উরুমকি, তুরস্কের ইস্তানবুল ও স্পেনের মাদ্রিদ পর্যন্ত সড়কপথ তৈরি হবে, যা মধ্য এশিয়ায় কিরগিস্তান- কাজাখস্তান হয়ে মস্কো, পোল্যান্ড, জার্মানির হামবুর্গ, হল্যান্ডের রটারডাম হয়ে মাদ্রিদে গিয়ে শেষ হবে।

মেরিটাইম তথা সামুদ্রিক সিল্ক রোড জিনজিয়াং, হ্যানয়, জাকার্তা, কুয়ালালামপুর, কলম্বো, নাইরোবি, সুয়েজ খাল হয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে এথেন্স ও ভেনিসকে সংযুক্ত করবে। এভাবে তিনটি মহাদেশকে সংযুক্ত করবে শিজিনপিং এর মহাপরিকল্পনা।

→ চীনের প্রাচীর

মঙ্গোলিয়া ও চীনের বিশাল সীমান্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিস্ময় চীনের প্রাচীর। এটি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি। এর নির্মাণকাল খ্রিস্টপূর্ব ২২০-২০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে। এটি

www.bdniyog.com

৫-৮ মিটার উচু এবং ৮৮৫১ কিলোমিটার লম্বা (সাংহাই পাস থেকে লোপনুর)। এর নির্মাতা হলেন চ'ইন (Ch.in) যার নামানুসারে 'চীন' নামকরণ করা হয়েছে। চীনের উত্তরদিকে তাতার দস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি নির্মিত হয়। এটি মিং রাজ বংশের শাসনামলে নির্মিত হয়।

→ তিয়েন আনমেন স্কয়ার : চীনের রাজধানী বেইজিং নগরীতে ৪০ হেক্টর এলাকা নিয়ে তিয়েন আনমেন স্কয়ার অবস্থিত। ১৯৪৯ সালে চীনে বিপ্লবের পর মহানায়ক মাও সেতুং এখানেই বিপ্লবের পতাকা উড্ডয়ন করেছিলেন। তিনি নিজে ক্ষমতায় এসে এখানেই শপথ বাক্য পাঠ করেন।

→ The Pillar of Shame: হংকং এর রাজধানী ভিক্টোরিয়াতে অবস্থিত। ১৯৮৯ সালে চীনের তিয়েন আনমেন স্কয়ারে ছাত্ররা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন করলে সে আন্দোলনে গুলি চালিয়ে কতিপয় ছাত্রকে হত্যা করা হয়। তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে এটি নির্মাণ করা হয়। এই আন্দোলনকে তিয়েন আনমেন স্কয়ার আন্দোলন বলা হয়।

→ কনফুসিয়াস- চীনের দার্শনিক।

→ গংবিধান অনুযায়ী চীনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থার নাম- জাতীয় গণকংগ্রেস।

→ ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ : ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ একটি রেলওয়ে নেটওয়ার্ক যা মস্কোকে রাশিয়ার পূর্বাঞ্চল গ্রেট সাইবেরিয়ার সাথে যুক্ত করেছে। মঙ্গোলিয়া, চীন এবং উত্তর কোরিয়ায় এই রেলপথের সংযোগকারী শাখা আছে। ব্রডগেজ এই রেলপথটির দৈর্ঘ্য ৯২৮৯ কিলোমিটার। এশিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ অংশ সাইবেরিয়ার পূর্ব-পশ্চিমে এটা প্রলম্বিত। ১৯১৬ সাল থেকে এটি মস্কোকে ভ্লাদিভস্টোকের সাথে যুক্ত করেছে।

→ CELD (Central External Liaison Department), MSS (Ministry of State Security), তিউ চীনের গোয়েন্দা সংস্থা।

→ গ্রান্ড খাল : চীনে অবস্থিত। হোয়াংহো নদীর পানি নিষ্কাশনের জন্য তৈরি করা হয়। খালটির দৈর্ঘ্য ১১১৫ মাইল বা ১৭৯৪ কিলোমিটার। (সূত্র: উইকিপিডিয়া)

জাপান

→ জাপানের সম্রাটের পদবী- মিকার্ডো। জাপানের বর্তমান সরকার পদ্ধতি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। বর্তমান সম্রাটের নাম- নারুহিতো (১২৬তম)। জাপানের নতুন যুগের রাজকীয় নাম- Reiwa.

→ জাপানের সম্রাট মুৎসিহিত-এর সময়ে জাপানে গণ জাগরণ সৃষ্টি হয়। দেশটির রাজ সিংহাসনের নাম চন্দ্রমল্লিকা সিংহাসন। জাতীয় ফুল- ক্রিসেনথিমাম (বাংলা- চন্দ্রমল্লিকা)

→ দ্বীপরাষ্ট্র জাপানের প্রধান দ্বীপ চারটি। যথা- হোক্কাইডো, হনসু, শিকোকু এবং কিউসু। জাপানের রাজধানী টোকিও হনসু দ্বীপে অবস্থিত।

→ জাপানের বিখ্যাত দ্বীপ ওকিনাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র দখল করে নেয় এবং ১৯৭২ সালে দ্বীপটি পুনরায় জাপানের কাছে হস্তান্তর করে।

→ সূর্যোদয় ও ভূমিকম্পের দ্বীপ নামে পরিচিতি জাপানের সংবিধানকে বলা হয় শান্তি সংবিধান। জাপানের সংবিধান কার্যকর হয় ৩ মে, ১৯৪৭ সালে। প্রতি বছর ৩ মে জাপানে 'সংবিধান দিবস' পালিত হয়। এই সংবিধানের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হলো ৯ নং বিধান অনুসারে জনগণের ন্যায় ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শান্তি বাস্তবায়নের সমর্থন করা। এ কারণে জাপানের সংবিধানকে শান্তি সংবিধান বলা হয়।

→ বিশ্বের বৃহত্তম মেগাসিটি টোকিও, জাপান। জাপানের রাজধানী টোকিওতে ৩২তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে ২০২০ সালে।

→ জাপানের জাতীয় পতাকার নাম হিরোনারু। হিরোনারু অর্থ- 'উদীয়মান সূর্য'।

→ এশিয়ায় পাশ্চাত্যপ্রথায় যন্ত্রশিল্পের সূচনা শুরু হয়- জাপানে।

→ জাপানের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের পরিকল্পনার নাম- আবেনোমিক্স।

→ রুশ- জাপান যুদ্ধ কত সালে হয়- ১৯০৪-০৫ সালে।

→ জাপান কোরিয়া উপদ্বীপ দখল করে- ১৯১০ সালে।

→ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান দখল করে- ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্য।

→ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান

১৯৪১	৭ ডিসেম্বর জাপান আমেরিকার ওয়াহিউ রাজ্যের অন্তর্গত হাওয়াই দ্বীপে অবস্থিত পার্ল হারবার আক্রমণ করে, যা আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ।
১৯৪৫	জাপানের নিকট হতে নিউ গায়ানা ও পাপুয়া নিউগিনি অঞ্চল দখল করে অস্ট্রেলিয়া।
	৬ আগস্ট জাপানের হিরোসিমায় 'লিটলবয়' ও ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে 'ফ্যাটম্যন' নামে দুটো পারমাণবিক বোমা ফেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
	১৫ আগস্ট (২ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষর করে) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে জাপান।

→ 'স্টাচু অব পিস' অবস্থিত- নাগাসাকিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে নিহতদের স্মরণে নির্মিত মনুমেন্ট।

→ 'করনার স্টোন অব পিস' স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত- জাপানের ওয়াকিনাওয়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের ওকিনাওয়ায় নিহতদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধ।

→ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশের বাইরে অনুষ্ঠিত প্রথম কোন সামরিক মহড়ায় ০৬ অক্টোবর, ২০১৮ অংশ নেয় জাপান

→ ভার্চুয়াল মুদ্রা বা ডিজিটাল মুদ্রা হলো- বিট কয়েন। অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম হিসেবে ২০০৯ সালে এর প্রচলন শুরু হয়। বিট কয়েনের প্রচলন করেন- সাতেশি নাকাইমোতো (জাপান)।

→ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে জাপান ১৭ জুলাই ২০১৮ সালে। চুক্তিটির নাম Economic Partnership Agreement (EPA). চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় জাপানের রাজধানী টোকিওতে।

→ জাপান পরমাণু অস্ত্রপ্রসার রোধ চুক্তি (NPT) স্বাক্ষর না করা দেশ ভারতের সাথে বেসরকারি চুক্তি স্বাক্ষর করে ১১ নভেম্বর, ২০১৬.

→ জুনকো তাবেই- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম নারী (১৬ মে, ১৯৭৫)।

www.bdniyog.com

→ জাপানের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে ৮ ডিসেম্বর ২০১৮ এ আইন অনুমোদন পায়। আইনটি পাসের ফলে এপ্রিল ২০১৯ থেকে নির্মাণ, কৃষি ও নার্সিং খাতে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ দেয়া যাবে।

→ Naicho (নাইচো) - জাপানের গোয়েন্দা সংস্থা।

→ বিরোধপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জ

সেনকাকু	সেনকাকু দ্বীপ (জাপান)/দিয়াওউ (চীন)/তিয়াওউতাই (তাইওয়ান) বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও এটি সেনকাকু দ্বীপ নামেই সর্বাধিক পরিচিত। দ্বীপটির নিয়ন্ত্রণ এখন জাপানের কাছে। এ দ্বীপটি নিয়ে জাপান- চীন- তাইওয়ানের ত্রিমুখী বিরোধ রয়েছে। আয়তন- ৭ বর্গকিলোমিটার।
কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ	১৯৪৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্য জাপানের উত্তরাঞ্চলীয় কয়েকটি দ্বীপ দখল করে নেয়, যা কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত। কুড়িল দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ৬,০০০ বর্গমাইল। বিরোধ- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে।
শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ	জাপান সাগরে অবস্থিত শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি সামরিক ঘাঁটি। বর্তমানে এটি রাশিয়ার দখলকৃত। দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে জাপান- রাশিয়ার বিরোধ চলছে।

কোরিয় উপদ্বীপ

কোরিয়া হলো এশিয়ার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। জাপান সাগর ও পীত সাগরের মধ্যে অবস্থিত এ দ্বীপ। চীন কোরিয়ার উপর দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে। ১৮৯৫ সালে চীন কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। ১৯০৪-০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের পর কোরিয়া জাপানের সংরক্ষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। আবার, ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়াকে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। ১৯৪৫ সালে জাপান আত্মসমর্পণের পর কোরিয়া মুক্ত হয়। এর পরই কোরিয়াকে ৩৮° অক্ষরেখা বরাবর ভাগ করে ফেলা হয়। দুই কোরিয়া বিভক্তকারী রেখা হলো মিলিটারি ডিমারকেশন লাইন ও নর্দান লিমিট জোন। উত্তর কোরিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও দক্ষিণ কোরিয়াতে আমেরিকা অবস্থান করে। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এবং উত্তর কোরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট থেকে স্বাধীন হয়। পীতসাগর (Yellow Sea) নিয়ে দুই কোরিয়ার মধ্যে এখনও বিরোধ রয়েছে। পীত সাগরে দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তরেখার নাম নর্দার্ন লিমিট লাইন।

→ THAAD : THAAD এর পূর্ণরূপ 'Terminal High Altitude Area Defense'। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী প্রতিরক্ষা সিস্টেম। উত্তর কোরিয়ার তায়েপোদং-১ ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করতে সক্ষম এমন ক্ষেপণাস্ত্র–থাড। দক্ষিণ কোরিয়ার সেয়ংজুতে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

→ উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক কর্মসূচি : ১৯৯৪ সালে আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ায় প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর পরই উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ২০০৬ সালে বিশ্বের অষ্টম পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে উত্তর কোরিয়া। ২০০৩ সালে উত্তর কোরিয়া এনপিটি ও সিটিবিটি চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ২০০৯ সালে ২য় বারের জন্য পরমাণু পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া। এ পর্যন্ত অসংখ্যবার উত্তর কোরিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তবে অবরোধের সময়ও তেল সরবরাহ করতে দেখা গিয়েছে চীনকে। উত্তর কোরিয়া ২০১৬ সালে ৫ বার পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র ও ১ বার হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে। ৪ জুলাই ২০১৭ উত্তর কোরিয়া প্রথমবারের মতো সফল আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায়। ক্ষেপণাস্ত্রটির নাম হোয়াসং ১৪। এছাড়াও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণও ঘটিয়েছে তাঁরা। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন যুক্তরাষ্ট্রে হামলার হুমকি দিয়েছেন। ২০১৮ সালের ১২ জুন সিঙ্গাপুরের সেন্তোষা দ্বীপে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের মধ্যে এক ঐতিহাসিক বৈঠক হয় এবং তাতে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের সমঝোতা হয়।

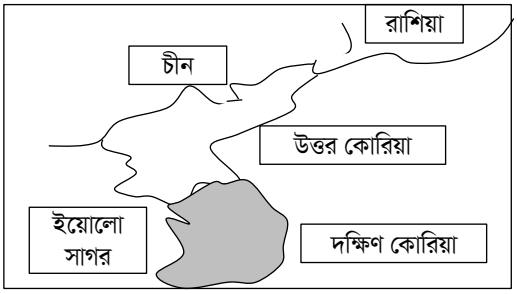

→ উত্তর কোরিয়া অস্ত্রসমূহ- নোদং, মুসুদান, তায়েপোদং- ০১, তায়েপোদং – ০২ এবং হোয়াসং। এছাড়াও রয়েছে যুদ্ধযান এবং ডুবোজাহাজ।

→ সানসাইন পলিসি : উত্তর কোরিয়ার সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ কূটনীতি। সানসাইন পলিসির প্রবক্তা দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং। মেয়াদ ছিল ১৯৯৮- ২০০৭ পর্যন্ত।

→ অলিম্পিক কূটনীতি - দুই কোরিয়ার মধ্যে দেখা যায়।

→ জর্জ বুশ শয়তানের অক্ষশক্তি বলেছেন - ইরান, ইরাক ও উত্তর কোরিয়াকে।

→ উত্তর কোরিয়ার সংবাদ সংস্থার নাম- কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সী (কেসিএনএ)।

→ পৃথিবীর গুপ্ত দেশ- উত্তর কোরিয়া।

→ উত্তর কোরিয়ার পরমাণু স্থাপনার নাম- ইয়ং বিয়ং।

→ উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষাস্থলের নাম- কিলঝি।

→ জাতিসংঘের উ. কোরিয়া বিষয়ক ৬ জাতি আলোচক দেশ- উ. কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, রাশিয়া, USA.

→ দুই কোরিয়ার মাঝে শান্তিপল্লী- পানমুনজাম।

→ দুই কোরিয়ার মধ্যে শিল্পাঞ্চলের নাম- কায়েসং।

→ উত্তর কোরিয়া সব ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে- ১৭ এপ্রিল, ২০১৮ সালে।

→ দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলসহ ৬টি শহরে চালু হয় ৫ম প্রজন্মের বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক ০১ ডিসেম্বর ২০১৮। এটি ফোর জির চেয়ে ২০ গুণ বেশি তথ্য আদান-প্রদানে সক্ষম।

→ Blue House: সিউলে অবস্থিত দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবন।

www.bdniyog.com

→ পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে উত্তর কোরিয়া সে দেশের একমাত্র পারমাণবিক পরীক্ষাকেন্দ্র 'পুঙ্গে-রি' ধ্বংস করে- ২৪ মে, ২০১৮ সালে।

→ দুই কোরিয়ার নেতা দীর্ঘদিনের সংঘাতময় সম্পর্কের উন্নয়নে শান্তিবৃক্ষ স্থাপন করে- পানমুনজাম সীমান্তের মাঝখানে।

→ উত্তর কোরিয়ার সাথে মিশর সামরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে- ২০১৭ সালে।

→ পুলিশের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারপোলের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন- দক্ষিণ কোরিয়ার কিম জং ইয়াং।

→ দুই কোরিয়ার ঐতিহাসিক সেনা মিলন হয় ১২ই ডিসেম্বর ২০১৮। ১৯৪৮ সালে দুই কোরিয়া বিভক্তিকারী অসামরিকায়িত এলাকা সৃষ্টির পর এ দিনেই প্রথম দু পক্ষের সেনারা একে অপরের দেশে পা রাখে। ৭০ বছর পরের মিলনকে দেশ দুটির গণমাধ্যম ঐতিহাসিক সেনামিলন হিসেবে তুলেছে ধরেছে।

মঙ্গোলিয়া

→ পূর্ব এশিয়ার স্থল-বেষ্টিত দেশ মঙ্গোলিয়া। চীন ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী দেশ মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীদের বলা হয়- যাযাবর।

→ বিশ্বের চোখে নির্মম ও রক্তপিপাসু হিসেবে চিহ্নিত চেঙ্গিস খান মঙ্গোলিয়ায় বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সম্মানীত ও সকলের ভালবাসার পাত্র। তাঁকে মঙ্গোল জাতির পিতা বলা হয়ে থাকে।

☼ *মধ্য-প্রাচ্য*

মধ্য-প্রাচ্য হলো এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল। ধর্মীয় কারণে এই অঞ্চল যুগে যুগে বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় হয়ে রয়েছে পৃথিবীর বুকে। যেমন: ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব, প্রচার, প্রসার এই অঞ্চলে হয়েছে। বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিক দিক থেকে এ অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
কাতার	দোহা	রিয়াল	আরবি
কুয়েত	কুয়েত সিটি	দিনার	আরবি
সৌদি আরব	রিয়াদ	রিয়াল	আরবি
সংযুক্ত আরব আমিরাত	আবুধাবি	দিরহাম	আরবি
ওমান	মাস্কট	রিয়াল	আরবি
বাহরাইন	মানামা	দিনার	আরবি
এই ৬টি দেশ মনে রাখার কৌশল: কাকু সৌদিতে JOB করে।			
ইসরায়েল	জেরুজালেম	শেকেল	হিব্রু
ইয়েমেন	সানা	রিয়াল	আরবি
ইরাক	বাগদাদ	দিনার	আরবি
ইরান	তেহরান	রিয়াল	ফার্সি
সিরিয়া	দামেস্ক	পাউন্ড	আরবি
ফিলিস্তিন	পূর্ব জেরুজলেম	পাউন্ড, দিনার	আরবি
লেবানন	বৈরুত	পাউন্ড	আরবি
জর্ডান	আম্মান	দিনার	আরবি
এই ৮টি দেশ মনে রাখার কৌশল : ইসরাফিল জর্ডানে। ইসরা (ইসরায়েল, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, সিরিয়া), ফিল- ফিলিস্তিন + লেবানন, জর্ডান।			

→ অনেকের মতে, তুরস্ক মধ্য-প্রাচ্যের দেশ। সেহিসেবে মধ্য-প্রাচ্যের দেশের সংখ্যা- ১৫টি।

→ মধ্য-প্রাচ্যের এই ১৪টি দেশের ইরান ও ইসরায়েল ছাড়া বাকী সকল দেশের ভাষা আরবি।

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
সৌদি আরব	ছিল না
সিরিয়া, লেবানন	ফ্রান্স
কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইসরায়েল, ইয়েমেন, ইরান, ইরাক, লেবানন, জর্ডান।	যুক্তরাজ্য

→ কাস্পিয়ান সাগর : উত্তরে, কাজাখস্তান ও রাশিয়া, দক্ষিণে ইরান, পূর্বে তুর্কমেনিস্তান ও কাজাখস্তান পশ্চিমে আজারবাইজান। মধ্য এশিয়ায় এ খালটির অবস্থান।

সাইকস পিকট চুক্তি

→ অটোম্যানরা মধ্যপ্রাচ্যে এক সময় সুবিশাল রাজ্যবিস্তার করেছিল। তবে আজকের মধ্য-প্রাচ্য সংকটের সূর্যোদয় হয়েছিলো ১৯১৬ সালের ১৬ মে যেদিন 'সাইকস-পিকট চুক্তি' (Sykes-Picot Agreement) কার্যকর হয়েছিল।

→ ১৯১৫ সালের শেষের দিকে মধ্যপ্রাচ্য ভাগাভাগির মূল দায়িত্ব এসে পড়ে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের দুই কূটনীতিকের উপর। এদের একজন মার্ক সাইকস (Mark Sykes) আর অন্যজন জর্জ পিকট (Georges Picot)। সাইকস-পিকট চুক্তি' (অফিশিয়ালি 'এশিয়া মাইনর চুক্তি') বা মধ্যপ্রাচ্য ভাগাভাগির গোপন চুক্তি নামে পরিচিত। রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনের (১৯১৭) নেতারা (ভি আই লেলিন) এ চুক্তি গ্রহণ করেনি বলে তা তারা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

→ সাইকস ও পিকট মিলে ভূ-মধ্যসাগরের উপকূল থেকে শুরু করে ইসরাইলকে দু'ভাগ করে সিরিয়া-জর্ডানের সীমারেখা ধরে সোজাসুজি ইরাকের মসুল নগরীর নীচ ও কিরকুকের উপর দিয়ে ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত মোটামুটি একটি সরল রেখা টেনে মধ্যপ্রাচ্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করে। উপরের অংশে অবস্থিত তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, সিরিয়া, ইরাকের মসুল, লেবানন চলে যায় পিকটের (ফ্রান্সের) পকেটে আর নিচের ইসরাইলের দক্ষিণাংশ, জর্ডান, ইরাক, কুয়েত ও

www.bdniyog.com

সৌদি আরবের পারস্য উপকূলীয় অংশ নেয় সাইকস (যুক্তরাজ্য)। এ ভাগাভাগিতে রাশিয়ার ও ইটালির অংশ সামান্যই ছিল। এভাবে সাইকস- পিকটের এক চুক্তিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুরস্ক থেকে মধ্যপ্রাচ্য (উত্তর আফ্রিকা ও সৌদি আরবের অধিকাংশ ভূ- খণ্ড বাদে) চার মিত্রশক্তির করতলে চলে আসে।

→ সাইকস- পিকট চুক্তির মূল দূর্বলতা ছিল এ অঞ্চলে ক্রমবর্ধিষ্ণু আরব জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করা। পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনে একটি দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস আছে। তুর্কিরা আরব জাতিসত্ত্বাকে অগ্রাহ্য করে অটোম্যান সাম্রাজ্যের যে সর্বনাশ ডেকে এসেছিল, সেই একই ভুলে বৃটিশ- ফরাসিরাও আরব ভূ- খণ্ডে শতবর্ষী সংকটের সৃষ্টি করেছিল।

ইসরাইল ও ফিলিস্তিন

→ **বেলফোর ঘোষণা (Belfour Declaration):** প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের স্থায়ী আবাসভূমির অঙ্গীকার করে ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর বৃটেনের প্রভাবশালী ইহুদি নেতা ব্যারন রথসচাইল্ডকে লেখা বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেমস বেলফোরের এক চিঠি। চিঠিতে বেলফোর লিখেছিলেন- "His Majesty's Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and ……."। ১৯২২ সালে League of Nations বেলফোর ঘোষণার পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে দেয়।

→ ১৯২৮ সালে ফিলিস্তিনে JNC (Jewish National Council) গঠিত হয়। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এ, প্রায় ছয় মিলিয়ন ইহুদি হত্যা করে নাৎসিরা।

→ ১৯৪৯ এর ১১ মে জাতিসংঘে সদস্যপদ পেয়ে যায় ইসরাইল। ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ মিশর এবং মুসলিম দেশ তুরস্ক।

→ প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন ডেভিড বেনগুরিওন।

→ ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খালজনিত জটিলতায় ইসরাইল মিসর আক্রমণ করে।

→ ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় PLO (Palestine Laiberation Organization)। ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের আরব ইসরাইল যুদ্ধ হয়।

→ ১৯৭২ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট হয়ে এলেন আনোয়ার সাদাত। এরপর ইয়ম কিপুর যুদ্ধে মিসর আর সিরিয়া মিলে হঠাৎ আক্রমণ করে ইসরাইলকে। তবে মিত্রের সহায়তায় ইসরাইল ভালো মতই যুদ্ধে ফিরে আসে। এ যুদ্ধের ফলে সৌদি সরকার ১৯৭৩ সালে তেল সংকট সূচনা করে।

→ ১৯৭৭ সালে রাবিন এক কেলেংকারিতে সরে দাঁড়ান আর শিমন পেরেজ প্রধানমন্ত্রী হন। তবে নির্বাচনে জিতে মেনাখেম বেগিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান। ৩০ বছরের শত্রুতা ঝেড়ে ১৯৭৮ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত জেরুজালেম ভ্রমণে যান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার সাদাত আর বেগিনের সাথে মিলিত হয়ে ক্যামডেভিডে (যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে অবস্থিত) এক শান্তিচুক্তির রূপরেখা অংকন শুরু করেন। পশ্চিম তীর আর গাজা এলাকা ফিলিস্তিনের অধিকারে থাকবে। ক্যাম্পডেভিড চুক্তির জন্য মিশরকে আরব লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

→ ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনে ক্ষমতায় আসে হামাস এবং আগের সকল চুক্তি বাতিল বলে গণ্য করে।

→ ইসরাইলের দখলদারিত্ব থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্য গঠিত Palestine Laiberation Organization এর নেতা ইয়াসির আরাফাতের (জন্মগ্রহণ করেন- মিশরে) মৃত্যুর পর আল- ফাতাহ ও হামাসের অধীনে দুই ভাগে বিভক্ত হয় প্যালেস্টাইন। হামাস নিয়ন্ত্রণ করছে গাজা এবং আল-ফাতাহ এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পশ্চিম তীর।

→ ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরের নির্দেশ দেয়। ১৯৯৫ সালে ইসরাইল- ফিলিস্তিন স্বাক্ষরিত অসলো শান্তিচুক্তিতে উভয় পক্ষ মেনে নেয় যে, আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে জেরুজালেম প্রশ্নটি নির্ধারিত হবে। জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ তুরস্কের ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী সহযোগিতামূলক সংস্থা (OIC) এর বিশেষ সম্মেলন। এতে পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

→ প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO) এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল (PCC) ইসরাইলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি এবং ১৯৯৩ সালের অসলো শান্তিচুক্তি স্থগিত হয়- ১৫ জানুয়ারি ২০১৮।

→ ইসরাইলের মার্কিন দূতাবাস তেলআবিব থেকে জেরুজালেমে সরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে বলে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) অভিযোগ করে ফিলিস্তিন। মার্কিন দূতাবাস জেরুজালেমে থেকে সরিয়ে নেওয়ারও দাবি জানায় তারা। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ আন্তর্জাতিক আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত অভিযোগ দায়ের করে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ। মামলাটি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা হয় বলে জানান আদালত।

→ ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ফিলিস্তিন-ইসরাইল সঙ্কট দূর করতে 'টু-স্টেটস' নীতিকে সমর্থন দিয়েছে। সম্প্রতি IAEA প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা 'টু-স্টেটস' নীতিকে সমর্থন করে। কিন্তু ৭০ বছর ধরে ইসরাইল ফিলিস্তিনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। ফলে ফিলিস্তিনের পক্ষে আর কখনও আত্মনির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। তাই অনেকেই এখন বলছেন, 'সবার জন্য সমান অধিকার' নীতি একটি রাষ্ট্রই সমাধান।

www.bdniyog.com

→ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ আলজেরিয়া। ফিলিস্তিন জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করে- ২০১২ সালে।

→ Orient House: ফিলিস্তিনের রামাল্লায় অবস্থিত, পিএলও এর সদর দপ্তর।

ইসরায়েলে নতুন আইন পাস হয় ১৯ জুলাই ২০১৮। আইন অনুযায়ী ইসরায়েল ইহুদী জনগণের এবং ইহুদীদের ঐতিহাসিক মাতৃভূমি এবং জেরুজালেম সম্পূর্ণ ও অখণ্ড রাজধানী। নতুন এ আইনের প্রতিবাদে তেল আবিবের রবিন স্কয়ারে দ্রুজ সম্প্রদায়ের লোকজন বিক্ষোভ করে। এটি ইসরায়েলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

✍ ইসরায়েলে লিকুদ দলটির বর্তমান নেতা/প্রধানমন্ত্রী কে? বেনিয়ামনি নেতানিয়াহু।

ইসরায়েলের ইউনেস্কো ত্যাগ

ইসরায়েল ২০১৭ সালে ৩০ ডিসেম্বর ইউনেস্কো ত্যাগ করার ঘোষণা দেয়। ইউনেস্কো ইসরায়েলবিরোধীদের পক্ষপাত করেছে অভিযোগ তুলে এ ঘোষণা দেয় ইসরায়েল। ঘোষণাটি কার্যকর হয় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে।

→ যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে জেরুজালেমে দূতাবাস স্থাপন করে - গুয়েতেমালা।

→ ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আমান। মোসাদের প্রতিষ্ঠাতা: বেন গুইরেন।

→ তেল আবিব থেকে মার্কিন দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তর করে - ১৪মে ২০১৮।

→ ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের কোন বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই।

→ হেবরন মসজিদ : জেরুজালেমে অবস্থিত। ১৯৯৪ সালে ড. গোল্ড স্টেইন বারুচ এই মসজিদে গুলি চালিয়ে নামাজরত অবস্থায় ৬৩ জন মুসলিমকে হত্যা করে।

→ আল আকসা : জেরুজালেমে অবস্থিত। বায়তুল মুকাদ্দাস। ১৯৬৭ সালে ইয়াহুদিরা নামাজরত অবস্থায় ৪০০ জন মুসলিমকে পুড়িয়ে হত্যা করে। এ কারণে ১৯৬৯ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর OIC প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইরান

→ ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পারস্যে শাহ্ রাজবংশের শাসনামল ছিল। ঐ বছরই ৩০ ডিসেম্বর দেশটির প্রথম সংবিধান পাস হয়। ১৯২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সর্বশেষ শাহ ক্ষমতাচ্যুত হলে কাজার রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং রেজা খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই ১২ ডিসেম্বর রেজা খান 'রেজা শাহ্ পাহলভি' উপাধি ধারণ করেন।

→ ১৯৩৫ সালের ২১ মার্চ পারস্যের নামকরণ করা হয় 'ইরান'। সে বছর ১৬ সেপ্টেম্বর রেজা শাহ ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান এবং তাঁর পুত্র শাহ্ মোহাম্মদ পাহলভি ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

→ দেশব্যাপী বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করলে ১৯৭৯ সালের ১৭ জানুয়ারি শাহ্ ইরান ছেড়ে চলে যান এবং সে বছর ৫ ফেব্রুয়ারি শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতা আয়তুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন। ১৯৭৯ সালে দেশটিকে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র- Islamic Republic of Iran' (ইসলামি বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন আয়তুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

→ ১৯৮৮ সালে ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লাহ খোমেনী ইন্তেকাল করেন। ইরানের পার্লামেন্টে ১৯৯৮ সালের মধ্যে সিগারেট আমদানি, উৎপাদন এবং প্রকাশ্য স্থানে ও গণপরিবহনে ধুমপান নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইরানের (বর্তমান) সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লাহ আলি খামেনী। ইরান মধ্য- প্রাচ্যের একমাত্র দেশ যেটি আরব লীগের সদস্য নয়।

→ দস্ত- ই- লুতঃ ইরানের একটি মরুভূমির নাম।

→ ইরানের ছয় (p5 + 1) জাতি আলোচনা : ১৪ জুলাই ২০১৫ ভিয়েনাতে চুক্তি হয়, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৬ নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (IAEA) পরিদর্শকেরা ইরানের সেন্ট্রিফিউজ ও ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ অবকাঠামোগুলো পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে দেশটি আর অস্ত্র তৈরির পর্যায়ের প্লুটোনিয়াম তৈরি করতে না পারে। ২০১৮ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র এ চুক্তি প্রত্যাহার করে।

→ ইরানের নবর্নির্মিত সমুদ্রবন্দর চাবাহার উদ্বোধন করা হয়- ০৩ ডিসেম্বর ২০১৭।

→ ইরানের সাথে ১৯৫৫ সালে স্বাক্ষরিত 'মৈত্রী চুক্তি' ও কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে ১৯৬১ সালে স্বাক্ষরিত ভিয়েনা কনভেনশনের 'ঐচ্ছিক বিধান' থেকে অক্টোবর, ২০১৮ নিজেদের প্রত্যাহার করে- যুক্তরাষ্ট্র।

→ মরক্কো ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে- ১ মে ২০১৮।

→ ২০১৬ সালে ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ - মালদ্বীপ।

→ শাত- ইল- আরব : পারস্য উপসাগরের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে শাত- ইল- আরবের অবস্থান। এটি একটি ব- দ্বীপ। এটিকে কেন্দ্র করে ইরাক- ইরান যুদ্ধ হয় ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। বর্তমান বিরোধ- ইরান ও UAE এর মধ্যে।

→ হরমুজ প্রণালী : একটি সরু জলপথ যা পশ্চিমের পারস্য উপসাগরকে পূর্বে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। এটি আরব উপদ্বীপকে ইরান থেকে পৃথক করেছে। জলপথটির সবচেয়ে সরু অংশের দৈর্ঘ্য ২১ মাইল এবং প্রস্থ ২ মাইল। তেল বাণিজ্যের জন্য এ জলপথটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রণালীটি ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ।

→ আবু মুসা দ্বীপ : পারস্য উপসাগরে হরমুজ প্রণালীর সন্নিকটে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ হল 'আবু মুসা দ্বীপ'। দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

→ বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগার অবস্থিত- ইরানের আবাদান নগরীতে।

www.bdniyog.com

→ VEVAK (ভিভাক), SAVAK (সাভাক) – ইরানের গোয়েন্দা সংস্থা।

→ ইরানের সেনাবাহিনীকে বলা হয়- রেভলিউশনারি গার্ড।

→ ফেরদৌসী : পারস্যের বিখ্যাত কবি ফেরদৌসী মহাকাব্য 'শাহনামা'র রচয়িতা। এটি ফারসি কাব্য। তিনি গজনির সুলতান মাহমুদের সভাকবি ছিলেন।

→ ওমর খৈয়াম (১০৪০ – ১১৩১) : ইরানের বিখ্যাত কবি। তিনি গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক খ্যাত। ফারসি ভাষায় 'রুবাইয়াত-ই ওমর খৈয়াম' রচনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কিছু বই অনুবাদ করেন।

→ শেখ সাদী ফার্সি ভাষার কবি।

→ ইবনে সিনা : চিকিৎসক, দার্শনিক ও গণিতবিদ। তার রচিত 'আল কানুন ফিতিব' বইটিকে 'চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল' বলা হয়। জন্ম গ্রহণ করেন উজবেকিস্তান, মৃত্যুবরণ করেন হামাদান, ইরান।

ইরাক

ইরাক বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার জন্য সারা বিশ্বের বুকে মহীয়ান। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইরাক অটোম্যান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ১৯১৬ সালে ব্রিটেন ইরাক দখল করে নেয়। ১৯৩২ সালের ৩ অক্টোবর হাশেমি রাজবংশের আমলে ইরাক স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৮ সালের ১৪ জুলাই সংঘটিত এক সামরিক অভ্যুত্থানে হাশেমি রাজবংশের পতন ঘটে এবং জেনারেল কাশিমের নেতৃত্বে দেশটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইঙ্গ মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী ইরাকে যে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান শুরু করে তা 'Operation Iraqi Freedom' নামে পরিচিত। স্বাধীনতার প্রশ্নে কুর্দিস্তানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সালে।

- কারবালা শহরটি অবস্থিত ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে।
- মসুল, ইবরিল, ফালুজা, বসরা ইরাকের আলোচিত শহর।
- সাদ্দামের ফাঁসি কার্যকর করা হয় ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৬।
- সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে আগ্রাসন চালায় ১৯৯০ সালে।
- মসুল শহর আইএস মুক্ত হয় ২০১৭ সালের জুলাই মাসে।

কুয়েত

→ কুয়েত তেলসমৃদ্ধ একটি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশটিতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (Unitary Parliamentary Constitutional Monarchy) বিদ্যমান রয়েছে। ১৯শে জুন, ১৯৬১ সালে আল হাসা আমিরাত থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ইরাক-কুয়েত সংকটের কারণে দেশটি সর্বাধিক আলোচনায় আসে।

→ ইরাক-কুয়েত সংকট : ১৯৮০ সালে ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরাক আরব জাতির প্রতিভূ হিসেবে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে আরবদেশসমূহ ইরাককে ঋণ ও অর্থসাহায্য প্রদান করে। ইরাক কুয়েতের বিরুদ্ধে তেল চুরি এবং অতিরিক্ত তেল উত্তোলনের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৬ বিলিয়ন ডলার দাবি করে। ইরাক – কুয়েত বিরোধ আলোচনা ভেঙ্গে গেলে ২ আগস্ট ১৯৯০ ইরাক কুয়েত দখল করে এবং পরে ১৯তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়। ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ বহুজাতিক বাহিনী ইরাক আক্রমণ করে কুয়েত মুক্ত করে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন এ বহুজাতিক আক্রমণ 'Operation Desert Storm' নামে পরিচিত। এ আগ্রাসনকে 'উপসাগরীয় যুদ্ধ' (Gulf war) বলা হয়।

সিরিয়া

মধ্যপ্রাচ্যের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সুন্নি মুসলিম প্রধান একটি দেশ। তবে ১৯৬৩ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে শিয়া গোষ্ঠীর বাথ পার্টি। দেশটিতে ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ক্ষমতায় রয়েছে ২০০০ সাল থেকে। দেশটিতে আরব বসন্ত শুরু হয়েছিল ১৫ই মার্চ ২০১১ সালে। সিরিয়াকে সভ্যতার সূতিকাগার বলা হয়। সিরিয়া ও মিশর ১৯৫৮ সালে একত্রিত হয়ে আরব প্রজাতন্ত্র নাম ধারণ করে। দেশটির পার্লামেন্ট- পিপল'স পার্লামেন্ট। সিরিয়ার পতা- দুটি সবুজ তারকা সম্বলিত। প্রধান সংবাদ সংস্থা - SANA.

→ আইএস এর কথিত রাজধানীর নাম- রাকা, সিরিয়া। ইসলামিক স্টেট (IS) এর ম্যাগাজিনের নাম- দাবিক।

→ সিরিয়ার পূর্বে গৌতার দৌমা শহরে সরকার রাসায়নিক হামলা চালায়- ১৪ এপ্রিল, ২০১৮।

→ সাম্প্রতিক সংকটে সিরিয়ার আলোচিত শহরগুলোর নাম - আলেপ্পো, পালমিরা, আফরিন, ইদলিব, দারা।

→ বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শহর- সিরিয়ার দামেস্ক।

→ তুরস্ক কর্তৃক আফরিনে চালানো অভিযানের নাম- অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চ।

→ পালমিরা : সিরিয়ার একটি প্রাচীন শহর। ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান। 'মরুভূমির মুক্তা' নামে পরিচিত। গোড়াপত্তন হয় ২০০০ বছর আগে। পালমিরা 'তাদমুর' নামেও পরিচিত। রোমান সভ্যতার নিদর্শন। এখানেই অবস্থিত ঐতিহাসিক বেল মন্দির ও আর্ক অব অর্কেস্ট্রা। ১০ মাস আইএস দখলে থাকার পর ২০১৬ সালের মার্চে মুক্ত হয়। এই শহরকে তালগাছের শহরও বলা হয়।

www.bdniyog.com

→ সিরিয়াকে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য S-300 ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সরবরাহ করে- রাশিয়া।

→ ইদলিব বৈঠক : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ইরান, রাশিয়া ও তুরস্ক জাতিসংঘে ইদলিব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বৈঠক করে । কারণ সিরিয়ার আল কায়েদার শাখা 'তাহরির আল শামস' দখল করায় মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এর পূর্বে ইরানের তেহরানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বসেছিল ইরান, রাশিয়া ও তুরস্ক।

→ জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামী স্টেটকে (IS) পরাজিত করার দাবি জানিয়ে ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেন। এরপর তালেবানের সাথে যুদ্ধরত ৭,০০০ সেনা আফগানিস্তান থেকেও ফিরিয়ে নেযার কথা বিবেচনা করেছেন তিনি।

→ সিরিয়া-ইসরাইল বিরোধ : গোলান মরুভূমি নিয়ে ইসরাইল গোলান মরুভূমি দখল করে ১৯৬৭ সালে আরব- ইসরাইলের তৃতীয় যুদ্ধের সময়।

কুর্দিস্তান

১৯২০ সালের সেভার্স চুক্তিতে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানরা পরাজিত হবার পর মিত্র শক্তির সাথে এ চুক্তি করতে বাধ্য হয়) একটি স্বাধীন কুর্দি রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া হলেও ৩ বছর পরের লুজন চুক্তির মাধ্যমে আধুনিক তুরস্কের মানচিত্র হলে কুর্দিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হয়নি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভাগা এই জাতির পরের ইতিহাস শুধুই দুর্দশার।

→ কুর্দিরা ছড়িয়ে রয়েছে ইরাক, ইরান, তুরস্ক ও সিরিয়ায়।

→ কুর্দিদের রাজধানীর নাম ইবরিল এবং ভাষা কুর্দি।

→ স্বাধীনতার পক্ষে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭। স্বাধীনতার পক্ষে ৯২.৭০% ভোট পড়লেও স্বাধীনতার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায়।

→ ইরাকি কুর্দিরা ১৯৭০ সালে ইরাকি সরকারের সাথে এক চুক্তির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। এর পর ২০০৫ সালে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি পায় ।

→ তুরস্ক আফরিনে ২০১৮ সালের জানুয়ারি চালায় 'অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চ'।

ইয়েমেন

মানব ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন বসতি আর আরব বিশ্বের সবচেয়ে গরীব দেশ। ইয়েমেনের লড়াইয়ের শুরুটা হয় আরব বসন্তের মাধ্যমে। ২০১১ সালে দীর্ঘদিনের প্রেসিডেন্ট আলি আব্দুল্লাহ সালেহকে (১৯৭৮-২০১১ খ্রি.) মনসুর হাদীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বাধ্য করা হয়। মনসুর হাদীকে আল কায়েদার হামলা, দক্ষিণে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, সালেহপন্থী সরকারি কর্মকর্তা, দেশব্যাপী বেকারত্ব এবং দুর্নীতির মোকাবিলা করতে হয়। নতুন প্রেসিডেন্টের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহীরা সাডা প্রদেশ এবং আশেপাশের এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। মনসুর হাদী ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সৌদিতে নির্বাসিত গৃহবন্দী।

→ ইয়েমেনের রাষ্ট্রীয় নাম রিপাবলিক অব ইয়েমেন। দেশটির রাজধানীর নাম সানা।

→ ইয়েমেন উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন নামে বিভক্ত হয় ১৯৬৭ সালে। দুই ইয়েমেন একত্রিত হয় ১৯৯০ সালে।

→ হুদি বিদ্রোহের হামলায় ইয়েমেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহ নিহত হন- ৪ ডিসেম্বর ২০১৭।

→ আব্দুল্লাহ সালেহ মারা যান- হুতি মিলিশিয়াদের হাতে।

→ ইয়েমেনের শিয়াপন্থি বিদ্রোহী গ্রুপ- হথি। হুথিদের দমনে সৌদি অভিযান চালাচ্ছে ২০১৪ সাল হতে। সৌদি অভিযানের নাম 'অপারেশন ডিসিসিভ স্টর্ম'। ইয়েমেনের সবচেয়ে দরিদ্র ও অবহেলিত উত্তরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন চায় হুথিরা।

→ এডেন- ইয়েমেনের একটি বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর। ইয়েমেনের বাণিজ্যিক রাজধানীর নাম এডেন।

→ হানিস দ্বীপপুঞ্জ : লোহিত সাগরে অবস্থিত। বিরোধ রয়েছে ইয়েমেন ও ইরিত্রিয়ার মধ্যে।

→ তাওয়াক্কুল কারমান : ইয়েমেনের নারী মানবাধিকার কর্মী। ২০১১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি নারী সাংবাদিকদের জন্য 'Women Journalists without Chains' নামে তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

সৌদি আরব

বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ ১৯৩২ সালে সৌদি আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটি আয়তনে মধ্য- প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় দেশ। সৌদি আরব মূলত চারটি স্বতন্ত্র অঞ্চল – হেজাজ, নজদ, আল হাসা পূর্বাঞ্চলীয় আরব এবং আসির দক্ষিণাঞ্চলীয় আরব নিয়ে গঠিত। সৌদি নারীরা ভোটাধিকার পান ২০১২ সালে। মক্কা, মদীনা, মিনা সৌদি আরবের ঐতিহাসিক শহর। জাতীয় পতাকা কখনো অর্ধনমিত হয় না। নদী, সংবিধান ও পার্লামেন্ট নেই।

→ Islamic Military Alliance (IMA)

সুন্নি মুসলিম দেশের সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক জোট হল IMA. সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে। এর উদ্যোক্তা সৌদি আরব। বাংলাদেশসহ ৩৪টি সুন্নিপন্থী মুসলিম দেশ এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম সমর্থন জানায় চীন। ইন্দোনেশিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি দেশ হলেও এ মিলিটারি জোটের সদস্য হয়নি। সর্বাধিনায়ক পাকিস্তানের ১৫তম সেনাপ্রধান রাহিল শরীফ। সদস্য হতে পারবে না ইরান, সিরিয়াসহ শিয়া প্রধান দেশ।

→ সৌদি আরব বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পেট্রোল মজুদকারী দেশ

→ পৃথিবীর বৃহত্তম বিমানবন্দর- জেদ্দা, সৌদিআরব (33rd BCS)

www.bdniyog.com

কাতার

কাতার পারস্য উপসাগরীয় একটি উপদ্বীপ। গ্লোবাল ফাইন্যান্স ম্যাগাজিনের মতে বিশ্বের সবচয়ে ধনী দেশ (১৮৯ টি দেশের মধ্যে)। আয়ের প্রধান উৎস হল পেট্রোলিয়াম রপ্তানি (৮৫%)। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু আয়ের দেশ। জনসংখ্যা প্রায় ২৭ লাখ। মুদ্রার নাম রিয়াল। দেশটি স্বাধীন হয় ১৯৭১ সালে। দেশটিতে ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করা হবে।

→ কাতারের সাথে আলোচিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন : কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে মোট ০৭ টি দেশ। ৫ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে সৌদিসহ প্রতিবেশী ৪টি দেশ (মোট ৬টি আরব দেশ ও মালদ্বীপ) কাতারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। দেশগুলো হল- সৌদি আরব, ইয়েমেন, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, লিবিয়া এবং মালদ্বীপ। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য কাতারকে ১৩টি শর্ত দেওয়া হয়।

জর্ডান, ওমান, বাহরাইন

→ ওমানের রাষ্ট্রপ্রধানকে বলা হয়- সুলতান। ১৯৯৬ সালে ওমানের সুলতান কাবুস রাষ্ট্রের 'মৌলিক বিধি' উপস্থাপন করেন। এটিই ওমানের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে বিবেচিত হয়।

→ জর্ডান নদীতে মাছ হয় না।

→ বাহরাইন পারস্য উপসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র। ২০০২ সালে বাহরাইনের মেয়েরা মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম ভোটাধিকার পায়।

সংযুক্ত আরব আমিরাত ও লেবানন

→ আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটি সাতটি স্বাধীন প্রশাসনিক অঞ্চলের একটি ফেডারেশন। যথা- শারজাহ, দুবাই, আবুধাবি, আজমান, ফুজাইরাহ, রাস আল খাইমাহ, উম্ম আল কোয়াইন।

→ লেবানন ১৯৪৩ সালে ফ্রান্সের নিকট হতে স্বাধীনতা লাভ করে।

→ হিজবুল্লাহ : লেবাননের একটি গেরিলা সংগঠন। সংগঠনটির প্রধান শেখ হাসান নাসরুল্লাহ। 'আল মানার' হলো এই গেরিলা গোষ্ঠীর টেলিভিশন চ্যানেলের নাম।

→ লেবাননে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয় মুসলমান সম্প্রদায় থেকে।

তুরস্ক

→ তুরস্ক নিকট প্রাচ্যের একটি দেশ। নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহ- সিরিয়া, লেবানন, ইসরাইল ও ফিলিস্তিন।

→ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অটোমান (কেন্দ্র ছিল তুরস্কে) সাম্রাজ্যের পতন হয়। এর মাধ্যমে ৬২৪ বছরের খেলাফতের অবসান ঘটে।

→ তুরস্কের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কামাল আতাতুর্ক। তিনি তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

→ কামাল আতাতুর্ককে আধুনিক তুরস্কের জনক বলা হয়।

→ অনেকের মতে, এটি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ। দুটি মহাদেশের মধ্যে এটি দেশটি অবস্থিত। তুরস্কের ইস্তানবুল শহরটি দুটি মহাদেশের মধ্যে পড়েছে। ইস্তানবুলের পূর্ব নাম কনস্টানটিনোপল।

→ তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা, মুদ্রার নাম- লিরা।

→ ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরী অবস্থিত তুরস্কে।

→ ইনোসিস : ১৯৭৪ সালে গ্রিসের সমর্থনপুষ্ট সামরিক জান্তা সাইপ্রাসের ক্ষমতায় বসলে তুরস্ক সাইপ্রাসে আগ্রাসন চালায়। সাইপ্রাসকে গ্রিসের সাথে জুড়ে দেয়ার আন্দোলনের নাম ইনোসিস।

→ আনাতোলিয়া : ভূ-মধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী তুরস্কের অন্তর্গত বিশাল মালভূমির নাম আনাতোলিয়া। এটিকে 'এশিয়া মাইনর' বলা হয়।

→ সুলতান সুলেমান (অটোমান বা উসমানীয় খেলাফতের সুলতান) একটি জনপ্রিয় টিভি মেগা সিরিয়াল।

☼ *মধ্য এশিয়া (০৬টি দেশ)*

এশিয়া মহাদেশের বিশাল ভূ-বেষ্টিত (Land Locked) অঞ্চল মধ্য এশিয়া। ঐতিহাসিকভাবে অঞ্চলটি যাযাবর জাতি ও চীনের সিল্ক রোডের সাথে সম্পর্কিত। মধ্য এশিয়ার দেশগুলো এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেলে এ দেশগুলো স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
কাজাখস্তান	নুর সুলতান	তেঙ্গে	কাজাখ, রুশ
কিরগিস্তান	বিশকেক	সোম	কিরগিজ, রুশ
উজবেকিস্তান	তাসখন্দ	সোম	উজবেক
তাজিকিস্তান	দুশানবে	সোমনি	তাজিকি, রুশ
তুর্কমেনিস্তান	আশখাবাদ	মানাত	তুর্কমেন, রুশ
আজারবাইজান	বাকু	মানাত	আজারবাইজানি

→ উপনিবেশ : মধ্য এশিয়ার সবগুলো দেশে উপনিবেশ ছিল ব্রিটেনের। স্বাধীনতা পায় সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট থেকে। CIS ভুক্ত দেশসমূহ স্বাধীনতা পায় রাশিয়ার নিকট থেকে, তবে উপনিবেশ ছিল ব্রিটেনের।

→ কিরগিস্তানে অবস্থিত রাশিয়ার বিমানঘাঁটি- কান্ট।

→ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়- ১৯৯১ সালে।

www.bdniyog.com

→ যুক্তরাষ্ট্রের মনস বিমানঘাঁটি- কিরগিস্তানে।

→ সোভিয়েত ভেঙ্গে নতুন প্রজাতন্ত্র হয়- ১৫টি।

→ আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে বিবাদমান ছিটমহল- নাগার্নো- কারাবাখ। আজারবাইজান মূলত ককেশীয় অঞ্চলের দেশ। এটিকে কেউ ইউরোপ আবার কেউ এশিয়ার দেশ মনে করে। এজন্য একত্রে ইউরেশিয়ান দেশ বলা হয়।

→ সমরখন্দ : উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক নগরী। সম্রাট বাবর এখানে জন্মগ্রহণ করেন। ৩২৯ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার এ নগরী দখল করে নেন।

→ মধ্য এশিয়ার যে দুটি দেশ কাস্পিয়ান সাগরের তীরে- আজারবাইজান ও তুর্কমেনিস্তান।

→ আয়তনে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র- কাজাখস্তান। শিরদরিয়া নদীটি অবস্থিত- কাজাখস্তানে। কাজাখস্তানের রাজধানী নূর সুলতানের পূর্ব নাম- আস্তানা।

→ The Land of Fire নামে পরিচিত- আজারবাইজান।

→ মধ্য এশিয়ার দেশ তুর্কমেনিস্তান ছাড়া সকল দেশ CIS (Commonwealth of Independent States) এর সদস্য।

CIS দেশসমূহ

→ ১৯৯১ সালে আলমাআতা প্রোটকলের মাধ্যমে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন dissolved হলে ১৫টি রাষ্ট্র গঠিত হয়। ১৫টি দেশের মধ্যে ১২টি দেশ একই বছর Belavezha Accords এর মাধ্যমে The Commonwealth of Independent States (CIS) গঠন করার ব্যাপারে সম্মত হয়।

→ ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ সালে ৮টি দেশের নেতা কর্তৃক আলমাআতা প্রোটকলে স্বাক্ষরের মাধ্যমে CIS গঠিত হয়।

→ দুই বছর পর ডিসেম্বর, ১৯৯৩ সালে জর্জিয়া যুক্ত হয়। এরপর আরও দুটো দেশ CIS এর সদস্যভুক্ত হয়।

→ বাল্টিক দেশসমূহ (এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া) CIS এর সদস্যভুক্ত হতে অসম্মত হয়। বাকী ১২টি দেশের মধ্যে ইউক্রেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও পরবর্তীতে তা অনুমোদন করেনি। তুর্কমেনিস্তান সহযোগী দেশ হিসেবে রয়েছে। দক্ষিণ ওশেটিয়া ও আবখজিয়া নিয়ে রাশিয়ার সাথে দ্বন্দ্বে জর্জিয়া ২০০৮ সালে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে বর্তমানে CIS এর সদস্যভুক্ত দেশ ৯টি।

ইউরোপ মহাদেশ

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. ফ্রান্সের মহান সম্রাট নেপোলিয়ানের জীবনাবসান হয়- সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। সম্রাট নেপোলিয়ান ছিলেন ফ্রান্স সাম্রাজ্যের সম্রাট। তিনি ১৮১৫ সালে ওয়াটার লুর যুদ্ধে ব্রিটেনের সাথে পরাজিত হয়ে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হয়।

০২. বেনেলাক্স বলতে যে দেশগুলোকে বোঝায়- বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ। (১৭তম বিসিএস)

০৩. কসোভো নগরীর সাথে সার্বীয়দের স্পর্শকাতর সম্পর্কের কারণ- এর ধর্মীয় ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্মৃতি। (২০তম বিসিএস)

০৪. হেলসিংকি কোন দেশের রাজধানী- ফিনল্যান্ড। (২২তম বিসিএস)

০৫. মাদার তেরেসা জন্মগ্রহণ করেন- আলবেনিয়া/ মেসিডোনিয়া। (২৬তম ও ৩৬তম বিসিএস)

০৬. কোন দেশের মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার পায়- নিউজিল্যান্ড। (২৭তম বিসিএস)

০৭. ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম- ইমানুয়েল ম্যাঁখো। (২৮তম বিসিএস)

০৮. কার্ল মার্ক্স কোন দেশে মৃত্যুবরণ করেন- যুক্তরাজ্য। (৩২তম বিসিএস)

০৯. গ্রীনল্যান্ডের মালিকানা কোন দেশের- ডেনমার্ক। (৩২তম বিসিএস)

১০. জুলিয়াস সিজার বিখ্যাত- রোমান সম্রাট হিসেবে। (৩২তম বিসিএস)

১১. পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি পুনরায় একটি রাষ্ট্র গঠন করে- ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর। (১৩তম বিসিএস)

১২. সামন্তবাদ কোন ইউরোপীয় দেশে সূত্রপাত হয়- ফ্রান্স। (৩৭তম বিসিএস)

১৩. 'লৌহ মানবী' বলে পরিচিত- মার্গারেট থ্যাচার। (২৫তম বিসিএস)

১৪. ব্রিটেনের রাণী কোন কোন দেশের সাংবিধানিক প্রধান- অস্ট্রেলিয়া, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড। (২৬তম বিসিএস)

১৫. মাইকেল এঞ্জেলা কোন দেশের শিল্পী- ইতালি। (২৩তম বিসিএস)

১৬. 'Imperialism, the Highest Stage of Capitalism'– বইটি কার লেখা- ভি আই লেলিন। (৩৮তম বিসিএস)

১৭. অক্টোবর বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন- ভি আই লেলিন। (৩৮তম বিসিএস)

অবস্থান ও সংখ্যা	দেশ
পশ্চিম ইউরোপ (১০টি)	যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, লিচেনস্টাইন, মোনাকো, আয়ারল্যান্ড।
উত্তর ইউরোপ (৫টি)	ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন। [মনে রাখুন : FINDS]

www.bdniyog.com

পূর্ব ইউরোপ (৯টি)	এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রাশিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, ইউক্রেন, মলদোভা, বেলারুশ।
মধ্য ইউরোপ (৫টি)	চেকিয়া, স্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড।
দক্ষিণ ইউরোপ (৮টি)	ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন, মাল্টা, এ্যান্ডোরা, সাইপ্রাস, স্যানম্যারিনো, ভ্যাটিকান সিটি।
বলকান (১১টি)	ক্রোয়েশিয়া, গ্রিস, মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া, মেসিডোনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, বুলগেরিয়া, স্লোভেনিয়া, কসোভো, রোমানিয়া, আলবেনিয়া।

☼ *পশ্চিম ইউরোপ (১০টি দেশ)*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রার নাম	ভাষা
যুক্তরাজ্য	লন্ডন	পাউন্ড	ইংরেজি
জার্মানি	বার্লিন	ইউরো	জার্মান
ফ্রান্স	প্যারিস	ইউরো	ফ্রেঞ্চ
সুইজারল্যান্ড	বার্ন	ফ্রাংক	জার্মান, ফ্রেঞ্চ
নেদারল্যান্ডস	আমস্টারডাম	ইউরো	ইংরেজি, ডাচ
বেলজিয়াম	ব্রাসেলস	ইউরো	ফ্রেঞ্চ, ডাচ
লুক্সেমবুর্গ	লুক্সেমবুর্গ	ইউরো	লুক্সেমবুর্গিস
লিচেনস্টাইন	ভ্যাডুজ	সুইস ফ্রাংক	জার্মান
মোনাকো	মোনাকো	ইউরো	ফ্রেঞ্চ
আয়ারল্যান্ড	ডাবলিন	ইউরো	আইরিশ, ইংরেজি

→ পশ্চিম ইউরোপের সর্ববৃহৎ দেশ ফ্রান্স এবং ক্ষুদ্রতম দেশ মোনাকো (আয়তন- ১.৯৮ বর্গকিলোমিটার)।

→ ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য।

ফ্রান্স

→ ফ্রান্স ভূখণ্ডের প্রাচীন গোত্রের নাম- ফ্রাঙ্ক। ফ্রান্স নামের উৎপত্তি হয়- ফ্রাঙ্ক জাতির নামানুসারে। ১৭৯২ সালে ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

→ ফ্রান্সের স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেন- চার্লস দ্যা গল।

→ ভার্সাই নগরী অবস্থিত- ফ্রান্সে।

→ প্যারিসকে বলা হয়- সিটি অব কালচার।

→ ল্যুভর মিউজিয়াম অবস্থিত ফ্রান্সে।

→ অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত 'পারি' গল্পের নগরীটি ফ্রান্সের।

→ ফ্রান্স 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' আমেরিকাকে উপহার দেয় যুক্তরাষ্ট্রকে।

→ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নাম- এলিসি প্রসাদ। ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডন্টের নাম- ইমানুয়েল ম্যাক্রো (রাজনৈতিক দলের নাম- La Republic En Marche!)

→ ইতালিতে ফ্যাসিজমের প্রবর্তন করেন- মুসোলিনী।

→ আইফেল টাওয়ার- প্যারিসে, উচ্চতা ৩২০ মি. (১০৫০ ফুট)

→ ভার্সেলিসের যুদ্ধে জয়ী হয়- ফ্রান্স।

→ ফ্রান্স পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়- মুরুরোয়া দ্বীপে।

→ ফরাসি বিপ্লবের অগ্রনায়ক ক্লাব- জেকোবিন।

→ সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা- রুশো।

→ শতবর্ষের যুদ্ধ : ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স- এর মধ্যে 'শতবর্ষ ব্যাপী' যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ছিল ১৩৩৭/১৩৩৮- ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধের মূল কারণ ছিল ফ্রান্সের সিংহাসনের উপর ব্রিটিশ রাজাদের দাবি। ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ১৩৩৭ সালে ফ্রান্সের সিংহাসন দাবি করে যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করে এক বড় অংশ দখল করে নেয়। ১৪৫৩ সালে সর্বশেষ যুদ্ধে জোয়ান অব আর্কের বীরত্বের মাধ্যমে ফ্রান্সের জয় হলে শতবর্ষের যুদ্ধের অবসান ঘটে।

→ ফরাসি বিপ্লব

- ব্যাপ্তি : ১৭৮৯-৯৯ খিস্টাব্দ।
- রাজা- ষোড়শ লুই (বিপ্লবের মাধ্যমে পতন), রাণী- আঁতনয়র্তী।
- বিপ্লবের কারণ- জনসাধারণের দু:খ-কষ্টের ব্যাপারে উদাসীনতা।
- বাস্তিল দুর্গ অবস্থিত- ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে।
- বাস্তিল দুর্গ নির্মাণ করেন- পঞ্চম চার্লস।
- বাস্তিল দুর্গ ছিল- স্বৈরাচারী সরকারের জুলুম-নির্যাতনের প্রতীক।
- ১৪ জুলাই, ১৭৮৯- সাধারণ জনগণ বাস্তিল দুর্গ ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করে। ফ্রান্সের স্বাধীনতা দিবস- ১৪ই জুলাই।
- ফরাসি বিপ্লবে শ্লোগান- 'ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও স্বাধীনতা (Fraternity, Equality & Liberty)।

→ লেখনীর মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল- রুশ ও ভলতেয়ার।

→ ফরাসি বিপ্লব যখন তুঙ্গে তখন দৃশ্যপটে হাজির হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের শিশু (লিটল কর্পোরাল নামেও অভিহিত করা হয়) খ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট। ফ্রান্স হতে স্বাধীনতপ্রাপ্ত দেশসমূহ- হাইতি, লেবানন (১৯৪১), ভিয়েতনাম (১৯৪৫), সিরিয়া (১৯৪৬), লাওস, কম্বোডিয়া (১৯৫৩), আইভরি কোস্ট, ক্যামেরুন, মালি, উগান্ডা, সুদান (১৯৬০), কঙ্গো, শাদ, মাদাগাস্কার, সেনেগাল, বেনিনি, আলজেরিয়া।

→ সেন্ট হেলেনা- দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। এটির মালিক যুক্তরাজ্য। এটিকে নিয়ে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এর মাঝে বিরোধ রয়েছে। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়ান বোনাপোর্টকে এ দ্বীপেই নির্বাসন দেয়া হয়। তিনি ১৮২১ সালে এ দ্বীপেই মারা যায়।

→ ইউরো টানেল বা চ্যানেল টানেল : ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকে সংযুক্তকারী সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে। এটি একটি রেল চ্যানেল। ১৯৯২ সালে যাত্রীবাহী ট্রেন ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে প্রথমবারের মত ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর মধ্য দিয়েই শুরু হয় ইউরো টানেল বা চ্যানেল টানেল রেলপথ।

→ **ইয়োলো ভেস্ট আন্দোলন** : ট্যাক্সি চালকদের ব্যবহৃত ইয়োলো ভেস্ট বা হলুদ জ্যাকেট পরে বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নামায় ফ্রান্সে যে আন্দোলন (সূত্রপাত হয় ভেসৌল শহরে) **'ইয়োলো ভেস্ট' বা 'হলুদ জ্যাকেট'** আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়। ১৭ নভেম্বর ২০১৮ থেকে এ আন্দোলন শুরু হয়। ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে দু:খ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণা দেন।

www.bdniyog.com

→ আলোচিত ব্যক্তি :

নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট (১৭৬৯-১৮২১)	নেপোলিয়ান ইতালির কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্সের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৮০৪ সালে সিনেট তাকে 'সম্রাট' উপাধি দেয়। ১৮০৫ সালে তিনি ট্রাফালগারের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৮ জুন ১৮১৫ সালে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে সম্মিলিত মিত্রবাহিনী ওয়াটার লু নামক স্থানে নেপোলিয়ানকে পরাজিত হবার পর তাঁকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। তাকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগে ধীরে ধীরে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা যায়। নেপোলিয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আইন সংস্কার'। তাঁর বিখ্যাত উক্তি- ' ▪ Impossible is a word which is found in a fool's dictionary. (অসম্ভব কথাটি বোকাদের অভিযানের পাওয়া যায়।) ▪ Give me good mother, I will give you good nation. ▪ I am the revolution. (আমিই বিপ্লব) ▪ Ability is nothing without opportunity. ▪ Never interrupt your enemy when he making a mistake. ▪ A leader is a dealer in hope.
চার্লস গল	পুরো নাম চার্লস যোসেফ দ্যা গল । ফরাসি জেনারেল। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের জার্মানি কর্তৃক ফ্রান্সের পতন ঘটলে দ্য গল মুক্তিবাহিনী গঠন করেন এবং ফ্রান্সের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। ফ্রান্সের সাবেক প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৮- ৫৯) এবং প্রেসিডেন্ট (১৯৫৯- ৬৯)। নেপোলিয়ানের পর তাঁকেই মহান ফরাসি মনে করা হয়। তিনি আফ্রিকার উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা প্রদান করেন।
জ্যাঁক রুশো	পুরো নাম জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো। ফরাসি বিপ্লবের অগ্রনায়ক। দার্শনিক রুশোর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কনফেনস', 'The Social Contract'। ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান- 'Liberty, Equality and Fraternity'- এর প্রবক্তা। সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা। তার বিখ্যাত উক্তিসমূহ- ▪ Man is born free, but is eveverywhere in chains. (মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মায়, তথাপি সে সর্বত্র শৃঙ্খলিত)। ▪ The world of reality has its limits; the world of magination is boundless. (বাস্তবতার রাজ্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু কল্পনা সীমাহীন।) ▪ জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
ভলতেয়ার	ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক। 'এসেজ অন মোরালস', স্পিরিট অব নেশনস' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর বিখ্যাত উক্তিসমূহ- ▪ Common sense is not so common. ▪ I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it.
ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁ	ফ্রান্সের ২১ তম প্রেসিডেন্ট। সোশ্যালিস্ট প্রার্থী মিতেরাঁ ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত ফ্রান্সে সাধারণ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট দেস্তাকে পরাজিত করেন।
মন্টেস্কু	বিখ্যাত গ্রন্থ- The Spirit of Law.
চতুর্দশ লুই	বিখ্যাত উক্তি- আমিই রাষ্ট্র।

→ সামন্তবাদের সূত্রপাত ও বিলুপ্ত হয়- ফ্রান্সে।

→ ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে সনেট রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যুক্তরাজ্য

England & Wales	১৫৩৫ এবং ১৫৪২ সালের Laws in Wales Acts এর মাধ্যমে England এবং Wales একত্রিত হয়।
England, Scotland & Wales	Great Britain হল একটি দ্বীপ। ১৭০৭ সালে Acts of Union অনুসারে স্কটল্যান্ড ব্রিটেনের সাথে সংযুক্ত হলে 'Kingdom of Great Britain' গঠিত হয়।
England, Scotland, Wales & Ireland	১লা জানুয়ারি, ১৮০১ সালে 'Acts of Union of Great Britain and Ireland' এর মাধ্যমে হয় 'The United Kingdom of Great Britain and Ireland'
England, Scotland, Wales & Northern Ireland	১৯২২ সালে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড স্বাধীন হয়ে গেলে, দেশটির নাম হয় 'The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK)'

→ গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution) : ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।পৃথিবীর প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত আছে যুক্তরাজ্যে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সরকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

→ শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) : অষ্টাদশ শতাব্দীর (পরীক্ষায় আসে- ১৭৬০) শেষভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। মূলত টেক্সটাইল খাতের বিকাশের মাধ্যমে এ বিপ্লবের সূচনা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস হয়।

→ সংবিধান (Constitution): যুক্তরাজ্যের কোন লিখিত সংবিধান নেই। সনদপত্র (আবেদনপত্র, Petition) এবং অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক ঘটনাবলীর সমন্বয়ে এই সংবিধান গঠিত। এর মধ্যে ম্যাগনাকার্টা, পিটিশন অব রাইটস, বিল অব রাইটস উল্লেখযোগ্য। ব্লাসফেমি আইন যুক্তরাজ্যে প্রথম চালু হয়। 'ব্লাসফেমি' শব্দের অর্থ ধর্মনিন্দা বা ঈশ্বর নিন্দা। ধর্ম বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলার প্রতিরোধে এ আইন করা হয়।

→ **ইউনিয়ন জ্যাক (Union Jack)** : যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকাকে ইউনিয়ন জ্যাক (Union Jack) বা ইউনিয়ন ফ্ল্যাগ (Union Flag) বলা হয়।

→ ভিক্টোরিয়া ক্রস (Victoria Cross) : 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' ব্রিটেনের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব। কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে এ পদক প্রদান করা হয়।

→ সরকার (Government) : রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান; প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান। ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রীকে Chancellor of Ex-Chequer বলা হয়। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদবী 'Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs'.

→ আইনসভা (Parliament) : ব্রিটেনের আইনসভার নাম পার্লামেন্ট। আইনসভা দুই কক্ষবিশিষ্ট (Bi-Cameral)। যথা- হাউস অব লর্ডস (উচ্চ কক্ষ) এবং হাউজ অব কমনস (নিম্নকক্ষ)। ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ভবনের নাম 'Palace of

www.bdniyog.com

Westmnister' বা The Westminster Palace'। এটি লন্ডনের টেমস নদীর তীরে অবস্থিত।

→ **সংসদ নির্বাচন (Parliament Election)** : পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত বৃহস্পতিবারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সরকার গঠনের জন্য পার্লামেন্টের ৬৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ৩২৬ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়।

→ ব্রিটিশ রাজতন্ত্র (British Monarchy) : ইংল্যান্ডের প্রথম রাজা ছিলেন কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেট। ১৬০৩ সালে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের প্রথম রাজা হন ষষ্ঠ জেমস। রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড আমেরিকার একজন বিধবা মহিলা ওয়ালিস স্যাম্পসনকে বিবাহ করেন। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এবং জনগণ স্যাম্পসনকে রানী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এজন্য তিনি ১৯৩৬ সালের ১১ ডিসেম্বর রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন। প্রিন্সেস ডায়ানা ছিলেন প্রিন্স অব ওয়েলথ চার্লস এর প্রথম স্ত্রী। ১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট ফ্রান্সের 'পন্ট ডি আলমা' টানেলে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

→ *যুক্তরাজ্যের রাণী যে দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান* : যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, টুভ্যালু, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনস্টেন অ্যান্ড গ্রানাডাইন, এন্টিগুয়া অ্যান্ড বারমুডা, জ্যামাইকা, গ্রানাডা, বেলিজ, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, পাপুয়া নিউগিনি, বার্বাডোস, বাহামা।

→ ম্যাগনাকার্টা (Magna Carta) : ম্যাগনা কার্টা হলো ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল। ১২১৫ সালের ১৫ জুন ব্যারন ও চার্চের নেতৃবৃন্দ টেমস নদীর তীরে রানিমেড নামক স্থানে রাজা জনের সামনে একটি দলিল বের করে দেন যাতে তিনি সিলমোহর লাগাতে বাধ্য হন। এটিই ম্যাগনা কার্টা। এ দলিলটিকে আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। দলিলে উল্লেখ করা হয়েছিল, বৈধ উপায়ে কর সংগ্রহ করতে হবে, ভয়-ভীতি বা পক্ষপাতিত্ব বর্জন করে সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে, বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা যাবে না।

→ ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে (Westminster Abbey) : রানী প্রথম এলিজাবেথ নির্মিত একটি বিখ্যাত চার্চ হলো ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে। এখানে রাজা-রানীদের সিংহাসন আরোহণের অনুষ্ঠান এবং শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

→ ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা- মহামতি আলফ্রেড। তাঁকে আইনের শাসক বলা হয়।

→ 'ভার্জিন কুইন'- ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথকে।

→ জার্মানির যে রাজা ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন- রাজা তৃতীয় জর্জ।

→ ব্রিটেনের রাজা যিনি একজন সাধারণ মহিলাকে বিবাহ করার জন্য রাজ সিংহাসন হারন- অষ্টম এডওয়ার্ড।

→ নেদারল্যান্ডের যে শাসক ইংল্যান্ডের রাজা হন- উইলিয়াম অব অরেঞ্জ।

→ রানী এলিজাবেথ রানীর পদে অধিষ্ঠিত হন- ২ জুন, ১৯৫৩ সালে।

→ ইংল্যান্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- রবার্ট ওয়ালপোল।

→ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- হেনরী আইসকুইথ ও ডেভিড লয়েড জর্জ।

→ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- চেম্বারলিন, উইন্সটন চার্চিল ও ক্লিমেন্ট এটলি।

→ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটেনের রাণী ছিলেন- ভিক্টোরিয়া।

→ গ্রিনউইচ মান মন্দির অবস্থিত- লন্ডনে (ইংল্যান্ড)।

→ স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়- ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

→ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড : লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান কার্যালয়।

→ ব্রিটিশ মহিলারা ভোটাধিকার লাভ করেন- ১৯১৮ সালে।

→ ব্রেক্সিট প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়- ২৩ জুন, ২০১৬ খ্রি.। ব্রেক্সিট চুক্তি সংগঠিত লিসবন চুক্তির আর্টিকেল-৫০ অনুসারে। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউজ অব কমেন্সে ব্রেক্সিট চুক্তি সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটে পরাজিত হন - ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে। যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ সংক্রান্ত BREXIT বিল আনুষ্ঠানিকভাবে আইনে পরিণত হয় - ২৬ জুন ২০১৮।

→ ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা পায়- ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড। ১৯৬৩ তে স্বাধীনতা পায় – বদ কেমি (বতসোয়ানা, কেনিয়া, মিশর)। ১৯৭১ এ স্বাধীনতা পায় বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত। এছাড়াও ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কিছু দেশ- যুক্তরাষ্ট্র (১৭৭৬), কুয়েত (১৯৬১), শ্রীলঙ্কা (১৯৪৮), ইসরাইল (১৯৪৮), আফগানিস্তান, মায়ানমার (১৯৪৮), কানাডা, মালয়েশিয়া (১৯৫৭), মালদ্বীপ (১৯৬৫), ঘানা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নাইজেরিয়া, জিম্বাবুয়ে।

→ ২২তম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হবে- ২০২২ সালে (বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য)।

→ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিনজন এমপি- রূপা আশা হক, রুশনারা আলী, টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিকী।

→ হারকিউলিস- ইংল্যান্ডের সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিট।

→ যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী- সাজিদ জাভেদ।

→ জিব্রাল্টর দ্বীপ (ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত) নিয়ে বিরোধ- যুক্তরাজ্য ও স্পেনের মধ্যে।

→ Achill Island অবস্থিত আয়ারল্যান্ডে।

→ ব্রিটিশ সরকার গোল্ডেন ভিসা বাতিল করে- ৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে।

→ ট্রাফালগর স্কয়ার : ট্রাফালগার স্কয়ার লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি স্কয়ার। এখানে রাজনৈতিক সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৮০৫ সালে সংঘটিত বিখ্যাত ট্রাফালগারের যুদ্ধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে এ নামকরণ করা হয়।

→ হাইড পার্ক : লন্ডনে অবস্থিত। এটি একটি মঞ্চ। এখানে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে যে কেউ বক্তব্য রাখতে পারে।

→ বিগ বেন : ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উত্তর পাশে অবস্থিত ক্লক টাওয়ারের সুবিশাল ঘণ্টার নাম বিগবেন (Big Ben)। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘড়ি।

→ **বুশ হাইজ** : লন্ডনের কিংসওয়ে শহরের দক্ষিণে ওয়েস্ট মিনিস্টারে অবস্থিত বিবিসির প্রাক্তন কার্যালয়ের নাম বুশ

www.bdniyog.com

হাউজ। অ্যান্ডউইচ এবং দি স্ট্র্যান্ট স্ট্রিটের মাঝামাঝি এর অবস্থান। ভবনটির নামকরণ করা হয়েছে মূলত পরিকল্পনাকারী ইরভিং টি বুশ এর নামানুসারে। ৪ জুলাই, ১৯৩৫ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে লর্ড ব্যালফারের নেতৃত্বে এটি উন্মোচন করা হয়।

→ **মার্লবরো হাউজ :** লন্ডনে অবস্থিত। কমনওয়েলথের সদর দপ্তর।

→ **ইন্ডিয়া হাউজ :** লন্ডনে অবস্থিত। ভারতীয় হাইকমিশনের অফিস।

→ **ফ্লিট স্ট্রিট :** লন্ডনে অবস্থিত। সংবাদপত্র প্রকাশনার জন্য বিখ্যাত।

→ **বাংলা টাউন :** লন্ডনে অবস্থিত। বাঙ্গালি অধ্যুষিত এলাকা।

→ **১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট :** যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ও কার্যালয়ের নাম।

→ **১১ নং ডাউনিং স্ট্রিট :** অর্থমন্ত্রী, যুক্তরাজ্য এর বাসভবন।

→ **ব্রডকাস্টিং হাউস :** লন্ডনের বিবিসি-এর বর্তমান প্রধান কার্যালয়।

→ **হোয়াইট হল :** ব্রিটেনের প্রশাসনিক দপ্তর। এটি কিং হেনরি-৮ এর বাসভবন ছিল।

→ **উইন্ডসর ক্যাসেল/ বাকিংহাম প্যালেস :** যুক্তরাজ্যের রাণীর বাসভবনের নাম।

→ A good face is the best letter of recommendation- Elizabeth-I.

→ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

রাণী এলিজাবেথ	ব্রিটেনের রানী সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রানী এলিজাবেথ ১৯২৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের ২ জুন রানী সিংহাসনে বসেন। রানীর নামে ব্রিটেনের শাসনকার্য পরিচালিত হয় এবং তিনি কমনওয়েলথেরও প্রধান। তিনি এককভাবে কোন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। পার্লামেন্টে গৃহীত সিদ্ধান্তে তিনি স্বাক্ষর করে আইনে পরিণত করেন। কমনওয়েলথ-এর সদস্যভুক্ত ১০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকেও তিনি মনোনীত করেন। ১৯৪৭ সালের ২০ নভেম্বর তাঁর সাথে প্রিন্স ফিলিপের বিয়ে হয়। তিনি ৪ সন্তানের জননী।
স্যার উইন্সটন চার্চিল	ব্রিটেনের রাজনীতিবিদ এবং লেখক। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী (১৯৪০- ১৯৪৫, ১৯৫১- ৫৫) ও রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের নেতৃত্ব দেন। তিনি 'The History of the Second World War' বই– এর জন্য ১৯৫৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ (রাজনীতিবিদ হয়েও) করেন। তার বিখ্যাত উক্তি- 'We shall fight on the beaches'.
মার্গারেট থ্যাচার	মিসেস মার্গারেট থ্যাচার ব্রিটেনের রাজনীতিতে লৌহমানবী হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন ব্রিটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রথম জীবনে রাসায়নিক গবেষণাগারে কাজ করতেন। তাঁর সময়ই ব্রিটেন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফকল্যান্ড যুদ্ধে (১৯৮২) জড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৩ এবং ১৯৮৭ সালের নির্বাচনেও তিনি জয়লাভ করেন।
প্রিন্সেস ডায়ানা	তিনি আলমা ডি টানেলে সুড়ঙ্গপথে প্যারিসে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেনন।

→ সমুদ্রের বধু বলা হয়- গ্রেট ব্রিটেনকে।

→ যুক্তরাজ্যের যুদ্ধবিমান : টর্নেডো, জেভলিন, গ্রেব, টাইফুন, হান্টার, হারিকেন, হর্ন, গ্লাডিয়েটন, ক্যামেরুন।

জার্মানি

→ আধুনিক জার্মানির জনক- অটো ভন বিসমার্ক (তাঁকে বলা হয় 'Man of Blood & Iron'। তিনি বলেন- 'এটাও ইতিহাসের শিক্ষা যে, কেউই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না'। তিনি জার্মানির ঐক্যকরণের জন্য বিখ্যাত। জার্মানির প্রাচীন রাজাদের বলা হয় কাইজার। জার্মানির-

রাষ্ট্রপ্রধানকে বলা হয়	রাষ্ট্রপতি
সরকার প্রধানকে বলা হয়	চ্যান্সেলর

→ কিয়েল, এলক ট্রেড, প্রিন্সেস জুলিয়ানা খাল অবস্থিত- জার্মানিতে। রাইন, দানিয়ুব নদী প্রবাহিত হয়েছে।

→ পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন- জার্মানি। পুরো নাম জোসেপ এ্যালয়সিয়াস রেটজিঙ্গার। জন্ম ১৯২৭ সালে।

→ দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা Transparency International এর সদর দপ্তর- জার্মানির বার্লিনে।

→ ব্যাভারিয়া স্বাধীনতাকামীরা- জার্মানির।

→ **বার্লিন প্রাচীর :** ১৯৮৯ সালের ঘোষণার পর এটি ভেঙ্গে দেয়া হয় ১৯৯০ সালের ১৩ জুন। এটি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৩ আগস্ট, ১৯৬১ সালে। দুই জার্মানি একত্রিত হয় ১৯৯০ সালের ৩রা অক্টোবর। (সূত্র : দি নিউইয়র্ক টাইমস)। বার্লিন দেয়ালে নির্মিত গেটের নাম- ব্যান্ডেড গেট। বার্লিন প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল ১৫৫ কিলোমিটার।

→ **নুরেমবার্গ ট্রায়াল :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধী জার্মানকে বিচার করার জন্য মিত্রশক্তির গঠিত ট্রাইব্যুনাল। নভেম্বর, ১৯৪৫ সালে বিচারকার্য শুরু হয়।

→ **এডলফ হিটলার** - অস্ট্রীয় বংশোদ্ভূত জার্মান রাজনীতিবিদ। যিনি 'ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি'র নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৩- ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন। হিটলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে ভাইমার প্রজাতন্ত্রে নাৎসি বাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করেন। হিটলারের পরিকল্পনায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। ইহুদি নিধনের এই ঘটনা ইতিহাসে 'হলোকাস্ট' নামে পরিচিত। তিনি সস্ত্রীক ফিউরার বাংকারে আত্মহত্যা (৩০ এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে) করেন। হিটলার রচিত বই –এর নাম 'মেইন ক্যাম্প', 'নাৎসি মেনিফেস্টো'। তিনি ১৯৩৩ সালে 'গেস্টাপো' নামে এক গোপন পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। তার বিখ্যাত উক্তি- 'যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সার্বজনীন' (২০তম বিসিএস)। তাঁর নীতি ছিল- 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক নেতা'। নাৎসি আন্দোলন প্রথম শুরু হয় মিউনিখ শহর থেকে।

→ কার্ল মার্কস : জার্মান দার্শনিক 'Das Capital' বইয়ের লেখক। মার্কসবাদের প্রবক্তা এই সমাজবিজ্ঞানী ১৮৮৩ সালে ইংল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করেন। (৩১তম বিসিএস)

→ অ্যাঞ্জেলিনা মার্কেল : জার্মানির ক্ষমতাসীন দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের (CDU) প্রধানের পদ থেকে সরে গেছেন অ্যাঞ্জেলা মার্কেল (জার্মানির প্রথম মহিলা

www.bdniyog.com

চ্যান্সেলর)। ৭ ডিসেম্বর ২০১৮ আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় প্রধানের পদবী ছাড়েন মার্কেল। ধর্মযাজকের কন্যা থেকে তিনি হয়ে উঠেন ইউরোপের সম্রাজ্ঞী। তিনি ১৯৫৪ সালে জার্মানির হামবুর্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'জার্মানির রানি' হিসেবে পরিচিত হন। পরপর চার মেয়াদে দেশটির চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তিনি দলের দায়িত্ব এখন ছাড়লেও তার চতুর্থ মেয়াদ শেষ করবেন ২০২১ সালে।

→ **আলবার্ট আইনস্টাইন** : একজন জার্মান ইহুদী নোবেল বিজয়ী (আলোক তড়িৎক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ১৯২১ সালে এই পুরস্কার লাভ করেন) পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি তাঁর $E = mc^2$ সূত্রের জন্য বিখ্যাত। তিনি মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারণা দেন।

→ ITLOS- International Tribunal for the law of the Sea সালিশি আদালত জার্মানির হামবুর্গে। এটি ২০১২ সালে ১৪ই মার্চ বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমার চূড়ান্ত রায় প্রদান করে।

→ ফ্রাঙ্কফুট : এতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর অবস্থিত। এই নগরীতে বিশ্বের বৃহত্তম বই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

→ জার্মানি বিশ্বকাপ ফুটবলের শিরোপা অর্জন করে- ৪ বার।

→ জার্মানি যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পরই চতুর্থ বহত্তম অর্থনীতির দেশ।

→ ব্ল্যাক ফরেস্ট অবস্থিত- জার্মানিতে।

→ ফ্রিডরিশ নিৎসে, ইয়োহান ভোলফংগা, টমাস মান- জার্মান সাহিত্যের দিকপাল।

→ পূর্ব জার্মানী ও পোল্যান্ডের সীমানা নির্ধারক নদী- ওডারনীস নদী। (১১তম বিসিএস)

সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম

→ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যাদের সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডে

অবস্থান	সংস্থার নাম
জেনেভা	ICRC, ILO, WHO, WTO, ISO, WIPO, IPU, ITU, UNHCR (৩৮তম বিসিএস), UNITA, UNRISD, Red Cross, UNCTAD, ITC.

→ সুইজারল্যান্ডকে বলা হয় ইউরোপের ক্রীড়াঙ্গন। জেনেভাকে বলা হয়- সম্মেলনের শহর।

→ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সইজারল্যান্ডের মর্যাদা- নিরপেক্ষতা।

→ CAS অবস্থিত- লোসান, সুইজারল্যান্ড।

→ নেদারল্যান্ডসের অধিবাসীদের- ডাচ বলা হয়। ডাচদের রাজকীয় রঙ বিবেচিত হয়- কমলা।

→ প্রিন্স প্যালেস : নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে অবস্থিত। এটি আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর।

→ PCA (Permanent Court of Arbitration)- স্থায়ী সালিসি আদালত অবস্থিত নেদারল্যান্ডসের 'দি হেগ' শহরে। এই আদালত ২০১৪ সালের ৭ জুলাই ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিজয়ের রায় প্রদান করে। এই বিজয়ের ফলে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা হয় ১১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার।

→ ওয়াটার লু : অবিস্থত বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে। ১৮১৫ সালে ওয়াটার লু যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং নেপোলিয়ন পরাজিত হয়।

→ NATO, European Commission এর সদর দপ্তর অবস্থিত- ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।

→ বেলজিয়ামকে বলা হয়- ইউরোপের সমরক্ষেত্র/ইউরোপের ককপিট। এটিকে বলা হয় ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বাফার স্টেট।

লিচেনস্টাইন, মোনাকো, আয়ারল্যান্ড

→ লিচেনস্টাইন একটি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র এবং ইউরোপের চতুর্থ ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র।

→ পশ্চিম ইউরোপের ক্ষুদ্রতম দেশ মোনাকো (আয়তন- ১.৯৮ বর্গকিলোমিটার)।

→ আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীদের বলা হয়- আইরিশ।

→ পান্না দ্বীপ অবস্থিত- আয়ারল্যান্ডে।

→ ক্রিকেট খেলায় সর্বশেষ টেস্ট স্ট্যাটাস পায়- আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড।

→ IRA- Irish Republican Army- আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিবাহিনী।

→ IRA এর প্রধান রাজনৈতিক শাখা ছিল- Sinn-Fein (সিন ফেইন)।

→ ১৯২২ (আইন কার্যকরের পর) সালে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড স্বাধীন হয়ে গেলে, UK এর নাম হয় 'The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK)'

→ বেলফাস্ট চুক্তি

- চুক্তি সংগঠিত হয়- ১০ এপ্রিল, ১৯৯৮ সালে।
- পক্ষসমূহ : ব্রিটেন আয়ারল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ড।
- উত্তর আয়ারল্যান্ডের শান্তির জন্য একটি মাইলফলক।

↗ পশ্চিম ইউরোপের উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, ফ্রান্স	ছিল না
মোনাকো, লুক্সেমবুর্গ	ফ্রান্স
আয়ারল্যান্ড	যুক্তরাজ্য
বেলজিয়াম	নেদারল্যান্ডস
লিচেস্টাইন	জার্মানি
সুইজারল্যান্ড	রোমান সাম্রাজ্য

☼ *পূর্ব ইউরোপ (৯টি দেশ)*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
এস্তোনিয়া	তাল্লিন	ক্রোন	এস্তোনিয়ান
লাটভিয়া	রিগা	লাটস	লাটভিয়ান
লিথুয়ানিয়া	ভিলনিয়াস	লিতাস	লিথুয়ানিয়ান
রাশিয়া	মস্কো	রুবল	রুশ
জর্জিয়া	তিবলিসি	লারি	আবখাজ
আর্মেনিয়া	ইয়েরেভান	ড্রাম	আর্মেনিয়ান
ইউক্রেন	কিয়েভ	রিভনিয়া	ইউক্রেনিয়ান
মলদোভা	চিসিনাউ	লিউ	মলদোভান
বেলারুশ	মিনস্ক	রুবল	বেলারুশান, রুশ

www.bdniyog.com

ALL রাজা আর্মেনিয়া ও ইউক্রেনে মলা, বেল বিক্রি করে।
ALL (এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া), রাজা (রাশিয়া, জর্জিয়া), আর্মেনিয়া, ইউক্রেন, মলা- মলদভিয়া, বেল- বেলারুশ।

→ জর্জিয়ার ভাষা আবখাজ এবং রাশিয়ার ভাষা রুশ। এছাড়া সকল দেশের ভাষা জাতিগোষ্ঠীর নামানুসারে।

→ উপনিবেশ : পূর্ব ইউরোপের ৯টি দেশই সোভিয়েত ইউনিয়নের (USSR) উপনিবেশ ছিল।

→ বাল্টিক ন্যাশন : বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী ০৩টি দেশকে বাল্টিক রাষ্ট্র বলা হয়। যথা- এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া। মনে রাখুন : ALL.

→ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন : ১৯৯১ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে মোট ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। ৯টি পূর্ব ইউরোপ এবং ৬টি মধ্য এশিয়ার দেশ। যথা- এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রাশিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, ইউক্রেন, মলদোভা, বেলারুশ, কাজাকিস্তান, কিরগিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং আজারবাইজান।

রাশিয়া

→ পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক এবং আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশের নাম- সোভিয়েত ইউনিয়ন।

→ রাশিয়ার প্রথম সম্রাটের নাম- পিটার দি গ্রেট। রাশিয়ার সম্রাটদের বলা হতো- জার

→ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার বলা হয়- পিটার দি গ্রেট, ফ্রেডরিক দি গ্রেট, ক্যাথারিন দি গ্রেট।

→ রুশ-জাপান যুদ্ধ সংগঠিত হয়- ১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে।

→ যুদ্ধবিমান : মিগ- ২৯, মিগ- ২১, Sukhoi su-47, ইয়াক- ১৩০।

→ RS-28 Sarmat বা শয়তান–২ হল রাশিয়ার তৈরি পৃথিবীর সবেচেয়ে শক্তিশালী ও প্রাণঘাতী ক্ষেপণাস্ত্র। ২৬ অক্টোবর, ২০১৭ রাশিয়া এ শক্তিশালী অন্তঃমহদেশীয় পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্রটির সফল পরীক্ষা চালায়।

→ শব্দের চেয়ে ১০ গুণ বেশি গতিসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র (Kh-47M2 Kinzhal) তৈরি করেছেন রাশিয়া। রাশিয়ার অস্ত্রটিকে Dooms Day Weapon বা 'ধ্বংসের অস্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়।

→ Avangard, Kinzhal রাশিয়ার তৈরি ০২ (দুই)টি ক্ষেপণাস্ত্রের নাম।

→ বিশ্বে প্রথম ভাসমান পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করেছে - রাশিয়া

→ বিশ্বকাপ ফুটবলের ২১তম আসর ১৫'জুন থেকে ১৫'জুলাই ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়- রাশিয়া। (মাসকট ছিল : ZABIVAKA)

→ পুতিন চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন (মেয়াদ শেষ হবে: ২০২৪ সালে)। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ- ৬ বছর। তাঁর রাজনৈতিক দলের নাম ইউনাইটেড রাশিয়া।

→ রাশিয়ার সংবাদ সংস্থার নাম- তাস।

→ ২০১৮ সালে কৃষ্ণ সাগর ও অ্যাজোভ সাগরের সংযোগকারী কার্চ প্রণালি থেকে ইউক্রেনের নৌবাহিনীর তিনটি জাহাজ জব্দ করার প্রেক্ষাপটে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

→ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ : ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত তুরস্কের সাথে রাশিয়ার মধ্যে এ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষে যোগ দেয়। ১৮৫৬ সালে প্যারিসে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া তুরস্কের হাতে কিছু এলাকা ছেড়ে দেয়। যুদ্ধের চেয়ে রোগে বেশি সৈন্যের মৃত্যু হয়। অপ্রতুল চিকিৎসা সেবার মাঝে এগিয়ে আসেন 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল' (ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন)। এজন্য তাঁকে 'লেডি উইথ দি ল্যাম্প' বলা হয়। তিনি আহতদের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন।

→ রুশ বিপ্লব : ১৯১৭ সালে সংগঠিত ০২টি বিপ্লবের (মিলিত নাম রুশ বিপ্লব। এটি সংগঠিত হয় রাশিয়ার পেট্রোগ্রাডে। এই বিপ্লবকে অক্টোবর বিপ্লব (৩৮তম বিসিএস)/ বলশেভিক বিপ্লব/নভেম্বর বিপ্লব নামেও অভিহিত করা হয়। সাড়া জাগানো এ বিপ্লবের স্থায়িত্ব ছিল ১০ দিন। রাশিয়ার সর্বশেষ রাজার নাম- দ্বিতীয় জার নিকোলাস। জার রাজাদের পতন ঘটে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে। জারের আমলে রাশিয়ার সামরিক শক্তির প্রতীক ছিল- ঈগল।

→ ভি আই লেলিন : রুশ বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন ভ্লাদিমির ইলিস উলিয়ানভ লেলিন (ভি আই লেলিন)। Imperialism, the highest stage of Capitalism (৩৮তম বিসিএস), The Development of Capitalism in Russia, Left-Wing, Communism: An Infantile Disorder গ্রন্থসমূহের লেখক- ভি আই লেলিন। লেলিনের মরদেহ এখনও সংরক্ষিত আছে মস্কোর লেলিন যাদুঘরে।

→ ক্রিমিয়া যেভাবে রাশিয়ার হলো : ১৬ মার্চ ২০১৪ সালে ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত গণভোটে ৯৬.৬০ শতাংশ ভোটার রাশিয়ার সাথে একীভূত হয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দেয়। ক্রিমিয়ায় এখন রুশশাসিত দুটি নতুন প্রশাসনিক অঞ্চল হলো ক্রিমিয়া এবং বন্দরনগর সেভাস্তোপোল।

→ মিখাইল গর্বাচেভ : ১৯৮৫ সালে ক্ষমতায় আসেন। ১৯৯০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। 'অভিন্ন ইউরোপীয় বাসভূমি' বা 'অখন্ড ইউরোপ' ধারণার প্রবক্তা। দেমোক্রাইতিজাতসিয়া (গণতন্ত্রায়ন) কর্মসূচিগুলো চালু করেন। 'উস্কোরেনিয়ি (অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা) কর্মসূচিগুলো চালু করেন। তিনি CIS (Commonwealth of Independent States) গঠন করেন। NATO গঠনের কারণে গঠিত হওয়া ওয়ারশ জোট ভেঙ্গে দেন। গর্বাচেভের আমলে রাশিয়া ভেঙ্গে যায় এবং জার্মানিতে বার্লিন দেয়ালের পতন হয়। ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১ আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘোষণা হয়। ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১ সালে রুশ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ। মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতায় এসে পেরেস্ত্রইকা (পুনর্গঠন), গ্লাসনস্ত (খোলাদ্বার), দেমোক্রাইতিজাতসিয়া (গণতন্ত্রায়ন) ও উস্কোরেনিয়ি (অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা) নামক একের পর এক কর্মসূচিগুলো চালু করতে থাকেন। বিশ্লেষকরা মনে

www.bdniyog.com

করেন, এসব কর্মসূচির পরিণতিতেই ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়।

→ গ্লাস্তনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা :

- গ্লাস্তনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা নীতি গৃহীত হয় ১৯৮৫ সালে।
- উভয়টিই কার্যকর হয়- ১৯৮৮ সালে।
- মিখাইল গর্বাচেভ 'গ্লাসনস্ত' সংস্কার কর্মসূচির ধারণা নেন চীনা প্রেসিডেন্ট দেং জিয়াও পিং থেকে।
- গ্লাস্তনস্ত ছিল খোলামেলা আলোচনা (১৪তম বিসিএস) বা মত প্রকাশের নীতি, যার ফলে সমাজতন্ত্রের পতন হয়।
- পেরেস্ত্রৈকা হল পুনর্গঠন ও সংস্কার প্রশ্নে নেয়া, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন।

→ উইন্টার প্যালেস : রাশিয়ার মস্কোতে অবস্থিত। এটি রাশিয়ার জার শাসকদের শীতকালীন অবকাশযাপন কেন্দ্র।

→ ক্রেমলিন : ক্রেমলিন বলতে মস্কো ক্রেমলিনকে বোঝানো হয় যা রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির দাপ্তরিক বাসভবন।

→ ভারখয়ানস্ক : সাইবেরিয়ান অঞ্চলে অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে শীতলতম স্থান।

→ ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ : ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ একটি রেলওয়ে নেটওয়ার্ক যা মস্কোকে রাশিয়ার পূর্বাঞ্চল গ্রেট সাইবেরিয়ার সাথে যুক্ত করেছে। মঙ্গোলিয়া, চীন এবং উত্তর কোরিয়ায় এই রেলপথের সংযোগকারী শাখা আছে। ব্রডগেজ এই রেলপথটির দৈর্ঘ্য ৯২৮৯ কিলোমিটার। এশিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ অংশ সাইবেরিয়ার পূর্ব-পশ্চিমে এটা প্রলম্বিত। ১৯১৬ সাল থেকে এটি মস্কোকে ভ্লাদিভস্টোকের সাথে যুক্ত করেছে।

→ ভ্লাদিভস্টক : রাশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি শহর।

→ শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ : জাপান সাগরে অবস্থিত। বিরোধ রয়েছে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে।

→ কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ : প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। জাপান ও রাশিয়ার মাঝে বিরোধ।

→ চেচনিয়া : রাশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। এর রাজধানীর নাম গ্রোজনি। এটি রাশিয়া থেকে স্বাধীন হতে চায়। এটি ককেসাস অঞ্চলে অবস্থিত।

→ ৫০০ দিনের প্ল্যান : এই সময়ের মধ্যে রাশিয়ায় বাজার অর্থনীতি চালু করা।

→ সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের জোসেফ স্ট্যালিন।

→ রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৯১৭-১৯২২ খ্রিস্টাব্দে।

→ COMECON- The Council of Mutual Economic Assistance. এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের কারণে রাশিয়ার নেতৃত্বে সৃষ্ট অর্থনৈতিক জোট যা কার্যকর থাকে ১৯৪৯-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

→ ইউরোপের দীর্ঘতম নদীর নাম ভলগা যা রাশিয়ায় অবস্থিত।

→ তৈগা রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত একটি অরণ্য।

এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া

→ বাংলাদেশের সংসদ ভবনের স্থপতি লুই আই কানের জন্ম এস্তোনিয়ায়।

→ এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়াকে একত্রে বাল্টিক রাষ্ট্র বলা হয়। এই দেশগুলো বাল্টিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত।

→ এ দেশ তিনটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া

→ নাগার্নো-কারাবাখ হলো- আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যবর্তী একটি করিডোর।

→ জর্জিয়া-আর্মেনিয়া-আজারবাইজান নিয়ে ট্রান্স ককেশিয়ান অঞ্চল গঠিত।

→ জর্জিয়ায় ২০০৩ সালে রোজ বিপ্লব সংগঠিত হয়।

→ দক্ষিণ ওশেটিয়া : এর রাজধানী তাশকিন ভ্যালী। এটি জর্জিয়া থেকে পৃথক হয় ১৯৯১ সালে। রাশিয়া এটিকে অনুমোদন দেয় ২৬ শে আগস্ট, ২০০৮ সালে। দক্ষিণ ওশেটিয়া ইস্যুতে রাশিয়াকে জি- ৭ থেকে বাদ দেয়া হয়।

ইউক্রেন, মলদোভা, বেলারুশ

→ ইউক্রেনে ২০০৪ সালে ওরেঞ্জ বিপ্লব সংঘটিত হয়।

→ ক্রিমিয়া ইউক্রেনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় রাশিয়া ২০১৪ সালে। এর পর থেকেই দু দেশের সম্পর্কে অবনতি ঘটে। অ্যাজভ সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগরে যাওয়ার একটি পথ ক্রিমিয়ার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া কার্চ প্রণালি। এ কারণেই এ পথটি রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া দেশটির সশস্ত্র বাহিনীকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে লড়াই করতে হচ্ছে। প্রতিবেশী দেশ দুটির সম্পর্কের অবনতির কারণ হিসেবে এগুলোকেই উল্লেখ করছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছাত্ররা।

→ মলদোভা পূর্ব ইউরোপের একটি স্থল বেষ্টিত দেশ।

→ হোয়াইট রাশিয়া বলা হয়- বেলারুশকে।

☼ *মধ্য ইউরোপ (০৫টি দেশ)*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
চেক প্রজাতন্ত্র	প্রাগ	ক্রোনা	চেক
স্লোভাকিয়া	ব্লাটিস্লাভা	ইউরো	শ্লোভাক
অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	ইউরো	জার্মান
হাঙ্গেরি	বুদাপেস্ট	ফরিন্ট	হাঙ্গেরিয়ান
পোল্যান্ড	ওয়ারশ	জলোটি	পোলিশ

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
চেকিয়া, স্লোভাকিয়া	চেকোস্লোভাকিয়া
অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি	রোমান সাম্রাজ্য
পোল্যান্ড	রাশিয়া

অস্ট্রিয়া

→ প্রথম পোস্টকার্ড চালু করে- অস্ট্রিয়া।

→ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা যে শিল্পের জন্য বিখ্যাত- অস্ট্রিয়া।

→ হিটলার জন্মগ্রহণ করেন- অস্ট্রিয়ায়।

www.bdniyog.com

→ কুর্ট ওয়াল্ডহেইম (Kurt Waldheim) ছিলেন জাতিসংঘের চতুর্থ মহাসচিব (১৯৭২- ১৯৮১)। অস্ট্রিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৬৮- ৭০) এবং প্রেসিডেন্ট (১৯৮৬- ১৯৯২) ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জার্মান বাহিনীকে সহায়তা করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

→ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ : অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ ২৮শে জুন বসনিয়া- হার্জেগোভিনার সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজকে হত্যা। যার ফলে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী ২৮শে জুলাই যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

→ ভিয়েনা কনভেনশন : কূটনৈতিক অধিকার, দায়মুক্তি ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে কোন জটিল প্রশ্নের উদ্ভব ঘটলে প্রচলিত প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে সমাধানের সুযোগ রেখে ১৯৬১ সালের ১৮ এপ্রিল ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের কূটনৈতিক আদান-প্রদান ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে ভিয়েনার কূটনৈতিক সম্পর্কের কনভেনশন স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তির ৫৩টি ধারা রয়েছে।

→ অস্ট্রিয়ায় অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর :

অবস্থান	প্রতিষ্ঠানের নাম
ভিয়েনা	IAEA, OPEC, UNIDO.

চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া

১৯১৮-১৯৯২ সাল পর্যন্ত চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। ১৯৯৩ সালে চেকোস্লোভাকিয়া ভেঙ্গে চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া নামে দুটি রাষ্ট্র হয়।

হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড

→ ওয়ারশ প্যাক্ট : স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় ও মধ্য ইউরোপের কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত প্রতিরক্ষা চুক্তি। ওয়ারশ চুক্তি মূলত ১৯৫৪ সালের প্যারিস চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে ন্যাটো (১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল গঠিত হয়) এর সাথে পশ্চিমা বাহিনীর একত্রীকরণের প্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক প্রতিক্রিয়া ছিল। ওয়ারশ জোট গঠিত হয় ১৪মে, ১৯৫৫ সালে এবং বিলুপ্ত হয় ১৯৯১ সালে।

→ ওয়ারশ জোটের সদর দপ্তর ছিল- ওয়ারশ, পোল্যান্ড।

→ অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য : একটি দ্বৈত রাজত্ব বা দ্বৈত রাষ্ট্রকে বোঝায়। ১৮৬৭ সাল থেকে ১৯১৮ সাল তথা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত মধ্য ইউরোপে একটি সম্মিলিত রাজত্ব হিসেবে এই দ্বৈত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। এই দ্বৈত রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল ভিয়েনা।

☼ *উত্তর ইউরোপ (০৫টি দেশ)*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
ফিনল্যান্ড	হেলসিংকি	ইউরো	ফিনিশ, সুইডিশ
আইসল্যান্ড	রিকজাভিক	ক্রোনা	আইসল্যান্ডিক
নরওয়ে	অসলো	ক্রোন	নরওয়েজিয়ান
ডেনমার্ক	কোপেনহেগেন	ক্রোন	ড্যানিশ
সুইডেন	স্টকহোম	ক্রোনা	সুইডিশ

→ কৌশলে মনে রাখুন দেশসমূহ- FINDS.

চিত্র : স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও বাল্টিক অঞ্চল

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
সুইডেন, ডেনমার্ক	ছিল না
ফিনল্যান্ড	রাশিয়া
নরওয়ে	সুইডেন
আইসল্যান্ড	ডেনমার্ক

→ স্ক্যান্ডিনেভিয়া হলো উত্তর ইউরোপের তিনটি দেশ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের জন্য দেয়া নাম। এদের মধ্যে নরওয়ে ও সুইডেন স্ক্যান্ডিনেভীয় উপদ্বীপ গঠন করেছে। দেশ তিনটি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক থেকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। কখনো কখনো ফিনল্যান্ডকেও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অংশ মনে করা হয়, যদিও বাকী দেশগুলির সাথে ফিনল্যান্ডের কোন ভাষাগত সাদৃশ্য নেই। অধুনা উত্তর ইউরোপের পাঁচটি দেশ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডের জন্য নর্ডীয় রাষ্ট্রসমূহ পরিভাষাটি বেশি ব্যবহৃত হয়। (সূত্র: উইকিপিডিয়া)

→ ইউরোপের সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশের নাম- আইসল্যান্ড। আইসল্যান্ডকে বলা হয়- আগুনের দ্বীপ।

→ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের নগরীর নাম- হ্যামারফাস্ট, নরওয়ে। নরওয়েকে নিশীথ সূর্যের দেশ/ধীবর (মৎস্যজীবীদের দেশ) দেশ বলা হয়। নরওয়ে শব্দের অর্থ- উত্তরের দেশ।

→ 'কুইসলিং' শব্দের অর্থ- বিশ্বাসঘাতক। 'ভিদকুন কুইসলিং' নরওয়েবাসী হয়েও হিটলারের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন।

→ গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা- ডেনমার্কের।

→ স্কাইডো নামক মোটর সাইকেল টানার জন্য কুকুর ব্যবহার করেন- গ্রিনল্যান্ডের ইস্কিমোরা।

www.bdniyog.com

→ ১৯০১ সাল থেকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ পুরস্কারের মনোনয়ন দেন 'নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি'। হেনরি কিসিঞ্জার এবং লি ডাক থো কে নোবেল পুরস্কার প্রদানের জন্য এ কমিটি ব্যাপক সমালোচিত হয়। হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭৩ সালে উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম শান্তি আলোচনা এবং সেখান থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের প্রেক্ষাপটে এ পুরস্কার লাভ করেন।

→ ইগলু নামে ক্ষণস্থায়ী বাসগৃহ তৈরি করেন- ইস্কিমোরা। তারা বরফের উপর চলার জন্য স্কাইডো নামক মোটর সাইকেল ব্যবহার করেন।

→ বিশ্বের প্রাচীনতম পতাকা- ডেনমার্কের জাতীয় পতাকা 'ডেনব্রুপ'। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহোগেন- জিল্যান্ড দ্বীপে। ডেনমার্ক হলো- বাইসাইকেলের শহর।

→ হাজার দ্বীপের দেশ বলা হয়- ফিনল্যান্ডকে। ইউরোপের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিনল্যান্ডের নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে।

→ 'ভলভো'- সুইডেনের বিখ্যাত গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি।

→ পৃথিবীর কল্যাণ রাষ্ট্র বলা হয়- সুইডেনের স্টকহোমকে।

→ ডেনিশ প্রণালী : ডেনিশ প্রণালী বাল্টিক সাগর এবং উত্তর সাগরকে সংযুক্ত করেছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জলরাশি। পূর্বে ডেনিশ প্রণালী ডেনমার্কের অভ্যন্তরীণ জলসীমা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, ১৮৫৭ সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনে এটিকে আন্তর্জাতিক জলসীমা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তেল পরিবহন ও চেক পয়েন্ট বসানোর সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রণালীটি বেশ আলোচিত। (সূত্র: উইকিপিডিয়া)

→ প্রথম বারের মতো বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণ করে- আইসল্যান্ড।

→ **ড. আলফ্রেড নোবেল** : ড. আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল সুইডিশ রসায়নবিদ ও ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। ২৭ নভেম্বর, ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনি তাঁর উপার্জিত সম্পদ মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণে ব্যয় করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রদানকৃত তহবিলের অর্থমূল্য সেসময়ে ছিল প্রায় SEK ৩১ মিলিয়ন। (Source: https://nobelprize.org/nobel)

☼ দক্ষিণ ইউরোপ (০৮টি দেশ)

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
ইতালি	রোম	ইউরো	ইতালিয়ান
পর্তুগাল	লিসবন	ইউরো	পর্তুগিজ
স্পেন	মাদ্রিদ	ইউরো	কাটালান
মাল্টা	ভেলেটা	ইউরো	মাল্টিজ
অ্যান্ডোরা	অ্যান্ডোরা লা ভিলা	ইউরো	কাটালান
সাইপ্রাস	নিকোশিয়া	ইউরো	গ্রিক
স্যানম্যারিনো	স্যানম্যারিনো	ইউরো	ইতালিয়ান
ভ্যাটিকান সিটি	ভ্যাটিকান সিটি	ইউরো	ইতালিয়ান

মনে রাখুন : ইপসম কোম্পানি অ্যাস (ছাই) সাপ্লাই করে ভ্যাটিকানে। ইপসম- (ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন, মাল্টা), অ্যাস- (অ্যান্ডোরা, সাইপ্রাস), সাপ্লাই- স্যানম্যারিনো, ভ্যাটিকান সিটি।

→ **উপনিবেশ :**

দেশের নাম	উপনিবেশ
পর্তুগাল, স্পেন, ইতালি	ছিল না
মাল্টা ও সাইপ্রাস	যুক্তরাজ্য
স্যানম্যারিনো	রোমান সাম্রাজ্য
ভ্যাটিকান সিটি	ইতালি

→ দক্ষিণ ইউরোপের সবগুলো দেশের মুদ্রার নাম- ইউরো।

স্পেন

→ বাস্ক জনগোষ্ঠী যে দেশের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী- স্পেন।

→ ১৭২৫ সালে বিশ্বের প্রাচীনতম রেস্তোরা চালু হয়েছিল- স্পেনের মাদ্রিদ শহরে। রেস্তোরার নাম কাসা বোতিল।

→ **কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন** : কাতালোনিয়া স্পেনের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ। রাজধানীর নাম বার্সেলোনা, যা স্পেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এর চারটি প্রধান শহর হলো বার্সেলোনা, জিরোনা, লেইদা ও তারাগোনা। ২০১৪ সালে গৃহীত এক গণভোটে দেখা যায় কাতালোনিয়ায় শতকরা ৯২ ভাগ মানুষ একটি সতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে। ২০১৭ সালের ৯ জুন তারা ঘোষণা করে যে, ১ অক্টোবর, ২০১৭ স্বাধীনতার পক্ষে চূড়ান্ত গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। স্পেনের সাংবিধানিক আদালত পরিকল্পিত গণভোটকে বেআইনি ঘোষণা করে। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ঘোষিত গণভোটের ১১ দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সিভিল গার্ড বাহিনী গণভোটের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করে। কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কার্লোস পুজদেমন।

→ রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা স্পেনের দুটি বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব। লা লিগা ফুটবলের সাথে জড়িত। সর্বাধিক লা লিগা জয়ী ফুটবল ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। সর্বোচ্চ গোল করেন- লিওনেল মেসি।

→ কর্ডোভা, গ্রানাডা দুইটি স্পেনের ঐতিহাসিক স্থান।

→ তারিক বিন যিয়াদ অষ্টম শতকের শুরুর দিকে স্পেন বিজয় করে। 'স্পেন বিজয়ী কাব্য' মহাকাব্য রচনা করেন ঈসমাইল হোসেন সিরাজী।

→ পাবলো পিকাসো একজন স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী। তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্ম- গের্নিকা, উইমেন অব আলজিয়ার্স।

www.bdniyog.com

ইতালি

→ মানচিত্রে ইতালির আকৃতি অনেকটা বুট জুতোর মতো দেখায়। ইতালিকে বলা হয় ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র। এর অভ্যন্তরে রয়েছে ভ্যাটিকান সিটি।

→ বেনিত মুসোলিনী : ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা বেনিত মুসোলিনী ছিলেন ইতালির ৪০তম প্রধানমন্ত্রী। তার রাজনৈতিক দলের নাম ছিল 'ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টি'। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'এককালীন শান্তি সম্ভব নয়, সংগত নয়'।

→ সিসিলি : ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ইতালির একটি দ্বীপ।

→ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো: ইতালির চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও কবি মাইকেল অ্যাঞ্জেলোকে 'রেনেসাঁ মানব' বলা হয়। সিঁড়িতে ম্যাডোনা তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

→ ইতালিয়ান সনেটের প্রবর্তক পেত্রার্ক।

→ ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ গ্যালিলিও পড়ন্ত বস্তুর সূত্র আবিষ্কারের জন্য জগৎখ্যাত।

→ রেনেসাঁর শুরু হয় ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে। ইতালীয় রেনেসাঁর কালজয়ী চিত্রশিল্পী ফ্লোরেন্স শহরের অদূরে ভিঞ্চি নগরের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্যা লাস্ট সাপার, মোনালিসা চিত্রকর্মের জন্য বিখ্যাত।

→ ইতালির 'ভিসুভিয়াস' একটি আগ্নেয়গিরির নাম।

পর্তুগাল

→ গ্যালিসিয়া জনগোষ্ঠীর চাওয়া- একপক্ষ চায় পর্তুগালের সাথে যুক্ত হতে অন্যপক্ষ চায় স্বাধীনতা।

→ পর্তুগালকে 'মহাসমুদ্র অভিযাত্রিকের দেশ (A nation of great ssafarers)' বলা হয়। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। ১৪৯৮ সালে তিনি ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন।

→ পর্তুগিজরা সর্বপ্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন।

→ জাতিসংঘের বর্তমান নবম মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস ছিলেন পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। এর পূর্বে তিনি জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ছিলেন।

→ লিসবন চুক্তি : ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে কোন সদস্য বের হতে চাইলে লিসবন চুক্তির 'আর্টিকেল ফিফটি' এর মাধ্যমে বের হতে পারবে। আর্টিকেল ফিফটি কার্যকর করতে গেজেটের পর পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে আলোচনায় থাকা পক্ষকে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

মাল্টা, অ্যান্ডোরা, সাইপ্রাস

→ মাল্টা ভূমধ্যসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেশ।

→ ১৯৯৩ সালের সংবিধান অনুযায়ী অ্যান্ডোরা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র যার রাষ্ট্রপ্রধান ফ্রান্স ও স্পেনের দুই রাজপুত্র, কিন্তু প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা সরকার প্রধানের হাতে ন্যস্ত।

→ ইনোসিস : সাইপ্রাসকে গ্রিসের সাথে যুক্ত করার আন্দোলনের নাথ ইনোসিস। গ্রিসের সমর্থনপুষ্ট সামরিক জান্তা ক্ষমতার মসনদে আরোহন করলে তুরস্ক সাইপ্রাসে আগ্রাসন চালায়। এটিই সাইপ্রাস ও গ্রিসের বিবাদের কারণ।

স্যানম্যারিনো ও ভ্যাটিকান সিটি

→ আয়তনে ও জনসংখ্যায় বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র দেশ ভ্যাটিকান সিটি। পোপ এখানকার রাষ্ট্রনেতা। এটি রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিশ্ব সদর দপ্তর হিসেবে কাজ করে।

→ ইতালির অভ্যন্তরের এই রাষ্ট্রটির ভ্যাটিকান সিটির আয়তন ০.৪৪ বর্গকিলোমিটার (১১০ একর)। ভ্যাটিকান সিটির সাথে ইতালির সীমান্ত হলো বিশ্বের সংক্ষিপ্ত সীমান্ত।

→ পাপেল প্যালেস : ভ্যাটিকান সিটিতে অবস্থিত। পোপের বাসভবন।

→ 'সুইস গার্ড' হলো ভ্যাটিকান সিটির বিশেষ নিরাপত্তামূলক বাহিনীর নাম।

→ 'ভ্যাটিকান রেডিও' নামের সরকারি বেতার স্টেশন সারাবিশ্বের পোপের বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

→ নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মাদ ইউনুস ভ্যাটিকানের 'ল্যাম্প অব পিস' পুরস্কার লাভ করেন।

→ রোহিঙ্গা ইস্যুতে ঢাকায় এসেছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। তিনি মায়ানামারে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহার না করায় বেশ আলোচিত হন। পোপ ফ্রান্সিসের জন্ম আর্জেন্টিনায় এবং পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের জন্ম জার্মানিতে।

→ স্বাধীন দেশ হলেও ভ্যাটিকান সিটি জাতিসংঘের সহযোগী সদস্য।

→ Nuncio : একটি দেশ থেকে অন্য একটি দেশে প্রেরিত কূটনৈতিক মিশনের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে বলা হয় High Commissioner/Ambassador. ভ্যাটিকান সিটির পোপের দূতকে বলা হয় Nuncio এবং উপদূতকে বলা হয় Internuncio.

→ ভৌগোলিক পরিসরে যেসব রাষ্ট্রের মাঝে অন্য কোন রাষ্ট্রের অংশবিশেষ বা পুরো একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অবস্থান রয়েছে, সেটিকে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র বলে। ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র ইতালির অভ্যন্তরের দুইটি দেশ হলো- স্যানম্যারিনো ও ভ্যাটিকান সিটি।

☼ *বলকান অঞ্চল (১১টি দেশ)*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
ক্রোয়েশিয়া	জাগরেভ	কুনা	ক্রোয়েশিয়ান
গ্রিস	এথেন্স	ইউরো	গ্রিক
মন্টিনিগ্রো	পোডগোরিকা	ইউরো	মন্টেনেগ্রিন
সার্বিয়া	বেলগ্রেড	দিনার	সার্বিন
মেসিডোনিয়া	স্কোপজে	দিনার	মেসিডোনিয়ান
বসনিয়া-হার্জেগোভিনা	সারায়েভো	কনভার্টিবল মার্ক	বসনিয়ান
বুলগেরিয়া	সোফিয়া	লেভ	বুলগেরিয়ান
স্লোভেনিয়া	লুবজানা	ইউরো	স্লোভেনিয়ান
কসোভো	প্রিস্টিনা	ইউরো	আলবেনিয়ান
রোমানিয়া	বুখারেস্ট	লিউ	রোমানিয়ান
আলবেনিয়া	তিরানা	লেক	আলবেনিয়ান

মনে রাখুন : ক্রোড়পতি গ্রিসের মনটা সর্বদাই MBBS পড়ুয়া ক্ল্যাসিক্যাল রোমার জন্য আকুল।

www.bdniyog.com

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
রোমানিয়া	ছিল না
মন্টিনেগ্রো ও কসোভো	সার্বিয়া
ক্রয়োশিয়া, স্লোভেনিয়া, বসনিয়া- হার্জেগোভিনা, মেসিডোনিয়া, সার্বিয়া	যুগোশ্লোভিয়া
বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, গ্রিস	অটোমান সাম্রাজ্য

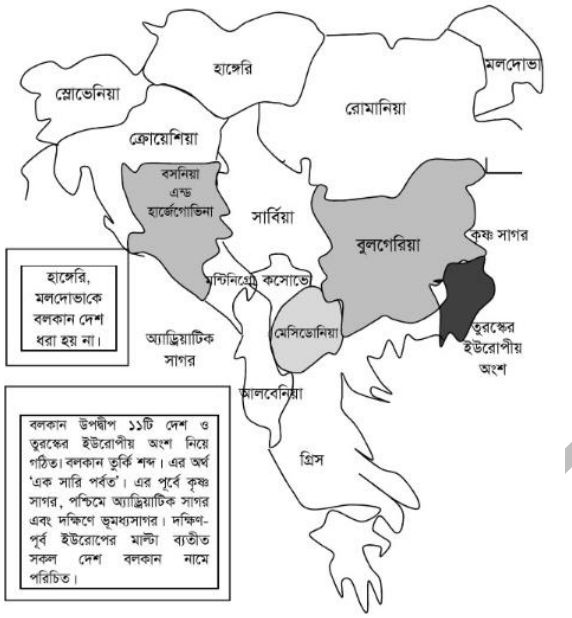

→ সাবেক যুগোশ্লাভিয়া :

- নব্বয়ের দশকে যুগোশ্লাভিয়া ভেঙ্গে একে একে চারটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়। যথা- ক্রোয়েশিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা।
- সার্বিয়া আর মন্টিনিগ্রো 'ফেডারেল রিপাবলিক অব যুগোশ্লাভিয়া' নাম নিয়ে কিছুকাল টিকে থাকলেও ২০০৬ সালে মন্টিনিগ্রো স্বাধীন হলে যুগোশ্লাভিয়া বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীতে সার্বিয়া ভেঙ্গে সার্বিয়া ও কসোভো নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।
- সাবেক যুগোশ্লাভিয়া ভেঙ্গে সৃষ্টি হওয়া নতুন রাষ্ট্রসমূহ- সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, মন্টিনেগ্রো, মেসিডোনিয়া ও কসোভো।
- যোশেফ মার্শাল টিটো ছিলেন সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার অবিসংবাদিত নেতা। তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

ক্রোয়েশিয়া ও গ্রিস

→ তোমিসলাভ ছিলেন ক্রোয়েশিয়ার প্রথম রাজা। দেশটির বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম কোলিন্দা গ্রোবার কিতারোভিচ।

→ ক্রোয়েশিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৮তম সদস্য। দেশটি ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে রানার্স-আপ হয়।

→ গ্রিসকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়।

→ অর্থনীতির সাথে জড়িত 'বেইল আউট' নিয়ে বেশ আলোচনা হয় গ্রিসের অর্থনৈতিক সংকটে।

→ গ্রিসের মহাকবি হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত চমকপ্রদ কাহিনির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহিত করে তোলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের।

→ এসকাইলাসকে বিয়োগান্তক নাটকের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত নাটকের নাম 'প্রমিথিউস বাউন্ড'।

→ গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন 'সোফোক্লিস'। তিনি একশ'টিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকের মধ্যে- রাজা ইডিপাস, আন্তিগোনে ও ইলেক্ট্রা অন্যতম।

→ ইতিহাস রচনায় গ্রিকরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। হেরোডোটাস ইতিহাসের জনক নামে পরিচিত ছিলেন। হেরোডোটাস রচিত ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রথম বইটি ছিল গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে।

মন্টিনেগ্রো, সার্বিয়া ও কসোভো

→ মন্টিনিগ্রো NATO-এর ২৯তম সদস্যপদ লাভ করে- ৫ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে। দেশটি ২০০৬ সালে এক গণভোটের মাধ্যমে সার্বিয়ার থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

→ কসোভো ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সার্বিয়ার থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

→ কসোভো নগরীর সাথে সার্বীয়দের স্পর্শকাতর সম্পর্কের কারণ হলো- ধর্মীয় ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্মৃতি। (২০তম বিসিএস)

মেসিডোনিয়া ও বসনিয়া-হার্জেগোভিনা

→ মেসিডোনিয়া সাবেক যুগোশ্লাভিয়া ভেঙ্গে সৃষ্টি হয়। আলোচিত ব্যক্তিত্ব 'মাদার তেরেসা' মেসিডোনিয়ায় জন্ম করেন যাকে পোপ ফ্রান্সিস Saint ঘোষণা করেন।

→ ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

→ ডেটন চুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে
স্থান	প্যারিস, ফ্রান্সে স্বাক্ষরিত হয়।
১৯৯৫ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেটনে চুক্তির ব্যাপারে মতানৈক্য হয়।	
পক্ষসমূহ	▪ বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ▪ ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়া
মধ্যস্থতাকারী	মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন।
এই চুক্তির ফলে চলমান বসনিয়া যুদ্ধের অবসান হয়।	

বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও রোমানিয়া

→ আনোয়ার হোজ্জা আলবেনিয়ার শাসক ছিলেন। আলেবেনীয় জাতির পিতা ইস্কান্দর বে। নীতিবাক্য- 'তুমি আলবেনীয়, আমায় ইজ্জত দে, আমায় আলবেনীয়র নাম দে'।

→ গোলাপের উপত্যকা অবস্থিত বুলগেরিয়ায়।

→ নিকোলাই চসেস্কু ছিলেন রোমানিয়ার কমিউনিস্ট স্বৈরশাসক।

www.bdniyog.com

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে ন্যূনতম ইলেক্টরাল ভোট প্রয়োজন- ২৭০ টি ইলেক্টরাল ভোট। (২৬তম বিসিএস)

০২. যুক্তরাষ্ট্রের ইলেক্টরাল ভোট সবচেয়ে বেশী- ক্যালিফোর্নিয়া (২৬ তম বিসিএস)

০৩. যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নে সর্বশেষ স্টেট যোগ দেয় - হাওয়াই স্টেট (২৬তম বিসিএস)

০৪. কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- জন এফ কেনেডি। (২৭তম বিসিএস)

০৫. ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ বা পশ্চিম অঞ্চলে সর্বপ্রথম আঘাত হানে- হ্যারিকেন ক্যাটরিনা। (২৭তম বিসিএস)

০৬. যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকারী- আব্রাহাম লিঙ্কন। (১৯তম বিসিএস)

০৭. ফেয়ার ফ্যাক্স- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা। (২৮তম বিসিএস)

০৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম- মাইক পম্পেও। (২৯তম বিসিএস)

০৯. প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের সদর দপ্তর- ইউকোসুক। (৩৫তম বিসিএস)

১০. মধ্য আমেরিকার যে দেশে স্থায়ী সেনানিবাস নাই- কোস্টারিকা। (৩১তম বিসিএস)

১১. মাথাপিছু গ্রিন হাউজ গ্যাস উদগীরণে সবচেয়ে বেশী দায়ী দেশ- যুক্তরাষ্ট্র। (৩৭তম বিসিএস)

১২. পানামা যে মহাদেশে অবস্থিত- মধ্য আমেরিকা। (৩৭তম বিসিএস)

১৩. সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান কর্তৃক ঘোষিত Strategic Defence Initiative (SDI) এর জনপ্রিয় নাম- তারকা যুদ্ধ। (৩৮তম বিসিএস)

১৪. গুয়ামের গভর্নরের নাম- অ্যাডি ক্যালভো। (Eddie Baza Calvo) (৩৮তম বিসিএস)

১৫. পিং পং এর অর্থ হচ্ছে - টেবিল টেনিস। (৩৮তম বিসিএস)

অবস্থান ও সংখ্যা	দেশের নাম
উত্তর আমেরিকা (৩টি)	কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো।
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (১৩/১৪টি)	হাইতি, কিউবা, গ্রেনাডা, এন্টিগুয়া ও বারমুডা, বার্বাডোজ, বাহামা, ডোমিনিকা, ডোমিনিকা প্রজাতন্ত্র, জ্যামাইকা, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাডাইনস।
মধ্য আমেরিকা (৭টি)	নিকারাগুয়া, পানামা, বেলিজ, কোষ্টারিকা, হন্ডুরাস, গুয়েতেমালা, এল সালভাদর।
মোট- ২৩টি	

USMCA : ১ জানুয়ারি ১৯৯৪ যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ত্রিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি North American Free Trade Agreement (NAFTA)। কিন্তু ২০ জানুয়ারি ২০১৭ ক্ষমতায় আসার পরপরই মার্কিন স্বার্থ পরিপন্থী বলে NAFTA নিয়ে আপত্তি তোলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি **১৮ মে ২০১৭ চুক্তিটি** থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেয়ার হুমকি দেন। এক বছরের বেশি সময় ধরে NAFTA নিয়ে নানান আলোচনা-বিতর্ক চলার পর **৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮** চুক্তিটি পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে সম্মত হয় যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা। নবায়ন ও নাম পরিবর্তনসহ চুক্তির সামগ্রিক বিষয়গুলো নতুন করে লেখা হয়। চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হওয়ার পর NAFTA'র জায়গায় প্রতিস্থাপিত হবে United States – Mexico - Canada Agreement (USMCA)। চুক্তিভুক্ত অঞ্চলগুলোর মোট বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

☼ *উত্তর আমেরিকা (০৩টি দেশ)*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
কানাডা	অটোয়া	ডলার	ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ
মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	পেঁসো	স্প্যানিশ
যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন ডিসি	ডলার	ইংরেজি
মনে রাখুন : কামে (কানাডা, মেক্সিকো) যুক্ত হও।			

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
কানাডা	যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স
মেক্সিকো	স্পেন
যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য

যুক্তরাষ্ট্র

ইতালির নাগরিক কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন- ১৪৯২ সালে। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল- ১৩টি রাষ্ট্র নিয়ে। আমেরিগো ভেসপুচি আমেরিকা আসেন- ১৪৯৭ সালে। আমেরিকা নামকরণ করা হয়- আমেরিগো ভেসপুচি এর নামানুসারে। বিভিন্ন ঘটনার পরিক্রমায় ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'চা আইন' পাস হয়, যা আমেরিকানরা প্রত্যাখ্যান করে। এর প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকানরা পালন করে- 'বোস্টন চা পার্টি'। বোস্টন চা পার্টি মূলত- 'জাহাজ ভর্তি চা পাতা আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দেয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রতিবাদ'। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়- ১৭৭৫ সালে। শেষ হয় ১৭৮৩ সালে।

www.bdniyog.com

→ আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে ৪ জুলাই, ১৭৭৬ সালে। এজন্য ৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় 'ইন্ডিপেন্ডেনট হল' থেকে।

→ আমেরিকার সংবিধান :

- বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম (সংক্ষিপ্ত) সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। এ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭টি।
- যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের শব্দ সংখ্যা আট হাজারেরও কম।
- ১৭৮৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়ায় সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধান কার্যকর হয় ১৭৮৯ থেকে।
- নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত প্রথম ১০ সংশোধনীকে 'বিল অব রাইটস' বলা হয়। যা মার্কিন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৭৯২ সালে।
- সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ৪ বছর।
- আমেরিকায় নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ১৯২০ সালে ঊনিশতম সংশোধনীর মাধ্যমে।
- যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কংগ্রেসের যুদ্ধ ঘোষণা ও সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত বিধান আছে ৮ নং ধারায়।
- যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুমোদনে স্বাক্ষর করেন ৩৯ জন। অনুমোদনে সর্বপ্রথম স্বাক্ষর করেন জর্জ ওয়াশিংটন।
- সুপার ৩০১ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি আইন।

→ **প্রশাসনিক কাঠামো :** যুক্তরাষ্ট্র ৫০টি অঙ্গরাজ্য এবং একটি স্বাধীন ফেডারেল জেলা ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া নিয়ে গঠিত। গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যের নামসমূহ- লুসিয়ানা (১৮০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ১২ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়নের নিকট হতে ক্রয় করে), ক্যালিফোর্নিয়া (৩১তম অঙ্গরাজ্য), আলাস্কা (১৮৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র রুশ সাম্রাজ্যের নিকট হতে ক্রয় করে), হাওয়াই (৫০তম অঙ্গরাজ্য)

→ পার্লামেন্ট ও নির্বাচন : যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নাম কংগ্রেস। যা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। উচ্চ কক্ষের নাম- সিনেট (সংখ্যা- ১০০টি), নিম্ন কক্ষের নাম- হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ (সংখ্যা- ৪৩৫টি)। ৩টি সংরক্ষিত আসনসহ মোট আসন ৫৩৮টি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য ২৭০টি ইলেক্টোরাল ভোটের প্রয়োজন হয়।

→ ব্রাডলে ইফেক্ট যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন সম্পর্কিত একটি শব্দ।

→ সিআইএ (CIA) এর সদর দপ্তর- ভার্জিনিয়া।

→ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমানের নাম- এয়ারফোর্স ওয়ান।

→ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অফিসের নাম- ওভাল হাউজ।

→ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায়- ১৩টি রেখা এবং ৫০টি তারা। ১৩টি রেখা দ্বারা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালীন ১৩টি রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে এবং ৫০টি তারকা দিয়ে ৫০টি অঙ্গরাজ্যকে বোঝানো হয়েছে।

→ যুক্তরাষ্ট্র UNESCO' র সদস্য পদ ত্যাগের ঘোষণা দেয় - ১২ অক্টোবর, ২০১৭।

→ বিশ্বের বৃহৎ অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশের নাম- যুক্তরাষ্ট্র।

→ ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল কিন্তু কমনওয়েলথের সদস্য নয়।

→ যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরকে বলা হয়- পৃথিবীর কসাইখানা।

→ আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাতের নাম- নায়াগ্রা (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সীমান্তে অবস্থিত)।

→ গ্রেট লেক : যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত পাঁচটি হ্রদকে একত্রে গ্রেট লেক বলা হয়। যথা- সুপিরিয়র, মিশিগান, ইরি, হিউরন ও ও অন্টারিও।

→ নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারের ধ্বংসস্তুপ অঞ্চলটি এখন যে নামে পরিচিত অথবা, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এখন যে নামে পরিচিত- গ্রাউন্ড জিরো। টুইন টাওয়ার স্মরণে নির্মিতব্য স্মৃতিসৌধের নাম- ফ্রিডম টাওয়ার।

→ পার্ল হারবার : ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান এ অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নেয়। এ আক্রমণের কারণেই যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট ও ৯ আগস্ট যথাক্রমে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। বর্তমানে এটি যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

→ মনরো ডক্ট্রিন : ১৮২৩ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো ঘোষণা করেন, কোনো ইউরোপীয় রাষ্ট্র যদি পশ্চিম গোলার্ধের কোনো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, যা তাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী; তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই ষড়যন্ত্রে বাধা দেবে। এই হলো মনরো ডকট্রিনের মূল কথা। জেমস মনরো যখন তার এ বিখ্যাত ঘোষণাটি দেন, তখন আলাস্কা ছিল রাশিয়ার অধীনে। রাশিয়ার সম্রাট প্রথম জার আলেক্সান্ডার আলাস্কাকে কেন্দ্র করে চাচ্ছিলেন পশ্চিম গোলার্ধে প্রভাব বিস্তার করতে। এ জন্য তিনি সমর্থন করেছিলেন সেই সময়ের স্পেনের সম্রাটকে। স্পেনের সম্রাট চাচ্ছিলেন মেক্সিকো থাকুক তার প্রভাববলয়ে। তখন মেক্সিকোর নিয়ন্ত্রণে ছিল বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চল। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল রাশিয়ার কার্যকলাপের ওপর। প্রেসিডেন্ট মনরো ঘোষণা করেছিলেন তার বিখ্যাত নীতি; যা খ্যাত হয়ে আছে মনরো ডকট্রিন (Monroe Doctrine) হিসেবে।

→ ট্রুম্যান ডক্ট্রিন : ট্রুম্যান ডক্ট্রিন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি পররাষ্ট্রনীতি যা ঘোষণা করা হয় স্নায়ুযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রভাব মুক্ত রাখার জন্য। ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ, কংগ্রেসে হ্যারি এস ট্রুম্যান 'ট্রুম্যান ডক্ট্রিন' ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপকে পুনর্গঠনের জন্য এবং তুরস্ক, গ্রিসের শঙ্কা থেকে ইউরোপকে রক্ষার জন্য আর্থিক প্যাকেজ হলো ট্রুম্যান ডক্ট্রিন। ট্রুম্যান ডক্ট্রিনকে ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল NATO গঠনের ভিত্তি বলা হয়। (সূত্র: উইকিপিডিয়া)।

→ মার্শাল প্ল্যান : মার্শাল প্ল্যান ছিল সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ মার্শাল কর্তৃক প্রণীত একটি আর্থিক প্যাকেজ যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপকে সাহায্য করার জন্য গৃহীত হয়। এটি ছিল ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (বর্তমান বাজার মূল্য ১৪০ বিলিয়ন ডলার, ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের হিসেব অনুসারে) সাহায্য যা পশ্চিম ইউরোপকে পুনর্গঠনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের এ প্ল্যানটি গৃহীত হয় রাশিয়ার প্রভাব থেকে ইউরোপকে মুক্ত রাখার জন্য।

www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

www.bdniyog.com

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

→ আইজেন হাওয়ার মনরো ডক্ট্রিন : মনরো ডক্ট্রিনের অনেক দিন পর ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার বলেন, রাশিয়া যদি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোয় কমিউনিজম ছড়াতে চায়, তবে তিনি মনরো ডকট্রিন অনুসারে সেই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করবেন। এ হলো মনরো ডকট্রিনের আইজেন হাওয়ার প্রদত্ত নতুন ব্যাখ্যা।

→ চরম অর্থনৈতিক মন্দা (Great Depression) : ১৯২৯ সালের ২৯ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে ধ্বসের মাধ্যমে (Black Tuesday) বিশ্বব্যাপী চরম অর্থনৈতিক মন্দা (Great Depression) শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ১৯৩৩ সালে নির্বাচিত হয়ে মহামন্দা মোকাবিলায় 'নিউ ডিল' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। চরম অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছিল ১৯২৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত চলেছিল।

→ ওয়াটার গেট কেলেংকারি : ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ছিল ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি। নির্বাচন প্রচারাভিযান চলাকালে ১৭ জুন, ১৯৭২ সালে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান দল ও প্রশাসনের ৫ ব্যক্তি ওয়াশিংটন ডিসির ওয়াটার গেট ভবনস্থ ডেমোক্র্যাট দলের সদর দফতরে আড়িপাতার যন্ত্র বসায় এবং নিক্সনের প্রশাসন কেলেঙ্কারটি ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ ঘটনার ফলে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ৯ আগস্ট, রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন। এ ঘটনাটি ওয়াটারগেট কেলেংকারি নামে পরিচিত। নিক্সন পদত্যাগ করলে সাংবিধানিকভাবে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয় 'জেরাল্ড ফোর্ড'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ফোর্ডই একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি।

→ তারকা যুদ্ধ (Star War) : মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ১৯৮৩ সালের ২৩ মার্চ ভূমি ও মহাকাশে পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেন যা SDI (Strategic Defense Initiative) নামে পরিচিত। একে সমালোচকরা নক্ষত্র যুদ্ধ (Star War) এর পরিকল্পনা হিসেবেও অভিহিত করেন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে তারকা যুদ্ধের বিষয়টি স্তিমিত হয়ে যায়।

→ '৫৮তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৮ নভেম্বর, ২০১৬ সালে। নির্বাচনে ট্রাম্প কম ভোট পেয়েও ইলেক্টরাল ভোট বেশী পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। হিলারী রোডহ্যাম ক্লিনটন ৪৮.২০ শতাংশ এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প পায় ৪৬.১০ শতাংশ ভোট পায়। ইলেক্টরাল কলেজের ভোট ডোনাল্ড ট্রাম্প পায় ৩০৬ টি এবং হিলারী ক্লিন্টন পায় ২৭৭টি।

→ ওবামা কেয়ার বাতিলে স্বাক্ষর করে ২০ জানুয়ারি, ২০১৭

→ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য জোট টিপিপি (TPP) ত্যাগ করে ২৩ জানুয়ারি, ২০১৭

→ ২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে ট্রাম্প।

→ The President of Missing : ৪২তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন এবং নবীন মার্কিন লেখক জেমস প্যাটারসনের যৌথভাবে লেখা উপন্যাস। ৪ জুন, ২০১৮ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

→ স্টিফেন উইলিয়াম হকিন্স : আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের বরপুত্র খ্যাত ব্যক্তিত্ব স্টিফেন উইলিয়াম হকিং ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। মহামতি আলবার্ট আইনস্টাইনের পর দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত স্টিফেন হকিং কৃষ্ণবিবর এবং আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে অসামান্য ও বৈপ্লবিক পর্যবেক্ষণ ও কাজ করে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। মাত্র ২১ বছর বয়সে প্রাণঘাতি মটর নিউরন রোগে (Amyotrophic Lateral Sclerosis- ALS) আক্রান্ত হওয়ায় হকিং এ রোগকে সঙ্গী করেই দীর্ঘ ৫৬ বছর ধরে মানুষের কৌতুহলের কেন্দ্রবিন্দু মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব তথা মহা বিস্ফোরণ (Black Holes) ও কৃষ্ণবিবর (Big Bang) এবং এ সংক্রান্ত নানা গবেষণা ও তত্ত্ব প্রদান করে বিশ্বের জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। হকিং এর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা "A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes" প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে যা ৪০ টির ও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। **১৪ মার্চ ২০১৮** এই মহান বিজ্ঞান মনস্ক পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান।

→ বাণিজ্য যুদ্ধ :

- **বাণিজ্য যুদ্ধ :** বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের একে অপরের উপর আমদানি-রপ্তানি শুল্ক আরোপ বা আরও অন্যান্য বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিই হলো বাণিজ্যযুদ্ধ (Trade War).
- **যে ভাবে শুরু হলো :** ৬ জুলাই ২০১৮ থেকে চীন-যুক্তরাষ্ট্র পাল্টাপাল্টি শুল্কারোপের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম দুই অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে শুরু হয় 'বাণিজ্যযুদ্ধ'।
- **স্থগিত হলো বাণিজ্যযুদ্ধ :** ০১লা ডিসেম্বর ২০১৮ উভয় দেশ তাদের মধ্যে চলা তিক্ত 'বাণিজ্যযুদ্ধ' ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।
- **মধ্যস্থতা হয় :** আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে দেশ দুটির প্রেসিডেন্টদের মধ্যে এক বৈঠকে বাণিজ্যযুদ্ধ স্থগিতের ঘোষণা আসে।

→ যুক্তরাষ্ট্রে কাল তালিকায় ১০ দেশ : ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের দায়ে যুক্তরাষ্ট্র ১০টি দেশকে কালো তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে। সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণের ভিত্তিতে তৈরি করা এ কালো তালিকায় আগে থেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিল ১০টি দেশ। এবার ০৯টি দেশকে আরও এক বছরের জন্য রাখা হয়। তালিকা থেকে উজবেকিস্তানকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কালো তালিকার অন্তর্ভুক্ত ১০টি দেশ: পাকিস্তান, চীন, ইরিত্রিয়া, ইরান, মিয়ানমার, উত্তর কোরিয়া, সৌদি আরব, সুদান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান।

www.bdniyog.com

→ মার্কিন কংগ্রেসের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ নারী নির্বাচিত হন আলেকজান্দ্রিয়া ওকাশিয়ো কার্তেজ।

→ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমান : এফ-১৬ (জঙ্গি বিমান), স্টেলথ (রাডারের নজর এড়াতে সক্ষম), সি-১৩০ (সামরিক পরিবহন বিমান), বি-৫২ (বোমারু বিমান)

→ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র : ট্রাইডেন্ট (ক্রুজ মিসাইল), টমাহক (সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপযোগ্য ব্যালাস্টিক মিসাইল), পেট্রিয়ট (আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার জন্য)

→ হোয়াইট হাউজ : এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি বাসভবন। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির পেনসিলভানিয়া এভিনিউতে এই বাসভবনটি ১৭৯২-১৮০০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভবনটির মূল স্থপতি ছিলেন একজন আইরিশ শিল্পী জেমস হোবান। ১৮১৪ সালে আমেরিকা-ব্রিটেন যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ২৪ আগস্ট ভবনটি পুঁড়িয়ে দেয়। হোয়াইট হাউজে প্রথম বাস করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস। প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন হোয়াইট হাউজে বাস করেননি। ১৯০২ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ নামটিকেই স্বীকৃতি দেন।

→ স্ট্যাচু অব লিবার্টি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার এক ঐতিহাসিক ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হল 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'। এটি বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি। এটি নিউইয়র্কের হাডসন নদীর তীরে যুক্তরাষ্ট্রের লিবার্টি আইল্যান্ডের নিউইয়র্ক পোতাশ্রয়ে স্থাপিত। এর স্থপতি ফ্রেডেরিক অগাস্ট বার্থোল্ডি। তামার তৈরি এ মূর্তিটি ৯৩ মিটার বা ৩০০ ফুট উঁচু। এতে এমা লাজারুসের 'দ্য নিউ কলম্বাস' খোদিত রয়েছে। ফ্রান্স এটি USA কে উপহার দেয়। ১৮৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯২৪ সালে এটিকে জাতীয় সৌধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

→ <u>পেন্টগন</u> : পেন্টাগন হলো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর ও বৃহত্তম অফিস ভবন। এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যের আর্লিংটনে পোটোম্যাক নদীর পশ্চিম তীরে এর অবস্থান। ভবনটি পঞ্চভুজাকৃতির বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এ ভবনে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল।

→ <u>নাসা</u> : নাসা হলো মার্কিন মহাকাশ সংস্থা। এটি ২৯ জুলাই, ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে অবস্থিত। ফ্লোরিডার কেপ কেনেডিতে এর উৎক্ষেপণ কেন্দ্র রয়েছে।

→ <u>ওয়াল স্ট্রিট</u> : ওয়াল স্ট্রীট হলো নিউইয়র্কের একটি সড়ক। এখানে পৃথিবীর অন্যতম বিনিয়োগ বাজার 'নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ' অবস্থিত বলে এ সড়কটি প্রসিদ্ধ। (১৫তম বিসিএস)

→ <u>বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র</u> : বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটন এলাকায় অবস্থিত ৭টি ভবনের একটি স্থাপনা। স্থাপনাটির সবচেয়ে উঁচু দুটি টাওয়ার ১১০ তলা বিশিষ্ট ছিল। উঁচু দুটি টাওয়ারের নামানুসারে এটি টুইন টাওয়ার নামে খ্যাত ছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আল কায়েদার বিমান হামলায় বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনাটি Nine-Eleven (9/11) নামে পরিচিত। টুইন টাওয়ারের ধ্বংসস্তুপ অঞ্চলটি এখন 'গ্রাউন্ড জিরো' (Ground Zero) নামে পরিচিত। ৯/১১ ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'Department of Homeland Security' প্রতিষ্ঠা করে। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের গলিত লৌহ থেকে নির্মিত হয় 'USS New York' নামের একটি জাহাজ।

→ গুয়ানতানামো বে : গুয়ানতানামো বে কিউবায় অবস্থিত মার্কিন সামরিক জেলখানা। এটি যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ড। ১৯০৩ সালে কিউবা-আমেরিকা চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা 'গুয়ানতানামো বে' স্থানটি লিজ নেয়।

→ সিলিকন ভ্যালি : সিলিকন ভ্যালি সানফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলো সিলিকন চিপ নির্মাণ কারখানা রয়েছে।

→ গুয়াম : গুয়াম ওশেনিয়া মহাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি উপনিবেশ। দ্বীপটি প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। গুয়ামের আয়তন ৫৪১.৩০ বর্গ কিলোমিটার এবং রাজধানী হাগাত্না। গুয়ামের গভর্নর রিপাবলিকান পার্টির এডি কালভো। গুয়ামের অধিবাসী হলো চামোরো নামক জনগোষ্ঠী। গুয়াম মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম ও সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ।

→ হেনরি কিসিঞ্জার : আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর নেতিবাচক ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারি ভিয়েতনাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এজন্য তিনি ১৯৭৩ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তীতে এ শান্তি পুরস্কারের ব্যাপক সমালোচনা হয়। তিনি ছিলেন নিক্সন ও জেরাল্ড ফোর্ডের মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'The White house Years'.

→ মার্টিন লুথার কিং : তিনি আমেরিকার নিগ্রোদের অধিকার আন্দোলনের অহিংসবাদী নেতা। ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটনে লং মার্চের নেতৃত্ব দেন এবং 'I Have A Dream' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৬৮ সালের ৪ এপ্রিল গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন। ২৯ আগস্ট, ২০১৩ সালে তাঁর বিখ্যাত ভাষণের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়।

→ নীল আর্মস্ট্রং : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলো-১১ মহাশূন্যযানের অধিনায়ক এবং চন্দ্রে পদার্পণকারী পৃথিবীর প্রথম মানুষ।

→ টমাস আলভা এডিসন : আমেরিকান আবিষ্কারক; ওহাইওতে জন্ম। প্রথমে সংবাদপত্র এবং টেলিগ্রাফ অপারেটর হিসেবে কাজ করেন। তিনি ফনোগ্রাফ, ইক্যানডিসেন্ট বাতি, সিনেমা প্রজেক্টর ইত্যাদি আবিষ্কার করেন।

→ পার্ল এস বাক : সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী আমেরিকার প্রথম মহিলা (১৯৮৩)। Dragon Seed, The Good Earth, Guide, Satan Never Sleeps, Pavillion of Women গ্রন্থসমূহের রচয়িতা।

→ মোহাম্মদ আলী : আমেরিকান মুষ্টিযোদ্ধা। ১৯৬০ সালের অলিম্পিকে লাইট হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৬৪ সালে প্রথম বিশ্ব

www.bdniyog.com

হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মর্যাদা লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করেন। মোহাম্মদ আলীর পূর্বনাম ছিল – 'ক্যাসিয়াস ক্লে'। ৩ জুন, ২০১৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

→ আমেরিকার কয়েকজন আলোচিত প্রেসিডেন্ট :

জর্জ ওয়াশিংটন	আমেরিকার রাজধানী জর্জ ওয়াশিংটনের (প্রথম প্রেসিডেন্ট, নির্বাচিত হন ১৭৭৯ সালে) নামে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি সেনাধ্যক্ষ ছিলেন।
জন এডামস	হোয়াইট হাউজে বসবাসকারী প্রথম প্রেসিডেন্ট (২য় প্রেসিডেন্ট)।
জেমস মেডিসন	যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনায় ভূমিকা রয়েছে। তিনি আমেরিকার চতুর্থ প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
আব্রাহাম লিঙ্কন (১৬তম প্রেসিডেন্ট)	১৮৬৩ সালে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করেন এবং ১৫ এপ্রিল, ১৮৬৫ সালে আততায়ীর গুলিতে মারা যায়। তিনি 'গ্রিনব্যাক' নামে এক ধরনের কাগজের মুদ্রা চালু করেন। তাঁর সময়ে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ হয়। ১৮৬৩ সালে তিনি দুই মিনিট স্থায়ী বিখ্যাত গেটিসবার্গ ভাষণ দেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত উক্তি হলো 'বুলেটের চেয়ে ব্যালট শক্তিশালী' এবং জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত এবং জনগণের সরকার হলো গণতন্ত্র (Democracy is the government of the people, by the people & for the people)।
২২তম ও ২৪৫তম গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড (Grover Cleveland)	
থিওডোর রুজভেল্ট	শান্তিতে নোবেল প্রাপ্ত প্রথম আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। তিনি ছিলেন ২৬তম প্রেসিডেন্ট।
ড. উড্রো উইলসন	শান্তিতে নোবেল প্রাপ্ত (২য়)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন ২৮তম প্রেসিডেন্ট। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠায় 'চৌদ্দ দফা' ঘোষণা করেন।
ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট	২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন (মেয়াদ: ৪ মার্চ, ১৯৩৩ – ১২ এপ্রিল, ১৯৪৫)। ১২ বছর ক্ষমতায় থাকা ৩২তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জাতিসংঘ নামকরণ করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
হ্যারি এস ট্রুম্যান	'ট্রুম্যান ডকট্রিন' এর জন্য বিখ্যাত। তিনি ছিলেন ৩৩তম প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে দায়িত্ব পালন করা এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জাপানের হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপের ঘোষণা দেন।
জন এফ কেনেডি	এই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ছিলেন আমেরিকার ৩৫তম প্রেসিডেন্ট। তাঁর বিখ্যাত উক্তি- ▪ Ask not what your country can do for you, ask you can do for your country. (স্টেট অব ইউনিয়নে এ বক্তব্য প্রদান করেন) ▪ Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate.
রিচার্ড নিক্সন	ওয়াটার গেট কেলেংকারীর সাথে জড়িত। যুক্তরাষ্ট্রের পদত্যাগকারী প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার ৩৭তম প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
জিমি কার্টার	বসনিয়া যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর মধ্যস্থতাকারী। ৩৯তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম- 'White House Diary'.
রোনাল্ড উইলসন রিগ্যান	হলিউডের অভিনেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন ৪০তম প্রেসিডেন্ট। যুক্তরাষ্ট্র গ্রেনাডায় সামরিক আগ্রাসন চালান।
বিল ক্লিনটন	সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী রোডহ্যাম ক্লিনটন তাঁর স্ত্রী (তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম: 'Living History'। ২০০০ সালে তিনি ১ দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ৪২তম প্রেসিডেন্ট। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম 'My Life'.
জর্জ বুশ	যুক্তরাষ্ট্রের ৪১তম প্রেসিডেন্ট জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ মৃত্যবরণ করেন ৩০ নভেম্বর ২০১৮। তিনি ছিলেন সাবেক ৪৩তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের পিতা। তার আরেক ছেলে জেব বুশ ছিলেন ফ্লোরিডার গভর্নর। পানামার স্বৈরশাসক জেনারেল নরিয়েগাকে উৎখাত করেছিলেন তিনি। তিয়েনআনমেন স্কয়ারে ১৯৮৯ সালে ছাত্রদের ওপর নিগ্রহের পর চীনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বুশ সরকার। পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতার ফলেই দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হতে পারেননি বলে মনে করেন রাজনীতির গবেষকরা।
জর্জ ডব্লিউ বুশ	৪৩তম প্রেসিডেন্ট। বুশের মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন 'কন্ডোলিৎসা রাইস' (যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম নারী কৃষ্ণাঙ্গ পররাষ্ট্রমন্ত্রী)।
বারাক ওবামা	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট। কেনিয়া বংশোদ্ভূত বারাক ওবামা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট। তিনি ২০০৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম- The Audacity of hope, Change you can believe in, Dreams from my father.
ডোনাল্ড ট্রাম্প	ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্ম ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। প্রথম রিপাবলিকান পার্টির সদস্য হয় ১৯৮৭ সালে। বর্তমান ফার্স্ট লেডি মেলেনিয়া ট্রাম্প। ট্রাম্প হল মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে ধনাঢ্য ও বয়স্ক প্রেসিডেন্ট। তিনি মূলত রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী এবং বিশ্বের ৫৪৪তম ধনী। 'আমেরিকা ফার্স্ট' স্লোগানে ক্ষমতায় আসেন। ৪৫তম প্রেসিডেন্ট। তিনি রিপাবলিকান দলের হয়ে ১৯তম প্রেসিডেন্ট। ২০০৪ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত NBC টিভিতে ট্রাম্প আয়োজন করত 'The Apprentice' নামে রিয়েলিটি শো। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'The Art of the Deal'. তাঁর শ্লোগান- Make America Great Again.

→ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অভিষেক ভাষণকে বলা হয়- First State of the Union. বার্ষিক ভাষণকে বলা হয় State of the Union.

→ যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে সবচেয়ে বেশিবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার রেকর্ড হয়েছে(মোট আটবার)।

কানাডা ও মেক্সিকো

→ 'লো সিক্ক ট্রেড প্রোগ্রাম' সাথে জড়িত- কানাডার সাথে।

→ উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ দেশের নাম- কানাডা।

→ লিলি ফুলের দেশ বলা হয়- কানাডাকে।

→ কানাডায় ফরাসি ভাষা জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি বাস করে- কুইবেক। এটিকে বলা হয়- 'পশ্চিমের জিব্রাল্টর'।

www.bdniyog.com

→ কানাডার টরেন্টো শহরের অপর নাম- মিলনস্থল।
→ কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো-এর রাজনৈতিক দলের নাম- 'লিবারেল পার্টি অব কানাডা'।
→ ম্যাপল পাতার দেশ- কানাডা।
→ কানাডা বিখ্যাত- কাগজ শিল্পের জন্য।
→ কানাডার জাতীয় টাওয়ার- টরেন্টোতে অবস্থিত সিএন টাওয়ার।
→ কানকুন অবস্থিত- মেক্সিকো।
→ প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় সভ্যতা 'মায়া সভ্যতা' গড়ে উঠেছিল মেক্সিকোতে।
→ ইউকাটাল খাল- সংযুক্ত করেছে মেক্সিকো উপসাগর ও ক্যারিবিয়ান সাগরকে।
→ মেক্সিকোকে বলা হয়- পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি।
→ গ্লোবাল গ্যাগ রুল- মেক্সিকো সিটিকে নিয়ে পলিসি। ১৯৮৪ সালে রেপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান এ নীতিমালা আরোপ করেছিলেন।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনেকগুলো দ্বীপসমষ্টির নাম। এর নামকরণ করেন ইতালিয়ান নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। উত্তর আমেরিকার ক্যারিবিয়ান সাগরের পূর্ব ও উপকূলবর্তী ১৩ বা ১৪টি স্বাধীন রাষ্ট্র, কিছু নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল নিয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ গঠিত।

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
কিউবা	নাভানা	পেসো	স্প্যানিশ
হাইতি	পোর্ট অব প্রিন্স	গুর্দে	ফ্রেঞ্চ
গ্রেনাডা	সেন্ট জর্জেস	ডলার	ইংরেজি
বার্বাডোজ	ব্রিজটাউন	ডলার	ইংরেজি
ডোমিনিকা	রুশো (Roseau)	ডলার	ইংরেজি
ডোমিনিকা প্রজাতন্ত্র	সান্টো ডমিনগো	পেসো	স্প্যানিশ
সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাডাইনস	কিংসটাউন	ডলার	ইংরেজি
সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস	ব্যাসেতেরে (Basseterre)	ডলার	ইংরেজি
ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো	পোর্ট অব স্পেন	ডলার	ইংরেজি
এন্টিগুয়া ও বারমুডা	সেন্ট জোনস	ডলার	ইংরেজি
সেন্ট লুসিয়া	ক্যাস্ট্রিজ	ডলার	ইংরেজি
বাহামা	নাসাউ	ডলার	ইংরেজি
জ্যামাইকা	কিংস্টন	ডলার	ইংরেজি

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
কিউবা ও ডোমিনিকা প্রজাতন্ত্র,	স্পেন
হাইতি,	ফ্রান্স
গ্রেনাডা, এন্টিগুয়া ও বারমুডা, বার্বাডোজ, বাহামা, ডোমিনিকা, জ্যামাইকা, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাডাইনস।	যুক্তরাজ্য

→ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিউবা ও ডোমিনিকা প্রজাতন্ত্রের মুদ্রার নাম পেসো এবং হাইতির মুদ্রার নাম গুর্দে। এছাড়া সকল দেশের মুদ্রার নাম ডলার।
→ কিউবা ও ডোমিনিকা প্রজাতন্ত্রে দাপ্তরিক ভাষা স্প্যানিশ। হাইতির ভাষা গুর্দে। এ অঞ্চলের অন্যান্য সকল দেশের ভাষা ইংরেজি।

কিউবা

→ পার্ল অব অ্যান্টিলিজ (Pearl of Antilles) নামে পরিচিত- কিউবা। কিউবা বিখ্যাত চিনি ও আখ উৎপাদনের জন্য।
→ কিউবার গুয়ানতানামো উপসাগরে Camp X-ray অবস্থিত।
→ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পাখি হার্মিং বার্ড সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কিউবায়। দেশটিকে মুক্তার দেশ বলা হয়।
→ কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট : ১৯৬২ সালে ১৩ দিনের সংকটকে বলা হয় কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরমাণু বোমা মোতায়েন করলে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে মারাত্মক সামরিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুনিয়া কাঁপানো এ ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের মাধ্যমে দু দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ক্ষেপণাস্ত্র যেখানে বসানো হয়, সেখান থেকে আমেরিকার মূল ভূ- খন্ডের দূরত্ব ছিল মাত্র – ১০০ মাইল। কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল জন এফ কেনেডি।
→ চেগুয়েভারা : আর্জেন্টিনায় জন্ম। তিনি ল্যাটিন আমেরিকায় একাধারে মার্কসবাদী নেতা, চিকিৎসক, লেখক ও কূটনীতিক। কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের অগ্রপথিক। বলিভিয়ায় বিপ্লব পরিচালনা করার সময় ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে বলিভিয়ার সরকারি সৈন্যদের হাতে নিহত হন।
→ ফিদেল ক্যাস্ট্রো (১৯২৬-২০১৬) : বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেন, I have not seen the Himalays, but I have seen Sheikh Mujib. In personality and in courage, this man is the Himalays. I have thus had the experience of witnessing the Himalays. [in 1973, at an international summit of NAM (2^{nd} Summit), held in Algiers]. তিনি একজন কিউবান সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী। তিনি ১৯৫৯ সালে ফালজেন্সিও বাতিস্তা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি কিউবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০০৮ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ভাই রাউল ক্যাস্ট্রোর কাছে ক্ষমতা অর্পণ করেন। ২৫ নভেম্বর ২০১৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হাইতি

→ LDC ভুক্ত একমাত্র ক্যারিবীয় দেশ- হাইতি।
→ ফরাসিদের থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মধ্য আমেরিকার একমাত্র দেশ- হাইতি। অন্যান্য দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভ করে যুক্তরাজ্য ও স্পেনের নিকট থেকে।

www.bdniyog.com

অন্যান্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

→ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বকালের সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড় ব্রায়ান লারা জন্মগ্রহণ করেন- ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোতে।
→ জগৎ বিখ্যাত athlete উসাইন বোল্ট জন্মগ্রহণ করেন জ্যামাইকাতে।
→ সেন্ট কিটসের অপর নাম সেন্ট ক্রিস্টোফার দ্বীপ।

☼ *মধ্য আমেরিকা (০৭টি দেশ)*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
নিকারাগুয়া	মানাগুয়া	কর্ডোবা	স্প্যানিশ
পানামা	পানামা সিটি	বেলবো	স্প্যানিশ
বেলিজ	বেলমোপেন	ডলার	ইংরেজি
কোষ্টা রিকা	সানজোসে	ক্লোন	স্প্যানিশ
হুন্ডুরাস	তেগুসিগালপা	ল্যাম্পিরা	স্প্যানিশ
গুয়েতেমালা	গুয়েতেমালা সিটি	কুয়েটজাল	স্প্যানিশ
এল সালভাদর	সান সালভাদর	ডলার	স্প্যানিশ
মনে রাখার সূত্র- নিপা ও বেলি কষ্ট করে হুন্ডায় চড়ে গুয়েতেমালায় এল।			

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
বেলিজ	যুক্তরাজ্য
পানামা, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, হুন্ডুরাস, গুয়েতেমালা, এল সালভাদর	স্পেন

→ প্রেইরি তৃণভূমি অবস্থিত মধ্য আমেরিকায়।
→ পানামা পেপার্স কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়- ৩ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রি.
→ মধ্য আমেরিকার যে দেশে স্থায়ী সেনাবাহিনী নাই- কোস্টারিকা।
→ জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় (University for Peace) অবস্থিত- সানজোসে, কোস্টারিকা। এটি ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
→ তাইওয়ানের সাথে পানামার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন : জুন, ২০১৭ তে তাইওয়ানের সাথে দীর্ঘ দিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে পানামা।
→ পানামা খাল : পানামার সংকীর্ণ স্থলভাগ কেটে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করার জন্য বিশ শতকের প্রথমে এ খাল খনন করা হয়। পানামা খাল ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ অংশে ১৫০ মিটার প্রশস্ত। ১৯১৪ সালে এ খালের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। পানামা খাল খননের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহর ও নিউইয়র্ক শহরের দূরত্ব ৮৩৭০ কিলোমিটার কমেছে। ১৯৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামা খালের কর্তৃত্ব পানামার নিকট হস্তান্তর করেন। এটি শতবর্ষে পৌঁছে ২০১৪ সালে।
→ আগ্নেয়গিরি বা হ্রদের দেশ বলা হয়- নিকারাগুয়াকে।
→ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট কন্ট্রা বিদ্রোহীরা বসবাস করছে নিকারাগুয়াতে। নিকারাগুয়াকে মশার উপকূল বা Mosquito Coast বলা হয়।
→ এল সালভেদরের বর্তমান ও প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি নায়েব বুকেলে।
→ কোস্টা রিকা শব্দের অর্থ ধনী উপকূল।
→ জাপান কর্তৃক পার্ল হারবারে আক্রমণের পর হন্ডুরাস যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যোগ দেয়। ১৯৯৮ সালে হ্যারিকেন মিচের আঘাতে দেশটির ৭০% অবকাঠামো নষ্ট হয়ে যায়।
→ বেলিজ অতীতে 'মায়া সভ্যতা' এর অংশ ছিল।

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

চিত্র. দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দেশসমূহ

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
ব্রাজিল	ব্রাসিলিয়া	রিয়াল	পর্তুগীজ
গায়ানা	জর্জটাউন	ডলার	ইংরেজি
সুরিনাম	প্যারামারিবো	ডলার	ডাচ
চিলি	সান্টিয়াগো	পেসো	স্প্যানিশ
কলম্বিয়া	বোগোতা	পেসো	স্প্যানিশ
পেরু	লিমা	সল	স্প্যানিশ
প্যারাগুয়ে	আসুনসিওন	গুয়েরানি	স্প্যানিশ
ভেনেজুয়েলা	কারাকাশ	বলিভার	স্প্যানিশ
আর্জেন্টিনা	বুয়েন্স আয়ার্স	পেসো	স্প্যানিশ
বলিভিয়া	লাপাজ, সুক্রে	বলিভিয়ানো	স্প্যানিশ
ইকুয়েডর	কুইটো	ডলার	স্প্যানিশ
উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও	পেসো	স্প্যানিশ

www.bdniyog.com

→ ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ মনে রাখার কৌশল : ব্রাজিলের গায়ক সুচির কল পেয়ে ভেরি আর্জেন্ট বই নিয়ে উরুগুয়ে গেল।

→ উপনিবেশ:

দেশের নাম	উপনিবেশ
গায়ানা	যুক্তরাজ্য
ব্রাজিল,	পর্তুগাল
সুরিনাম	নেদারল্যান্ডস
ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, ইকুয়েডর, চিলি, পেরু	স্পেন

→ ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগিজ, গায়ানার ইংরেজি এবং সুরিনামের ভাষা ডাচ। অন্যান্য সবগুলো দেশের ভাষা স্প্যানিশ।

→ দক্ষিণ আমেরিকার তথা পৃথিবীর প্রশস্ত নদীর নাম- আমাজন।

→ দক্ষিণ আমেরিকা তথা পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বতমালা- আন্দিজ পর্বতমালা।

→ আমাজন অরণ্য অবস্থিত- দক্ষিণ আমেরিকায়।

→ দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দ্বীপ- টিয়েরা।

ব্রাজিল

→ আয়তনে ও জনসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ দেশের নাম- ব্রাজিল। দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র ব্রাজিল।

→ দিলমা রউসেফ : ব্রাজিলের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। বাজেট আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগে ২০১৬ সালে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

→ পেলে : ব্রাজিলের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন। তিনি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন।

→ ***ধরিত্রী সম্মেলন*** : ৩-১৪ জুন, ১৯৯২ সালে পরিবেশ ও উন্নয়ন নিয়ে *ব্রাজিলের রিওডিজেনেরিও* তে বিশ্বের প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (৩৭তম বিসিএস)। এখানে ১৮৫ টি দেশের সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি অংশ নেন। এখানকার গুরত্বপূর্ণ দিকগুলো ছিল Agenda-21, Rio-declaration on Environment and Development (পরিবেশ উন্নয়নে রিও ঘোষণা), বনাঞ্চল নীতিমালা, Convention on Cliamate Change (জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন), Convention on Biological Diversity (জীববৈচিত্র্য সম্মেলন)।

→ বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ওষুধ রপ্তানি করে- ব্রাজিলে।

→ ৯টি দেশের মধ্যে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম বন আমাজান অবস্থিত হলেও প্রায় ৬০ শতাংশ অবস্থিত শুধু ব্রাজিলে।

→ ২০২০ সালের জন্য UNESCO কর্তৃক ঘোষিত প্রথম বিশ্ব স্থাপত্য রাজধানী ব্রাজিলেরও রিওডি জেনিরো।

→ ***এজেন্ডা—২১*** : এজেন্ডা—২১ হচ্ছে ১৯৯২ সালে রিও-ডি-জেনিরোতে হয়ে যাওয়া বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহিত একটি পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্য পরিকল্পনা। এবং ৪র্থ ভাগ- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় সমূহ।

→ কফি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত দেশ- ব্রাজিল।

→ ব্রাজিল সর্বাধিকবার বিশ্বকাপ ফুটবল জয়ী দেশ (৫বার)।

→ ব্রাজিলের প্রধান ধর্ম রোমান ক্যাথলিক।

→ ব্রাজিলের বর্তমান রাষ্ট্রপতি জাইর বোলসানরো। তাঁর রাজনৈতিক দলের নাম- সোস্যাল লিবারেল পার্টি।

চিলি ও কলম্বিয়া

→ চিলির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- মিশেল বাসলেট।

→ ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নামানুসারে দক্ষিণ আমেরিকার যে দেশের নামকরণ করা হয়- কলম্বিয়া।

→ পাবলো নেরুদা : চিলির কূটনীতিবিদ, সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদ। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৭১ সালে।

→ কলম্বিয়ার গেরিলা সংগঠন- ফার্ক। ফার্কের সাথে শান্তিচুক্তি করায় ২০১৬ সালে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ান ম্যানুয়েল স্যান্তোস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

→ Andres Escober Saldarriaga ছিলেন একজন কলম্বিয়ান ফুটবলার। বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে আত্মঘাতীয় গোল করায় তাঁকে দেশে ফিরলে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ কারণে কলম্বিয়া সারাবিশ্বে ব্যাপক সমালোচিত হয়।

→ চিলি বিশ্বের সর্বপেক্ষা সরু রাষ্ট্র। এটিকে সর্পিলাকার রাষ্ট্রও বলা হয়। ঢাকার প্রতিপাদ বিন্দু চিলির নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরে।

→ চিলির খনিতে দু মাসের বেশি সময় ধরে আটকে পড়েছিল ৩৩জন খনি শ্রমিক। ৬৯তম দিনে খনি থেকে উদ্ধার করা হয়।

→ বিশ্বের সর্বাধিক কপার উৎপাদনকারী দেশ- চিলি।

→ ইস্টার ও জয়ান ফার্নান্দেজ দ্বীপের মালিকানা- চিলির।

→ চিলির আইন সংক্রান্ত রাজধানী- ভালপারাইসো।

→ M-19, পপুলার লিবারেশন আর্মি- কলম্বিয়ার গেরিলা সংগঠন।

→ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী এবং বিশ্বের বৃহত্তম কোকেন উৎপাদনকারী দেশ- কলম্বিয়া।

আর্জেন্টিনা ও ভেনেজুয়েলা

→ NAM এর বর্তমান মহাসচিব- নিকোলাস মাদুরো (ভেনিজুয়েলা)

→ দক্ষিণ আমেরিকার যে দেশটিতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হয় - ভেনেজুয়েলা। এ দেশটিতে ইতিহাসের সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি পরিলক্ষিত হয়। ভেনেজুয়েলা অর্থ ক্ষুদ্র ভেনিস।

→ জুপিটার মন্দির- ভেনেজুয়েলার পার্লামেন্ট ভবন।

→ আলোচিত ব্যক্তিত্ব হুগো শ্যাভেজ ছিলেন- ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট।

→ OPEC এর সদস্য দক্ষিণ আমেরিকার- ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডর।

→ দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম জলপ্রপাত এঞ্জেল ফলস অবস্থিত- ভেনেজুয়েলায়।

www.bdniyog.com

→ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর জন্ম আর্জেন্টিনায়। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্য পড়ে রবীন্দ্রভক্ত হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পুরবী' কাব্যগ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করেন।

→ ফকল্যান্ড দ্বীপ : দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের একটি দ্বীপ। এর অপর নাম 'মালভিনাস'। ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে বিরোধ রয়েছে ব্রিটেন এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে। ১৯৮২ সালের ২ এপ্রিল আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দ্বীপ দখল করে নেয়। ৫ এপ্রিল, ১৯৮২ সালে ব্রিটেন সৈন্য প্রেরণ করে। ১৯৮২ সালের ১৪ জুন, ৭৪ দিন পর ফকল্যান্ড যুদ্ধ শেষ হয়।

→ ফুটবলের অন্যতম কিংবদন্তী ম্যারাডোনা ও বিপ্লবী চেগুয়েভারার জন্ম আর্জেন্টিনায়।

→ বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- ইসাবেল ডি পেরন (আর্জেন্টিনা)।

→ আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্স অবস্থি- লা প্লাটা নদীর তীরে।

পেরু, বলিভিয়া ও উরুগুয়ে

→ পেরেজ দ্যা কুয়েলার : জাতিসংঘের পঞ্চম মহাসচিব (১৯৮২-১৯৯১)। পেরুর একজন কূটনীতিক। তিনি কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

→ লাপাজ- বিশ্বের উচ্চতম রাজধানী ও বিমান বন্দর। চিলির বিচার সংক্রান্ত রাজধানী- সুক্রে।

→ সায়নিং পাথ হলো পেরুর গেরিলা সংগঠন।

→ বিশ্বের উচ্চতম হ্রদ টিটিকাকা অবস্থিত- বলিভিয়ায়।

→ দক্ষিণ আমেরিকার স্থল বেষ্টিত রাষ্ট্র- বলিভিয়া।

গায়ানা, সুরিনাম, প্যারাগুয়ে, ইকুয়েডর

→ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর সদস্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র দেশ- গায়ানা।

→ OIC এর সদস্যভুক্ত দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র দেশ- সুরিনাম। দেশটি আয়তন ও জনসংখ্যায় দক্ষিণ ক্ষুদ্রতম দেশ।

→ দক্ষিণ আমেরিকার চির বসন্তের দেশ বলা হয়- ইকুয়েডরকে।

→ ভৌগোলিক রেখা 'বিষুব রেখা' এর নাম অনুসারে দক্ষিণ আমেরিকার যে দেশের নামকরণ করা হয়েছে- ইকুয়েডর।

→ OPEC এর সদস্য দক্ষিণ আমেরিকার- ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডর।

→ দক্ষিণ আমেরিকার স্থল বেষ্টিত (Land Locked) রাষ্ট্র- প্যারাগুয়ে।

আফ্রিকা মহাদেশ

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. দক্ষিণ আফ্রিকা শ্বেতাঙ্গ শাসনের অধীনে ছিল কত- ৩৪২ বছর। (২৮তম বিসিএস)

০২. 'নক্রুমা' যে দেশের প্রেসিডেন্ট- ঘানা। (২৩তম বিসিএস)

০৩. বেনিন প্রজাতন্ত্র- আফ্রিকা মহাদেশ। (২১তম বিসিএস)

০৪. বিশ্বের নতুনতম রাষ্ট্র- দক্ষিণ সুদান। (২৫তম বিসিএস এর আলোকে)

আফ্রিকা মহাদেশ

→ অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হয়- আফ্রিকা মহাদেশকে।

→ আফ্রিকা মহাদেশ- পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ।

→ আফ্রিকার প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে চলে গেছে বিষুবরেখা। কর্কট ক্রান্তি রেখা উত্তরভাগ দিয়ে এবং মকর ক্রান্তি রেখা দক্ষিণ ভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে।

→ আফ্রিকা মহাদেশকে বলা হয় বৃহদাকার চিড়িয়াখানা।

→ আফ্রিকাকে ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে।

→ এশিয়া থেকে আফ্রিকা মহাদেশকে পৃথক করেছে লোহিত সাগর।

→ পৃথিবীর খর্বকায় জাতি- আফ্রিকা মহাদেশের পিগমি।

→ ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য- মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডা। ,,

→ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের স্বাধীন দেশ- লাইবেরিয়া ও ইথিওপিয়া।

→ আফ্রিকার (Horn of Africa) শিং বলা হয়- ইথিওপিয়া, জিবুতি, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া। (মনে রাখার উপায়: ইজি সই)। এ চারটি দেশকে একত্রে দেখতে জন্তুর শিং-এর মতো মনে হয় বলে আফ্রিকার শিং বলা হয়।

→ বিশ্বের বৃহত্তম গরম মরুভূমি সাহারা। অ্যান্টার্কটিকা ও আর্কটিকের পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মরুভূমি। ১১টি দেশ জুড়ে বিস্তৃত এই মরুভূমি। যথা- নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, পশ্চিম সাহারা, সুদান, তিউনিশিয়া, মরক্কো, লিবিয়া, মালি, বুরকানো ফাসো, সাদ, মিশর, নাইজার প্রভৃতি।

→ আফ্রিকা মহাদেশের আরব অঞ্চলীয় দেশসমূহ- মিশর, লিবিয়া, সুদান, মরক্কো, দক্ষিণ সুদান, আলজেরিয়া, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, জিবুতি, কমোরস, সোমালিয়া, মৌরিতানিয়া।

→ আফ্রিকার যেসকল দেশের সমুদ্রবন্দর নাই- উগান্ডা, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, সোয়াজিল্যান্ড, লেসোথো, জাম্বিয়া, বতসোয়ানা, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, বুরকিনা ফাসো, মালাবি, নাইজার, ইথিওপিয়া, সাদ, জিম্বাবুয়ে ও মালি।

→ আফ্রিকার বৃহত্তম/সর্বাধিক

নদী (পৃথিবীর দীর্ঘতম)	নীল নদ
দ্বীপ (অন্য নাম মালাগাছি)	মাদাগাস্কার
দেশ (আয়তনে)	আলজেরিয়া
দেশ (জনসংখ্যায়)	নাইজেরিয়া
ক্ষুদ্রতম (আয়তনে)	সিচেলিস
শিল্পোন্নত দেশ	দক্ষিণ আফ্রিকা
সর্বোচ্চ বিন্দু	মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো (তাঞ্জানিয়া)

পূর্ব আফ্রিকা (১৬টি)	কেনিয়া, দক্ষিণ সুদান, তাঞ্জানিয়া, মাদাগাস্কার, সিসিলিচ, কমোরোস, জিবুতি, সোমালিয়া, মালাবি, উগান্ডা , জিম্বাবুয়ে, মোজাম্বিক, মরিসাস, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, ইসওয়াতিনি।
উত্তর আফ্রিকা (০৬টি)	মিশর, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, সুদান।

www.bdniyog.com

মধ্য আফ্রিকা (০৫টি)	নাইজার, নাইজেরিয়া, সাদ, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র।
পশ্চিম আফ্রিকা (১৫টি)	পশ্চিম সাহারা, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, গিনি বিসাউ, গিনি, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, আইভরি কোস্ট, ঘানা, টোগো, বেনিন, মালি, বুরকিনা ফাসো, কেপভার্দে।
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা (১৩টি)	দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, লেসোথো, বতসোয়ানা, অ্যাঙ্গোলা, জাম্বিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুণ্ডি, নিরক্ষীয় গিনি, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো, গ্যাবন, সাওটোম ও প্রিন্সপে।
মোট	৫৫টি দেশ (স্বাধীন দেশ ৫৪টি)

☼ *পূর্ব আফ্রিকা (১৬টি দেশ)*

→ পূর্ব আফ্রিকার তথা বিশ্বের সর্বশেষ স্বাধীন দেশ- দক্ষিণ সুদান (৯ জুলাই, ২০১১)।

→ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থেকেও পূর্ব আফ্রিকার যে দেশ কমনওয়েলথের সদস্য- মোজাম্বিক।

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
কেনিয়া	নাইরোবি	শিলিং	সোয়াহিলি
দক্ষিণ সুদান	জুবা	পাউন্ড	ইংরেজি
তাঞ্জানিয়া	দারুস সালাম, দোদোমা	শিলিং	সোয়াহিলি, ইংরেজি
মাদাগাস্কার	আনতানারিভো	এরিয়ারি	মালাগাছি
সিচিলিস	ভিক্টোরিয়া	রুপি	ইংরেজি, সিসেলা
কমোরোস	মরোনি	ফ্রাঙ্ক	কমোরিয়ান, আরবি
জিবুতি	জিবুতি	ফ্রাঙ্ক	আরবি, ফ্রেঞ্চ
সোমালিয়া	মোগাদিসু	শিলিং	সোমালি, আরবি
মালাবি	লিলাংগুয়ে	কোয়াচ	ইংরেজি, চিওয়া
জিম্বাবুয়ে	হারারে	ডলার	ইংরেজি
মোজাম্বিক	মাপুতো	মেটিছল	পর্তুগিজ
মরিসাস	পোর্ট লুইস	রুপি	ইংরেজি
ইথিওপিয়া	আদ্দিস আবাবা	বির	আমহারী
ইরিত্রিয়া	আসমারা	নাকফা	আরবি, ইংরেজি
ইসওয়াতিনি	মেবেন, লোবাম্বা	ফ্রাঙ্ক	সোয়াজি, ইংরেজি
উগান্ডা	কাম্পালা	শিলিং	ইংরেজি, সোয়াহিলি

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
ইথিওপিয়া	ছিল না
সুদান, মাদাগাস্কার, কমোরাস, সিসেলিচ, মরিশাস	যুক্তরাজ্য/ফ্রান্স
ইরিত্রিয়া	ইথিওপিয়া
জিবুতি, উগান্ডা	ফ্রান্স
সোমালিয়া	ইতালি
কেনিয়া, তানজানিয়া, মোজাম্বিক, মালাবি, ইসওয়াতিনি	যুক্তরাজ্য
মোজাম্বিক	পর্তুগাল

কেনিয়া ও দক্ষিণ সুদান

→ দক্ষিণ সুদান স্বাধীন হয়- ৯ জুলাই, ২০১১ সালে।

→ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিশ্বের নবীনতম রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদানকে ১৯৩তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ১৪ জুলাই, ২০১১। দক্ষিণ সুদানের সাংবিধানিক নাম- The Republic of South Sudan.

→ দক্ষিণ সুদানকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ- সুদান

→ সুদান ও দক্ষিণ সুদানের বিরোধপূর্ণ সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নাম- অ্যাবেই।

→ মুদ্রা- দক্ষিণ সুদানিজ পাউন্ড, প্রেসিডেন্ট- সালভার কির। বিশ্বের ১৯৫তম , জাতিসংঘের স্বীকৃত ও আফ্রিকার ৫৪তম স্বাধীন দেশ- দক্ষিণ সুদান।

→ জি-৭৭ এর সর্বশেষ ১৩৪তম সদস্য দেশ- দক্ষিণ সুদান।

→ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আইএফসি এর সর্বশেষ (যথাক্রমে- ১৯৪তম, ১৮৪তম) সদস্য দেশ - দক্ষিণ সুদান।

→ পূর্ব আফ্রিকার রুটির ঝুড়ি খ্যাত দক্ষিণ সুদানে কোন সমুদ্র বন্দর নাই।

→ চীনের প্রস্তাবিত Road & Belt Initiative এর মেরিটাইম তথা সামুদ্রিক সিল্ক রোড জিনজিয়াং, হ্যানয়, জাকার্তা, কুয়ালালামপুর, কলম্বো, **কেনিয়ার নাইরোবি**, সুয়েজ খাল হয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে এথেন্স ও ভেনিসকে সংযুক্ত করবে।

→ 'মাউ মাউ বিদ্রোহ' সংগঠিত হয়- কেনিয়ায়।

তাঞ্জানিয়া, মাদাগাস্কার ও জিবুতি

→ মাদাগাস্কারকে মালাগাছি নামেও অভিহিত করা হয়। এটি পূর্ব আফ্রিকা তথা আফ্রিকা মহাদেশের সর্ববৃহৎ দেশ। দ্বীপ দেশটি ভারত মহাসাগারে অবস্থিত।

→ আফ্রিকার সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার সম্পর্ক গড়া চীনের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম দিক। সেই লক্ষ্যে ২০১৭ সালের আগস্টে চীন দেশের বাইরে জিবুতিতে নিজেদের প্রথম সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। দেশটির কৌশলগত অবস্থানের কারণে চীন এই দেশটিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

→ পূর্ব আফ্রিকার যে দেশ ও রাজধানীর নাম একই- জিবুতি।

→ কিলিমাঞ্জারো পবর্ত অবস্থিত- তাঞ্জানিয়ায়।

→ জুলিয়াস নায়ারে তাঞ্জানিয়ার নেতা। তিনি উগান্ডা-তাঞ্জানিয়ার যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন।

→ পৃথিবীর বৃহত্তম লবঙ্গ উৎপাদনকারী অঞ্চল- জাঞ্জিবার (তাঞ্জানিয়া)।

সোমালিয়া, জিম্বাবুয়ে ও ইথিওপিয়া

→ City of Flowering Trees বলা হয়- জিম্বাবুয়েকে।

→ জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারের পূর্ব নাম- সলসবেরী। জিম্বাবুয়ের পূর্ব নাম- দক্ষিণ রোডেশিয়া।

→ মিলিয়ন টাকার নোট ব্যবহার করেন- জিম্বাবুয়েনরা।

→ জিম্বাবুয়ে শব্দের অর্থ- House of the Chief.

→ বাংলাদেশ ক্রিকেট প্রথম ওডিআই ও টেস্ট সিরিজ জয়লাভ করে- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।

→ রবার্ট মুগাবে

- রবার্ট মুগাবে প্রাথমিক জীবনে একজন শিক্ষক ছিলেন।
- ১৯৬৩ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতার ধারাবাহিকতায় জানু- পিএফ পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯৬৪ সালে বন্দীত্ব বরণ করেন, প্রায় ১০ বছর রোডেশিয়ার

www.bdniyog.com

কারাগারে ছিলেন।
- ১৯৮০ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর জিম্বাবুয়ের প্রধানমন্ত্রী, বিজয়ী হন স্বাধীনতা- উত্তর নির্বাচনে।
- ১৯৮১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন।
- ১৯৮৭ সালে জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- ২০০২ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে জয় লাভ করেন।
- ২০০৮ সালে প্রথম দফা নির্বাচনে পরাজয়।
- ২০১৭ সালে দীর্ঘদিনের সহযোগী ভাইস প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাগওয়া বরখাস্ত এবং এরপর নিজ দল জানু- পিএফ ও সামরিক বাহিনীর ক্ষোভের মুখে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগে বাধ্য।
- রবার্ট মুগাবে মৃত্যুবরণ করেন- ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রি.

→ ইথিওপিয়ার পূর্ব নাম- আবিসিনিয়া। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশে ১৫ জন সাহাবী সর্বপ্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

→ সোমালিয়ার উপকূলে জলদস্যুতা একবিংশ শতকের প্রথম দিকে সোমালিয়ার গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক জাহাজগুলোর জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। জার্মান ইন্সটিটিউট ফর ইকনমিক রিসার্চ এর এক জরিপে বলা হয়, জলদস্যুতার বৃদ্ধির ফলে জলদস্যুতার সাথে সম্পর্কিত লাভজনক প্রতিষ্ঠানের প্রকোপও বৃদ্ধি পেয়েছে। বীমা কোম্পানিগুলো জলদস্যু আক্রমণ থেকে মুনাফা অর্জন করছে, জলদস্যুতার প্রকোপ বৃদ্ধির জন্য বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণও বেড়ে গিয়েছে।

→ সোমালিয়া গঠিত হয় ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড ও ইতালীয় সোমালিল্যান্ড নিয়ে (১৯৬০ খ্রি.)।

→ আল শাবাব হল- সোমালিয়া ভিত্তিক গেরিলা সংগঠন।

→ দুর্নীতি ধারণসূচক -২০১৭ অনুসারে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ- সোমালিয়া (স্কোর : ৯)।

মরিসাস, উগান্ডা, ইরিত্রিয়া ও ইসওয়াতিনি

→ ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্ক অঞ্চলের বাইরে আমন্ত্রিত দেশের সংখ্যা- ১টি। মরিশাস। (৩৫তম বিসিএস) [বি.দ্র. নরেন্দ্র মোদি প্রথমবার যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়, সেসময় প্রশ্নটি করা হয়েছিল।]

→ জিকা ভাইরাসের প্রথম আবির্ভাব ঘটে- উগান্ডায়, জিকা বনে ১৯৪৭ সালে। সম্প্রতি জিকা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে ব্রাজিলে। জিকা ভাইরাস ছড়ায়- এডিস মশার মাধ্যমে

→ ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ সালে সোয়াজিল্যান্ড এর নাম পরিবর্তন করে কী রাখা হয়? - The Kingdom of eSwatini.

→ উগান্ডার রাজধানী কাম্পালাকে বলা হয়- বৃষ্টির শহর।

→ LRA (Lords Resistance Army) যে দেশের জঙ্গি সংগঠন- উগান্ডা।

→ 'Pearl of Africa' বলা হয়- উগান্ডাকে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল এ কথা বলেন।

→ মুসলমান প্রধান না হয়েও যে দেশটি ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা (OIC) এর সদস্য- উগান্ডা।

→ 'হর্ন অব আফ্রিকা' এর একটি দেশ- ইরিত্রিয়া।

সিচেলিস, কমোরস, মালাবি, মোজাম্বিক

→ আরব লীগের সর্বশেষ (২২তম) সদস্য দেশ - কমোরস।

→ ব্রিটিশ উপনিবেশভুক্ত না হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য- মোজাম্বিক।

→ পূর্ব আফ্রিকা তথা আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ (দ্বীপ দেশ)- সিচেলিস।

☼ *উত্তর আফ্রিকা*

→ উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য- জ্যামিতিক সীমারেখা।

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
মিশর	কায়রো	পাউন্ড	আরবি
লিবিয়া	ত্রিপোলি	দিনার	আরবি
তিউনিশিয়া	তিউনিস	দিনার	আরবি
আলজেরিয়া	আলজিয়ার্স	দিনার	আরবি
মরক্কো	রাবাত	দিরহাম	আরবি
সুদান	খার্তুম	সুদানিজ পাউন্ড	আরবি

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
মরক্কো, আলজেরিয়া	ফ্রান্স
তিউনিসিয়া, মিশর	যুক্তরাজ্য
লিবিয়া	ইতালি

মিশর

→ নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয় যা 'রসেটা স্টোন' নামে পরিচিত। যাতে গ্রিক ও 'হায়ারোগ্লিফিক' ভাষায় অনেক লেখা ছিল, যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়।

→ আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী। মিশরকে বলা হয়- পিরামিডের দেশ।

→ ব্রিটিশরা মিশর দখল করে- ১৮৮২ সালে এবং প্রায় ৪০ বছর শাসন করে।

→ সুয়েজ খাল : ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে সংযোগ করেছে সুয়েজ খাল। ১৮৫৯ সালে খনন করা হয়। উদ্বোধন করা হয় ১৮৬৯ সালে। ১৯৫৬ সালে জাতীয়করণ করেন মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের। কায়রো ও সিনাই উপদ্বীপকে বিভক্ত করেছে।

→ ***নীল নদ*** : মিশরের নীল নদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূ-মধ্যসাগরে এসে পড়েছে। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস বলেছেন, "মিশর নীল নদের দান"। প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীল নদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সর গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল।

→ ইখওয়ানুল মুসলেমিন বা Muslim Brotherhood হল- মিশরের ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দল। এই দলের নেতা সাইয়্যেদ হাসান-আল-বান্না ও সাইয়্যেদ কুতুবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। Muslim Brotherhood নতুন নামে হোসনি মোবারকের মৃত্যুর পর 'Justice & Freedom Party' রাজনীতি পরিচালনা করছে।

www.bdniyog.com

→ শারম-আল-শেখ : মিশরের অবকাশ কেন্দ্র।
→ তাহিরর স্কয়ার : কায়রোতে অবস্থিত। এখানে আন্দোলনে ফলে স্বৈরশাসন হোসনি মোবারকের পতন হয়।
→ কুবে প্যালেস : মিশরের রাজধানী কায়রোতে অবস্থিত। কুবে প্যালেস মিশরের রাজাদের বাসভবন ছিল। বর্তমানে এটি প্রেসিডেন্টের কার্যালয়।
→ সিটি অব ডেথ : মিশরের পূর্বদিকে চার মাইল লম্বা এক কবরস্থান। মিশরের বিখ্যাত ব্যক্তি ও যোদ্ধাদের সমাধি রয়েছে সিটি অব ডেথ।
→ আল আমিন- মিশরের বিখ্যাত শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে ব্যাপক যুদ্ধ হয়েছিল।
→ আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরটি অবস্থিত মিশরে। 'পোর্ট সৈয়দ' হলো মিশরের একটি বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর।
→ হোসনি মোবরক : মিশরের সামরিক নেতা। তিনি ১৯৮১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মিশরের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালে আরব বসন্তের সময় তিনি পদত্যাগ করেন।
→ ক্যাম্পডেভিট চুক্তি হয়েছিল ইসরাইল ও মিশরের মধ্যে। এই চুক্তির কারণে আনোয়ার সাদাত (আততায়ীর হাতে নিহত হন) ১৯৭৮ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এর প্রতিক্রিয়া মিশরকে আরব লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ মিশর।
→ মোহাম্মদ মুরসি : মিশরের ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির একজন নেতা এবং মিশরের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মোহাম্মদ মুরসির পতন হলে মিশরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন সেনা প্রধান ফাত্তাহ আল সিসি। মোহাম্মদ মুরসি মৃত্যুবরণ করেন- ১৭ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে।

লিবিয়া ও তিউনিশিয়া

→ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভূগর্ভস্থ জলধার রয়েছে- লিবিয়ায়। বৃহত্তম শহরের নাম বেনগাজি।
→ তিউনিশিয়ায় প্রথম আরব বসন্ত শুরু হয়। ১৭ ডিম্বেবর, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে পুলিশি নির্যাতনের বিপক্ষে শিক্ষিত তরুণ বোয়াজিজি রাস্তার পাশে নিজ শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। এর ফলে শরু হয় আরব বসন্ত (Arab Spring). এই আন্দোলনের ফলেই ২৪ বছর ধরে তিউনিশিয়ার ক্ষমতাসীন স্বৈরশাসক বেন আলীর পতন হয়।
→ মুয়াম্মার গাদ্দাফি : কর্নেল গাদ্দাফি ১৯৬৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত লিবিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে বলা হয় আফ্রিকার লৌহ মানব।
→ পশ্চিমা বিশ্বের যৌথ বাহিনী লিবিয়ায় যে হামলা চালায়- 'অপারেশন অডিসি ডন'।

আলজেরিয়া, সুদান ও মরক্কো

→ আয়তনে আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ- আলজেরিয়া। আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের নেতা আহমেদ বিন বিল্লা ছিলেন দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট।
→ ফেজ : মরক্কোর পর্যটন নগরী ও সমুদ্রবন্দর। এই নগরীটি জ্ঞান- বিজ্ঞান চর্চায় ও ফেজ টুপির জন্য বিখ্যাত।
→ ক্যাসাব্লাঙ্কা : মরক্কোর পর্যটন নগরী ও সমুদ্রবন্দর। ১৯৪৩ সাল রুজভেল্ট, চার্চিল এবং আরব বিশ্বের নেতারা জাতিসংঘ গঠনের লক্ষ্যে ক্যাসাব্লাঙ্কাতে সম্মেলন করেছিলেন। যে সম্মেলনটি ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন নামে পরিচিত।
→ মরক্কোর পর্যটক ইবতে বতুতা ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আসেন।
→ জানজাবিদ : সুদানের একটি গেরিলা সংগঠন।
→ দারফুর : সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা। ২০০৩ সাল থেকে চরম মানবিক বিপর্যয় বিদ্যমান। Sudan Liberation Army (SLA) ও Justice & Equality Movement (JEM) লিবিয়ার সরকারে বিরুদ্ধে আন্দোলন করে।
→ আফ্রিকান ইউনিয়নের (৫৫তম) সর্বশেষ সদস্য দেশ - মরক্কো।
→ মরক্কো ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে- ১ মে ২০১৮ খ্রি.।

☼ *মধ্য আফ্রিকা (০৫টি দেশ)*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
নাইজার	নিয়ামে	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ
নাইজেরিয়া	আবুজা	নাইরা	ইংরেজি
সাদ	এন জামেনা	ফ্রাঙ্ক	আরবি, ফ্রেঞ্চ
ক্যামেরুন	ইয়াউন্ডি	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	বানগুই	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ, স্যাংগো

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
নাইজেরিয়া	যুক্তরাজ্য
নাইজার, সাদ, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	ফ্রান্স

নাইজেরিয়া ও ক্যামেরুন

→ বর্তমানে আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ- দক্ষিণ আফ্রিকা (২য়- নাইজেরিয়া)।
→ দুয়ালা- ক্যামেরুনের বৃহত্তম শহর।
→ OPEC-এর নতুন মহাসচিব- মোহাম্মদ সানুসি বারকিন্ড (নাইজেরিয়া)।

নাইজার, সাদ ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র

→ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৮ এর শীর্ষ, সর্বনিম্ন ও বাংলাদেশের অবস্থান কততম? শীর্ষ- নরওয়ে, সর্বনিম্ন - নাইজার, বাংলাদেশ- ১৩৬তম।
→ Dead Heart of Africa বলা হয়- সাদকে।
→ উবাঙ্গী নদী অবস্থিত- মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে

☼ *পশ্চিম আফ্রিকা*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
পশ্চিম সাহারা	লাউনে	মরোক্কান দিরহাম	আরবি

www.bdniyog.com

মৌরিতানিয়া	নোয়াকচট	উগুইয়া	আরবি
সেনেগাল	ডাকার	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ
গিনি বিসাউ	বিসাউ	ফ্রাঙ্ক	পর্তুগিজ
গিনি	কোনাক্রি	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ
সিয়েরা লিওন	ফ্রিটাউন	লিওন	ইংরেজি, বাংলা
লাইবেরিয়া	মনরোভিয়া	লাইবেরিয়ান ডলার	ইংরেজি
আইভরি কোস্ট	আবিদজান, ইয়ামুসোক্রো	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ
ঘানা	আক্রা	সিডি	ইংরেজি
টোগো	লোম	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ
বেনিন	পোর্টনাভো	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ
মালি	বামাকো	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ
বুরকিনা ফাসো	ইয়াগাদুগু	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ
কেপভার্দে	প্রেইয়া	এসকুদো	পর্তুগিজ

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, বুরকিনা ফাসো, বেনিন, মালি, আইভরি কোস্ট	ফ্রান্স
কেপভার্দে, গিনি বিসাউ, গিনি	পর্তুগাল
গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, ঘানা, টোগো	যুক্তরাজ্য
লাইবেরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র

সেনেগাল, সিয়েরা লিওন ও লাইবেরিয়া

→ সেনেগালের নামকরণ করা হয়- সেনেগাল নদীর নামানুসারে।
→ সিয়েরালিওন শব্দের অর্থ- সিংহের পর্বত।
→ দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি- সিয়েরা লিওন।
→ প্রথম আফ্রিকার যে দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়- সেনেগাল।
→ আফ্রিকার প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্র- লাইবেরিয়া। লাইবেরিয়াকে বলা হয়- আফ্রিকার মুক্তভূমি।
→ বাংলাদেশের সেনা সদস্যদের দ্বারা নির্মিত 'শান্তি অঙ্গন' ও 'বাংলাদেশ স্কয়ার' নামে দুটি ভাস্কর্য রয়েছে- লাইবেরিয়ায়।
→ RUF (Revolutionary United Front) যে দেশের জঙ্গী সংগঠন- লাইবেরিয়া।
→ ইলেন জনসন সারলিফ : আফ্রিকার লৌহমানবী খ্যাত। ২০১১ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ছিলেন আফ্রিকা মহাদেশের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।

আইভরি কোস্ট, ঘানা ও কেপভার্দে

→ ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার সর্বশেষ (৫৭তম) সদস্য দেশ- আইভরি কোস্ট।
→ ঐতিহাসিক শহর 'গ্রান্ড বাসাম' অবস্থিত- আইভরি কোস্টে।
→ কফি আনান : জাতিসংঘের সপ্তম মহাসচিব জন্মগ্রহণ করেন ঘানায়। আত্মজীবনী : Interventions : A Life in War & Peace. প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে জাতিসংঘের মহাসচিব হন ১৯৯৭ সালে। ২০০১ সালে জাতিসংঘের সাথে যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৬ সালে মায়ানমারের রাখাইন বিষয়ক পরামর্শক কমিশনের প্রধান হন। আনান কমিশন নামে পরিচিত পাওয়া ঐ কমিশন রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ৮৮টি সুপারিশ করে। ১৮ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
→ নক্রমা ছিলেন ঘানার প্রেসিডেন্ট। তিনি ঘানার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
→ ঘানার প্রধান উপজাতির নাম- আকান।
→ স্বাধীনতা অর্জনকারী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ দেশ- ঘানা।
→ নানা আকুফো এদো ঘানার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন- ৭ জানুয়ারি ২০১৭।

অন্যান্য (পশ্চিম আফ্রিকা)

→ ২০১৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষণা করে- পশ্চিম সাহারা মরক্কোর ভূ-খণ্ডের অংশ নয়।
→ বেনিন প্রজাতন্ত্রে ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে বাংলাদেশের ১৫ জন সেনা সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

☼ *দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহান্সবার্গ	র‍্যান্ড	ইংরেজি
নামিবিয়া	উইন্ডহোক	ডলার	জার্মান, ইংরেজি
লেসোথো	মাসেরু	লোটি	ইংরেজি
বতসোয়ানা	গ্যাবরোন	পুলা	ইংরেজি
অ্যাঙ্গোলা	লুয়ান্ডা	কোয়ানজা	পর্তুগিজ
জাম্বিয়া	লুসাকা	কোয়াসা	ইংরেজি
রুয়ান্ডা	কিগালি	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি
বুরুণ্ডি	বুজুম্বুরা	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ, কিরুণ্ডি
নিরক্ষীয় গিনি	মালাবো	ফ্রাঙ্ক	স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ
গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	কিনসাসা	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ
কঙ্গো	ব্রাজাভিল	ফ্রাঙ্ক	ফ্রেঞ্চ
গ্যাবন	লিব্রেভিল	দালাসি	ফ্রেঞ্চ
সাওটোম ও প্রিন্সপে	সাওটোমে	ডোবরা	পর্তুগিজ

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
লেসোথো	দক্ষিণ আফ্রিকা
নামিবিয়া	দক্ষিণ আফ্রিকা/যুক্তরাজ্য
দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্যাবন, বতসোয়ানা	যুক্তরাজ্য
অ্যাঙ্গোলা, সাওটম ও প্রিন্সপে, নিরক্ষীয় গিনি	পর্তুগাল
রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	বেলজিয়াম
কঙ্গো, জাম্বিয়া	ফ্রান্স

দক্ষিণ আফ্রিকা

→ আফ্রিকার প্রশাসনিক রাজধানী- প্রিটোরিয়া, আইন বিষয়ক রাজধানী- কেপটাউন। রাজধানী জোহান্সবার্গকে বলা হয় – স্বর্ণের নগরী। এই দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের সর্বাধিক শিল্পোন্নত দেশ।
→ সারাবিশ্বের সবচেয়ে বড় হীরকখনি- কিম্বার্লি।

www.bdniyog.com

→ দক্ষিণ আফ্রিকা শ্বেতাঙ্গ শাসনের অধীনে ছিল- ৩৪২ বছর। (২৮তম বিসিএস)। শেষ শ্বোতাঙ্গ শাসক ডি ক্লার্ক।

→ East London অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকায়। (২৯তম বিসিএস)। এটি একটি নদী বন্দর।

→ African National Congress প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯১২ সালে। এই সংগঠনটি গঠনে ভূমিকা রাখেন মহাত্মা গান্ধী।

→ 'কেপ অব গুড হোপ' বা উত্তমাশা অন্তরীপ অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকায়। জুলু উপজাতির বসবাস- দক্ষিণ আফ্রিকায়।

→ BRICS এর ১০ম শীর্ষ সম্মেলন ২৫-২৭ জুলাই, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়- দক্ষিণ আফ্রিকা

→ নেলসন ম্যান্ডেলা :

- **জন্ম এবং মৃত্যু:** ১৮ জুলাই ১৯১৮ এবং ২০১৩
- **পারিবারিক নাম :** রোলিহ্লাহ্লা দালিভুঙ্গা মেন্ডেলা
- **পরিচিত :** বর্ণবাদ আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা
- সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ : ১৯৪৮ সালে।
- **কারাবাস :** ২৭ বছর (১৯৬৪-১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০)
- **প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট :** ১৯৯৪
- **রাজনৈতিক দল :** African National Congress
- বিখ্যাত ভাষণ : I am Prepared to Die.
- **ম্যান্ডেলার কয়েদি নম্বর :** ৪৬৬৬৪ (৪৬৬ হলো কক্ষ নম্বর এবং ৬৪ হলো ১৯৬৪ সাল)
- **নির্বাসিত ছিলেন :** ভারত মহাসাগরের সেন্ট রোবেন দ্বীপে
- ১৯৯৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- **বিখ্যাত গ্রন্থ :** Conversation myself, A Long Walk to Freedom.
- ২৪ অক্টোবর ২০১৮ শততম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। সমাধি দেয়া হয়- নিজ গ্রাম কুনুতে।

→ ১৮ই জুলাই- ম্যান্ডেলা দিবস পালন করা হয়।

→ বর্ণবাদী নীতি চালু হয়- ১৯৪৮ সালে। বর্ণবাদ নীতির প্রবক্তা জেমস হাজর্গ।

→ নেলসন ম্যান্ডেলার স্ত্রী উইনি ম্যান্ডেলাকে বলা হয়- দক্ষিণ আফ্রিকার মাদার অব ন্যাশন।

→ The 46664- একটি এইডস বিরোধী প্রচরণার নাম।

→ সকল বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণে দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে। এই সালেই আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের সমাপ্তি হয়।

নামিবিয়া, বতসোয়ানা, নিরক্ষীয় গিনি

→ সর্বশেষ LDCs (Least Develoed Countries) থেকে বের হয়- নিরক্ষীয় গিনি।

→ কালাহারি মরুভূমি- বতসোয়ানা ও নামিবিয়ার কিছু অংশে অবস্থিত।

অন্যান্য (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা)

→ ইবোলা ভাইরাসের নামকরণ করা হয়েছে- কঙ্গোর ইবোলা নদীর নামানুসারে।

→ কমনওয়েলথের সর্বশেষ (৫৩তম) সদস্য দেশ- রুয়ান্ডা।

→ নদীর নামে দেশের নাম- কঙ্গো।

→ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র পূর্বে জায়ার নামে পরিচিত ছিল।

→ UNITA (National Union for the total Independence of Angola) যে দেশের জঙ্গি সংগঠন- অ্যাঙ্গোলা।

ওশেনিয়া মহাদেশ

বিগত বছরের প্রশ্ন

→ নাউরু অবস্থিত- ওশেনিয়া মহাদেশে। (২৪তম বাতিল বিসিএসে)

ওশেনিয়া মহাদেশ

→ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। এ মহাদেশের প্রধান দুটি দেশ- অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড যুক্তরাজ্যের রাণীকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকার করে।

→ স্বাধীন দেশ রয়েছে ১৪টি।

→ আয়তনে বৃহত্তম দেশ অস্ট্রেলিয়া এবং ক্ষুদ্রতম দেশ নাউরু। জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ ট্যুভ্যালু।

→ ওশেনিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম মারে ডার্লিং (অস্ট্রেলিয়া)।

→ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের নাউরুর ভাষা নাউরুয়ান, সামোয়ার ভাষা সামোয়া। এছাড়া বাকী সবগুলো রাষ্ট্রের ভাষা ইংরেজি।

→ সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহকে বলা হয়- ওশেনিয়া।

অবস্থান ও সংখ্যা	দেশের নাম
অস্ট্রালেশিয়া	অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।
মেলোনেশিয়া	পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ভানুয়াতু, ফিজি।
পলিনেশিয়া	টোঙ্গা, টুভ্যালু, পশ্চিম স্যামোয়া।
মাইক্রোনেশিয়া	মাইক্রোনেশিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, নাউরু ও পালাউ।

☼ *অস্ট্রালেশিয়া (০২টি দেশ)*

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	ইংরেজি
নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	নিউজিল্যান্ড ডলার	ইংরেজি

অস্ট্রেলিয়া

→ ক্যাঙ্গারুর দেশ হিসেবে পরিচিত অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া শব্দের অর্থ- এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল। দেশটির জাতীয় পশুর নাম- ক্যাঙ্গারু। দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম- স্কট মরিসন।

→ অস্ট্রেলিয়া একটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ দক্ষিণাঞ্চল। অস্ট্রেলিয়া এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত দক্ষিণ গোলার্ধের একটি দেশ। স্বাধীনতার পূর্বে পাপুয়া নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ার অধীন ছিল (১৭তম বিসিএস)। কাছের তাসমানিয়া দ্বীপ নিয়ে এটি কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া গঠন করেছে। অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ। ব্রোকেন হিল- অস্ট্রেলিয়ার খনিসমৃদ্ধ শহর।

www.bdniyog.com

→ সর্বাধিক ০৫ বার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের শিরোপা অর্জনকারী দেশ অস্ট্রেলিয়া।

→ গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ (Great Barrier Reef) : গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রবাল প্রাচীর। ২০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রবাল প্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার উত্তর- পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। এটি UNESCO কর্তৃক ঘোষিত একটি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান।

→ অস্ট্রেলিয়ার উষ্ণতম মাস- জানুয়ারি।

→ ২০১২ সালে কার্বন কর চালু করে- অস্ট্রেলিয়া।

→ দক্ষিণের রাণী বলা হয়- অস্ট্রেলিয়ার সিডনিকে।

→ অস্ট্রেলিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহরের নাম- মেলবর্ন, সিডনি, ক্যানবেরা, ব্রিসবেন, পার্থ, অ্যাডিলেড, হোবার্ট, নিউ ক্যাসল।

নিউজিল্যান্ড

→ দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন খ্যাত নিউজিল্যান্ড আবিষ্কার করেন নেদারল্যান্ডের জিল্যান্ড প্রদেশের অধিবাসী ভ্যাসম্যান।

→ মাউরি- নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী।

→ নিউজিল্যান্ডের নারীরা ১৮৯৩ সালে বিশ্বের প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে। (২৭তম বিসিএস)

→ পর পর দুবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের রানার্স আপ হয়- নিউজিল্যান্ড (২০১৫, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে)।

→ কিউই পাখি হলো নিউজ্যিান্ডের জাতীয় পাখি। নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের বলা হয় কিউই। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট টিমকে বলা ব্ল্যাক ক্যাপস।

→ নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের এক মসজিদে হামলার ঘটনা ঘটে- ১৫ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ চলছিল।

→ নিউজিল্যান্ডের জাতীয় খেলা- রাগবি।

→ নিউজিল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম- জাসিন্দা আর্ডের্ন।

☼ মেলোনেশিয়া (০৪টি দেশ)

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	হোনিয়ারা	ডলার	ইংরেজি
পাপুয়া নিউগিনি	পোর্ট মোর্সবি	কিনা	ইংরেজি
ভানুয়াতু	পোর্ট ভিলা	ভাতু	ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ
ফিজি	সুভা	ডলার (aus)	ইংরেজি, ফিজিয়ান
মনে রাখুন : সালমান পাপিয়া ও ভানুকে নিয়ে ফিজি গেল।			

→ মেলোনেশিয়া অর্থ কৃষ্ণ দ্বীপ। ব্রিটিশ নাবিক ক্যাপ্টেন কুক এ দ্বীপগুলো আবিষ্কার করেন।

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
পাপুয়া নিউগিনি	অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি	যুক্তরাজ্য
ভানুয়াতু	ফ্রান্স

→ পাপুয়ার নিউগিনির ম্যানাস দ্বীপপুঞ্জ যে কারণে আলোচিত- রিফিউজি ও আস্যাইলাম ভুক্তভোগীদের জন্য।

→ বিশ্বের সর্বাধিক ভাষার দেশ- পাপুয়া নিউগিনি।

☼ পলিনেশিয়া (০৩টি দেশ)

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
টোঙ্গা	নুকুয়ালোফা	পাঙ্গা	ইংরেজি, টোঙ্গান
টুভ্যালু	ফুনাফুটি	ডলার (aus)	ইংরেজি, ট্যুভ্যালুয়ান
পশ্চিম স্যামোয়া	আপিয়া	ডলার	ইংরেজি, স্যামোয়ান

→ পলিনেশিয়া শব্দের অর্থ- অনেক দ্বীপ। দ্বীপ গুলোর ভৌগোলিক অবস্থান- মধ্য ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে।

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
টোঙ্গা, টুভ্যালু	যুক্তরাজ্য
পশ্চিম সামোয়া	নিউজিল্যান্ড/যুক্তরাজ্য

→ নিউজিল্যান্ডের আওতায় পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ- কুক দ্বীপপুঞ্জ, নিও।

→ চিলির মালিকানায় পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ- ইস্টার দ্বীপপুঞ্জ

→ যুক্তরাষ্ট্রের আওতায় পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ- হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ।

☼ মাইক্রোনেশিয়া (০৫টি দেশ)

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রা	ভাষা
ফেডারেটেড স্টেট অব মাইক্রোনেশিয়া	পালিকির	ডলার (us)	ইংরেজি
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	মাজুরু	ডলার (us)	ইংরেজি, মার্শালিজ
কিরিবাতি	তারাওয়া	ডলার	ইংরেজি, কিরিবাতি
নাউরু	ইয়ারেন	ডলার (aus)	ইংরেজি, নাউরুয়ান
পালাউ	মেলিকিউক	ডলার (aus)	ইংরেজি, পালাউয়ান

→ মনে রাখুন : মামা কেবাতি নাড়াচ্ছে পালাও।

→ উপনিবেশ :

দেশের নাম	উপনিবেশ
মাইক্রোনেশিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	যুক্তরাষ্ট্র
কিরিবাতি	যুক্তরাজ্য
নাউরু ও পলাউ	জাতিসংঘ

→ যুক্তরাষ্ট্রে আওতায় মাইক্রোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ : উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, গুয়াম, ওয়াক দ্বীপপুঞ্জ।

→ ওশেনিয়া মহাদেশের সর্বশেষ স্বাধীন দেশ- পালাউ। দেশটি স্বাধীন হয় জাতিসংঘের অছি পরিষদ থেকে ১৯৯৪ সালে।

→ গুয়াম : প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন একটি দ্বীপ। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ও মার্কিন নৌবাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বর্তমানে এ দ্বীপে একটি মার্কিন নৌ- ঘাঁটি রয়েছে। কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘোষণার পর থেকে আলোচনায় এসেছে।

এন্টার্কটিকা মহাদেশ

→ স্থায়ী জনবসতিহীন এন্টার্কটিকা মহাদেশের অবস্থান দক্ষিণ মেরুর চতুর্দিকে। এটিকে কেউ কেউ বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মহাদেশটির অন্য নাম 'কুমেরু মহাদেশ'।

→ 'কয়লা' এ মহাদেশটির প্রধান খনিজ দ্রব্য।

www.bdniyog.com

→ এই মহাদেশের ৯৮% অংশ বরাফাবৃত। সারা বছর বরফাচ্ছন্ন থাকে এই মহাদেশ।

→ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি 'মাউন্ট ইরেবাস' এন্টার্কটিকা মহাদেশে অবস্থিত।

পুরাতন নাম, উপনাম, প্রসিদ্ধ স্থান, সীমারেখা

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. হারারে এর পুরাতন নাম- সলসবেরী। (১০তম ও ৩১তম বিসিএস)

নতুন নাম	পুরাতন নাম	নতুন নাম	পুরাতন নাম
অসলো	খ্রিস্টিনা	তানজানিয়া	জাঞ্জিবার ও ট্যাঙ্গানিয়া
আঙ্কারা	অ্যাঙ্গোরা	থাইল্যান্ড	শ্যামদেশ
ইরাক	মেসোপটেমিয়া	মায়ানমার	বার্মা, ব্রহ্মদেশ
ইরান	পারস্য	দিল্লী	হস্তিনাপুর
ইথিওপিয়া	আবিসিনিয়া	নেদারল্যান্ড	হল্যান্ড
ইস্তানবুল	কন্সট্যান্টিনোপল	পিনমানা	নাইপিদো
ইন্দোনেশিয়া	ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ	পোল্যান্ড	পোলাস্কা
ইয়াঙ্গুন	রেঙ্গুন	পণ্ডিচেরি	পুডুচেরি
ইকচেরিয়া	চেচনিয়া	ফ্রান্স	গল
এ্যাঙ্গোলা	পশ্চিম সাহারা	ফকল্যান্ড	মালভিনাস
কর্ণাটক	মহীশূর	ফয়সালাবাদ	লায়নপুর
কিরিবাতি	গিলব্রাট দ্বীপপুঞ্জ	ভানুয়াতু	নিউ হেব্রাইডিজ
জর্ডান	ট্রান্সজর্ডান	বতসোয়ানা	বেচুয়ানাল্যান্ড
কম্বোডিয়া	কম্পুচিয়া	বেইজিং	পিকিং
নিরক্ষীয় গায়ানা	স্পেনিশ গায়ানা	বেনিন	দাহোমি
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	জায়ারে	জিবুতি	ফ্রেঞ্চ সোমালিল্যান্ড
কেপ কেনেডি	কেপ কেনভিরাল	বেলিজ	ব্রিটিশ হন্ডুরাস
গায়ানা	ব্রিটিশ গায়ানা	মলদোভা	মলদভিয়া
গিনিবিসাউ	পর্তুগিজ গিনি	বারকিনা ফাসো	আপার ভোল্টা
ঘানা	গোল্ড কোস্ট	স্পেন	আন্দালুসিয়া
চীন	ক্যাথে	জাপান	নিপ্পন
চেকিয়া	চেক প্রজাতন্ত্র	জাম্বিয়া	উত্তর রোডেশিয়া
চেন্নাই	মাদ্রাজ	জিম্বাবুয়ে	দক্ষিণ রোডেশিয়া
জাকার্তা	বাটভিয়া	সিঙ্গাপুর	তুমাসিক
জওহরনগর	গ্রজনি	মালাগাছি	মাদাগাস্কার
জার্মানী	ডয়েসল্যান্ড	মালাওয়ি	নায়াসাল্যান্ড
টুভ্যালু	এলিস দ্বীপপুঞ্জ	মালয়েশিয়া	মালয়
তাইওয়ান	ফরমোজা	মুম্বাই	বোম্বাই
মুম্বাই	বোম্বাই	মাঞ্চরিয়া	মানচুকিয়ো
মদিনা	ইয়াসরিব	সেন্ট পিটাসবার্গ	লেলিনগ্রাদ, পেট্রোগ্রাড
হারারে	সলসবেরি	লেসোথো	বাসুতোল্যান্ড
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ	স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ	লিবিয়া	ত্রিপোলী
হো চি মিন সিটি	সায়গন	সাবা	উত্তর বোর্নিও
ফিলিপাইন	স্প্যানিস ইস্ট ইন্ডিজ	সুইজার ল্যান্ড	হেলভেটিয়া
ভোলগোগ্রাড	স্ট্যালিনগ্রাদ	সুরিনাম	ডাচ গায়ানা
নামিবিয়া	দক্ষিণ- পশ্চিম আফ্রিকা	শ্রীলঙ্কা	সিংহল
শিবাজীনগর	আহমেদাবাদ		

উপনাম

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. পবিত্র ভূমি বলা হয়- ফিলিস্তিনকে। (১১তম বিসিএস)

০২. হাজার হ্রদের দেশ বলা হয়- ফিনল্যান্ড। (১২, ৩০ ও ৩১তম বিসিএস)

০৩. Horn of Africa তে অবস্থিত- ইথিওপিয়া, সোমালিয়া। (২৫তম বিসিএস)

০৪. চির শান্তির শহর বলা হয়- রোমকে। (২৩তম বিসিএস)

০৫. নিশীথ সূর্যের দেশ বলা হয় যে দেশকে- নরওয়ে। (২৩তম বিসিএস)

০৬. ইউরোপের ককপিট বলা হয় যে দেশকে- বেলজিয়াম। (২৩তম বিসিএস)

০৭. বিশ্বের নিষিদ্ধ শহর নামে পরিচিত- লাসা। [নিষিদ্ধ দেশ হলে হবে, তিব্বত] (১৫তম বিসিএস)

০৮. গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল- মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওস-কে একত্রে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলা হয়। (১৪তম বিসিএস)

০৯. বান্দুং- ইন্দোনেশিয়া। (২৩তম ও ২৫তম বিসিএস)

উপনাম	দেশ/স্থান/বস্তু
ভারতের প্রবেশদ্বার	মুম্বাই
পাকিস্তানের প্রবেশদ্বার	করাচি
ইউরোপের প্রবেশদ্বার	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
ইউরোপের রণক্ষেত্র/ককপিট	বেলজিয়াম
ইউরোপের ক্রীড়াক্ষেত্র/খেলার মাঠ	সুইজারল্যান্ড
প্রাচ্যের ভেনিস	ব্যাংকক
মসজিদের শহর	ঢাকা
আগুনের দ্বীপ	আইসল্যান্ড
বাইসাইকেলের শহর	ডেনমার্ক
The Emerald Isle	আয়ারল্যান্ড
City of Flowering Trees	হারারে, জিম্বাবুয়ে
পার্লস অব আফ্রিকা	উগান্ডা
প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার	ওসাকা (জাপান)
মহাসমুদ্র অভিযাত্রীর দেশ	পর্তুগাল
ফাদার অব আপেল ট্রিজ	আলমাআতা (কাজাখস্তান)
মধ্য এশিয়ার সুইজারল্যান্ড	কিরগিস্তান
দ্যা ল্যান্ড অব থান্ডার্ড ড্রাগন	ভুটান
সোনালী আঁশের দেশ	বাংলাদেশ
অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ	আফ্রিকা

www.bdniyog.com

আদ্রিয়াতিকের রাণী	ভেনিস
হাজার হ্রদের দেশ	ফিনল্যান্ড
স্বর্ণের শহর	জোহান্সবার্গ
সোনার অন্তঃপুর	ইস্তাম্বুল, তুরস্ক
সাত পাহাড়ের শহর	রোম
সম্মেলনের শহর	জেনেভা
ইউরোপের রুগ্ন মানুষ	তুরস্ক
হলদে নদী	হোয়াংহো
সমুদ্রের বধূ	গ্রেট ব্রিটেন
সাদা শহর	বেলগ্রেড
সোনালি প্যাগোডার দেশ	মায়ানমার
সূর্যোদয়ের দেশ	জাপান
শ্বেতাঙ্গদের কবরস্থান	গিনি কোস্ট
বৃহদাকার চিড়িয়াখানা	আফ্রিকা
লিলি ফুলের দেশ	কানাডা
লবঙ্গ দ্বীপ	জাঞ্জিবার (তানজানিয়া)
রাজপ্রাসাদের শহর	কলকাতা
রজত নগরী	আলজিয়ার্স
মুক্তার দেশ	কিউবা
মুক্তার দ্বীপ	বাহরাইন
মরুভূমির দেশ	আফ্রিকা
পিরামিডের দেশ	মিশর
বাজারের শহর	কায়রো, মিশর
সোনালি তোরণের দেশ	সানফ্রান্সিসকো
সকাল বেলার শান্তি/শান্ত সকালের দেশ	কোরিয়া
সাদা হাতির দেশ	থাইল্যান্ড
শান্ত শহর	ভেনিস
রৌপ্যের শহর	আলজিয়ার্স (আলজেরিয়া)
ম্যাপল পাতার দেশ/লিলি ফুলের দেশ	কানাডা
মার্বেলের দেশ	ইতালি
মন্দিরের শহর	বেনারস, ভারত
ভূমিকম্পের দেশ	জাপান
ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার	জিব্রাল্টার
ভারতের রোম	দিল্লী
বাংলার ভেনিস	বরিশাল
চিনির আধার	কিউবা
প্রাচ্যের ভেনিস	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
প্রাচ্যের দেশ	চীন
আলোর শহর	প্যারিস
পশ্চিমের জিব্রাল্টার	কুইবেক, কানাডা
পবিত্র ভূমি	জেরুজালেম
নীল পর্বত	নীলগিরি পাহাড়
চীনের নীলনদ	ইয়াং সিকিয়াং
নিষিদ্ধ দেশ	তিব্বত
নিষিদ্ধ শহর	লাসা (তিব্বতের রাজধানী)
দ্বীপের মহাদেশ	ওশেনিয়া
জাঁকজমকের নগরী	নিউইয়র্ক
চিরসবুজের দেশ	নাটাল, দক্ষিণ আফ্রিকা
ইউরোপের ককপিট	বেলজিয়াম
রাতের নগরী	কায়রো
বিগ আপেল	নিউইয়র্ক
বজ্রপাতের দেশ	ভুটান
ভাটির দেশ	বাংলাদেশ
ভূমধ্যসাগরের চাবি	জিব্রাল্টার
ভূ- স্বর্গ	কাশ্মীর
বিশ্বের রুটির ঝুড়ি	প্রেইরি, আমেরিকা
বাতাসের শহর	শিকাগো
পৃথিবীর ছাদ	পামির মালভূমি
প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন	জাপান
প্রাচ্যের ড্যান্ডি	নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ
পোপের শহর	রোম
পীত নদী	হোয়াংহো
পান্না দ্বীপ	আয়ারল্যান্ড
পশুপালনের দেশ	তুর্কমেনিস্তান
পশমের দেশ	অস্ট্রেলিয়া
পবিত্র পাহাড়	ফুজিয়ামা (জাপান)
পঞ্চনদের দেশ	পাঞ্জাব (পাকিস্তান)
নীল নদের দেশ/নীল নদের দান	মিশর
নীরব শহর	রোম
নিশ্চুপ সড়কের শহর	ভেনিস
দক্ষিণের রাণী	সিডনি
দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন	নিউজিল্যান্ড
চীনের দুঃখ	হোয়াংহো
চির বসন্তের নগরী	কিটো (ইকুয়েডর)
গ্রানাইডের শহর	এবারডিন
গোলাপি শহর	রাজস্থানের জয়পুর (ভারত)
ক্যাঙ্গারুর দেশ	অস্ট্রেলিয়া
উত্তরের ভেনিস	স্টকহোম
রিকশার শহর	ঢাকা
উদ্যানের নগরী	শিকাগো
হ্রদ বা আগ্নেয়গিরির দেশ	নিকারাগুয়া
দ্বীপের নগরী/রাজপ্রাসাদের নগর	ভেনিস
বিশ্বের রাজধানী	নিউইয়র্ক
তামার দেশ	জাম্বিয়া
নীল আকাশের দেশ	মঙ্গোলিয়া
সিল্ক রুটের দেশ	ইরান
সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্যভান্ডার	ইউক্রেন
পুষ্পমণ্ডিত বৃক্ষের শহর	হারারে, জিম্বাবুয়ে
গগনচুম্বী অট্টালিকার শহর	নিউইয়র্ক
খালের নগরী	ভেনিস
আলোর শহর/সংস্কৃতির শহর	প্যারিস
নিমজ্জমান নগরী	ভেনিস
ঝর্নার শহর	তাসখন্দ
স্বপ্নের শহর	ম্যানিলা

বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর

এশিয়া মহাদেশ	
বন্দরের নাম	দেশের নাম
চট্টগ্রাম, মংলা, পায়রা, সোনাদিয়া	বাংলাদেশ
কলকাতা, নাভি মুম্বাই (মহারাষ্ট্র), বিশাখাপত্তম (অন্ধ্র প্রদেশ), কোচি (কেরালা), মুন্দ্রা (গুজরাট), নিউ ম্যাঙ্গালুর (কর্ণাটক) হালদিয়া (পশ্চিম বঙ্গ)	ভারত
ঝিয়ামেন, হুয়াংপু	চীন

www.bdniyog.com

দোহা, আম সৈয়দ, রাস লাফান	কাতার
জেদ্দা, কিং ফাহাদ, কিং আব্দুল আজিজ, জিজান, ধীবা	সৌদি আরব
কলম্বো, হাম্বানটোটা (বর্তমানে চীনের দখলে রয়েছে), গল, পয়েন্ট পেড্রো, অলুভিল	শ্রীলঙ্কা
ছাবাহার, বন্দর আব্বাস	ইরান
খাসাব, সালালাহ, সোহার, আদ দাকাম	ওমান
ইয়াংগুন	এায়ানমার
এডেন (১১তম বিসিএস)	ইয়েমেন
গোয়াদার, করাচি, মুহাম্মদ বিন কাসিম	পাকিস্তান
মিনা রাশিদ, ডুবাই, মিনা যায়েদ, আবুধাবি, মিনা খালিদ, সারজাহ	সংযুক্ত আরব আমিরাত
জেজু, বুসন, মোকপো, মুখো, ইয়েসু	দক্ষিণ কোরিয়া
সুন্দা কেলাপা, তানজুং	ইন্দোনেশিয়া
আকাবা (১৫তম বিসিএস)	জর্ডান

ইউরোপ মহাদেশ	
বেলফাস্ট, বার্ড, ব্রিস্টল, কার্ডিফ হার্বর, ডগলাস, ডান্ডি, ফ্লিটউড, গার্স্টন, লিভারপুল, লন্ডন, ডোভার, হলিহেড, লোয়েস্টফ, কিংস লিন	যুক্তরাজ্য
বার্সেলোনা, ভ্যালেন্সিয়া, দেনিয়া, কার্টাগেনা, আলমেরিয়া, সেউটা, মালাগা, কাডিজ, কাস্টেলন, মাদ্রিদ, আন্দালুসিয়া, জিজন, পালমা	স্পেন
কর্ফু (Corfu), কাভালা, ভোলস (Volos), হেরাকলায়ন, রোডস (Rhodes), রাফিনা, ন্যাক্সস	গ্রিস
নিই রস, ওয়াটারফোর্ড, কর্ক, কোব, কিনসালে, ক্যাসলটাউন, পূর্ব ডানমোর, তিভোলি	আয়ারল্যান্ড
মারিনা পিকোলা, ন্যাপলস, অগাস্টা, বারি, মেসিনা, ভেনিস	ইতালি
সান্তা ক্রুজ দাস ফ্লোরস, পোর্ট অব সীনস, পোর্ট অব লীসবোয়া, ম্যারিনা পোর্ট আটলাইন্টিকো	পর্তুগাল
লি হার্ভে (Le Havre), প্রভেন্স (Provence), এব বোনিফাসিও (Bonifacio), De santes	ফ্রান্স

আফ্রিকা মহাদেশ	
কেপটাউন, ডারবান, ইস্ট লন্ডন	দক্ষিণ আফ্রিকা
সুয়েজ, পোর্ট সৈয়দ, আলেকজান্দ্রিয়া	মিশর
ক্যাসাব্লাঙ্কা	মরক্কো
ডাকার	সেনেগাল
পোর্ট সুদান	সুদান

আমেরিকা মহাদেশ	
নিউইয়র্ক, শিকাগো, সানফ্রান্সিসকো, ফিলাডেলফিয়া, নিউ অরলিন্স, বোস্টন	যুক্তরাষ্ট্র
মন্ট্রিল, কুইবেক, ভ্যাঙ্কুভার	কানাডা
রিও ডি জেনিরো	
বুয়েন্স আয়ার্স	আর্জেন্টিনা
মন্টিভিডিও	উরুগুয়ে

বিশ্বের বিভিন্ন সীমারেখা

সীমারেখা (Boundary)	Location Between
ডুরান্ড লাইন (Durand Line)	পাকিস্তান ও আফগানিস্তান [মনে রাখুন: ডর (ভয়) করে আপা]
র‍্যাডক্লিফ লাইন (Radcliffe Line)	ভারত ও পাকিস্তান [মনে রাখার সূত্র: র‍্যাডক্লিফকে ভাপা পিঠা দিলাম] ভা- ভারত, পা- পাকিস্তান।
লাইন অব কন্ট্রোল (Line of Control) (২৬তম বিসিএস)	ভারত ও পাকিস্তান [মনে রাখার সূত্র: কন্ট্রোল কর ভাপা পিঠা খাওয়া] ভা – ভারত, পা – পাকিস্তান
লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল (Line of Actual Control)	ভারত ও চীন (কাশ্মীর সীমান্তে) [মনে রাখার সূত্র: একচুয়ালি চাই] চা – চীন, ই – ইন্ডিয়া
ম্যাকমোহন লাইন (McMahon Line) (৩৭তম বিসিএস)	ভারত ও চীন [মনে রাখার সূত্র: ম্যাকমোহন সাহেবকে চাই] চা – চীন, ই – ইন্ডিয়া
ম্যাকনামারা লাইন (McNamara Line)	সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম
ম্যানারহেইম লাইন (Mannerheim Line)	রাশিয়া ও ফিনল্যান্ড
ম্যাজিনো লাইন (Maginot Line)	জার্মানি ও ফ্রান্স [মনে রাখার সূত্র: ম্যাজিনোর জার্মানে ফ্রেন্ডস (ফ্রান্স) আছে]
সিগফ্রিড লাইন (Seigfried Line)	
হিন্ডারবার্গ লাইন (Hinderburg Line)	জার্মানি ও পোল্যান্ড
ওডারনিস লাইন (Oder- Neisse Line)	জার্মানি ও পোল্যান্ড [মনে রাখার সূত্র: ও (ওডারনিস) জার্মানির পোলা]
কার্জন লাইন (Curzon Line)	পোল্যান্ড ও USSR (রাশিয়া)
ফচ লাইন (Foch Line)	পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া [মনে রাখুন: ফচ লাইনে পোলি আত্মহত্যা করলো]
ব্লু লাইন (Blue Line)	ইসরাইল ও লেবানন
গ্রিন লাইন (Green Line)	ইসরাইলের সীমারেখা (১৯৪৮ খ্রি. আরব – ইসরাইল যুদ্ধে)
পার্পল লাইন (Purple Line)	ইসরাইল ও সিরিয়া (১৯৬৭ খ্রি. আরব – ইসরাইল যুদ্ধে)
সনোরা লাইন (Sonora Line)	যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো (২৮তম বিসিএস)
লাইন অব ডেমারকেশন (Line of Demarcation)	পর্তুগাল ও স্পেন
মিলিটারি ডিমারকেশন লাইন (Military Demarcation Line)	উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া (১৯৫৩ খ্রি. –কোরিয়ান যুদ্ধ শেষে)
নর্দান লিমিট লাইন (Northern Limit Line)	উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া (পীত সাগরের সমুদ্রসীমা)
১৭° উত্তর অক্ষরেখা (17th Parallerl North)	সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম
২২° উত্তর অক্ষরেখা (22nd Parallel North)	মিশর ও সুদান
২৫° উত্তর অক্ষরেখা (25th Parallel North)	মৌরিতানিয়া ও মালি
৩৮° উত্তর অক্ষরেখা (38th Parallel North)	উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া
৪৯° উত্তর অক্ষরেখা (49th parallel North)	যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

→ ১৯৪৭ সালে স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বাধীন কমিশন ভারত ও তৎকালীন পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ করে। কমিশনটি 'র‍্যাডক্লিফ কমিশন' নামে পরিচিত।

www.bdniyog.com

সরকার ও রাজনীতি

আইনসভা

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা (Bicameral Parliament)

দেশের নাম	আইনসভা	উচ্চকক্ষ
		নিম্নকক্ষ
যুক্তরাষ্ট্র (USA)	কংগ্রেস	সিনেট (১০০ জন সদস্য)
		হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস (৪৩৫ জন সদস্য)
রাশিয়া (Russia)	ফেডারেল অ্যাসেম্বলি	ফেডারেশন কাউন্সিল
		স্টেট ডুমা
যুক্তরাজ্য (UK)	পার্লামেন্ট	হাউজ অব লর্ডস (৭৩৬ জন সদস্য)
		হাইজ অব কমনস (৬৫০ জন সদস্য)
ফ্রান্স (France)	পার্লামেন্ট	সিনেট
		ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
জার্মানি (Germany)	রাইখস্ট্যাগ	ফেডারেল কাউন্সিল (বুনডেসরাট)
		ফেডারেশন ডায়েট (বুনডেসটাগ)
পোল্যান্ড (Poland)	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (Zgromandzenie Narowe)	সিনেট
		সিম (ডায়েট)
নেদারল্যান্ডস (Netherlands)	স্টেটস জেনারেল (States General)	সিনেট (Eerste Kamer)
		হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস (Tweede Kamer)
দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa)	পার্লামেন্ট	ন্যাশনাল কাউন্সিল অব প্রভিন্সেস
		ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
মিশর (Egypt)	পার্লামেন্ট	কনসালটেটিভ কাউন্সিল (মজলিস আল – শূরা)
		পিপলস অ্যাসেম্বলি (মজলিস আল – শাহাব)
ভারত (India)	পার্লামেন্ট (সংসদ)	কাউন্সিল অব স্টেটস (রাজ্যসভা)
		হাউজ অব দি পিপল (লোকসভা)
পাকিস্তান (Pakistan)	অ্যাসেম্বলি অব কাউন্সিলস	সিনেট
		ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
আফগানিস্তান (Afganistan)	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	হাউজ অব এলডারস (মেশরানো জিরগা)
		হাউজ অব দি পিপল (ওলেসি জিরগা)
ভুটান (Bhutan)	পার্লামেন্ট অব ভুটান	ন্যাশনাল কাউন্সিল (Gyelyong Tshogde)
		ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (Gyelyong Tshogdu)
নেপাল (Nepal)	ফেডারেল পার্লামেন্ট	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
		হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস
মালয়েশিয়া (Malysia)	পার্লামেন্ট	সিনেট (Dewan Negara)
		হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস (Dewan Rakyat)
জাপান (Japan)	ডায়েট (Kokkai)	হাউজ অব কাউন্সিলরস (Shugiin)
		হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস (Sangiin)
অস্ট্রেলিয়া (Austria)	পার্লামেন্ট অব দ্যা কমনওয়েলথ	সিনেট
		হাউজ অব অ্যাসেম্বলি
ইতালি (Italy)	ইতালিয়ান পার্লামেন্ট	সিনেট অব দ্য রিপাবলিক
		চেম্বার অব ডিপুটিস
সুইজারল্যান্ড (Switzerland)	পার্লামেন্ট (লিবলানডা)	সিনেট
		হাউজ অব অ্যাসেম্বলি
মায়ানমার (Myanmar)	পিদাংসু হুততাও (The Assembly of the Union)	অ্যামিয়াথা হুততাও (House of Nationalities)
		পিথু হুততাও (House of Representatives)

কৌশলে মনে রাখুন..

দেশের নাম	আইনসভার নাম
ইরানের মাম খুব মমতাময়ী [ইরান, মা- মালদ্বীপ, ম- মজলিশ	
ইরান, মালদ্বীপ	মজলিশ
নেই [নে-নেসেট, ই-ইসরাইল]	
ইসরাইল	নেসেট
পলি EEC থেকে BBA করে কলম্বিয়া গেল।	
প্যারাগুয়ে – প	কংগ্রেস
লিবিয়া – লি	জেনারেল পিপলস কংগ্রেস
ইকুয়েডর – E	ন্যাশনাল কংগ্রেস
চীন - C	ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস
চিলি - C	ন্যাশনাল কংগ্রেস
ব্রাজিল - B	ন্যাশনাল কংগ্রেস
বলিভিয়া – B	ন্যাশনাল কংগ্রেস
আমেরিকা – A	কংগ্রেস
কলম্বিয়া	কংগ্রেস
শ্রীলংকার পতাকায় সিংহ থাকে।	
শ্রীলংকা	সিংহালা
তুর্কিরা কোরিয়ানদের অ্যাসেম্বলি করায়।	
উত্তর কোরিয়া	সুপ্রীম পিপলস অ্যাসেম্বলি
দক্ষিণ কোরিয়া	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
তুরস্ক	গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
ডেনমার্করা ফোক গান শুনে।	
ডেনমার্ক	ফোকেটিং (Folketing)
পোলিশরা সীম খায়।	
পোল্যান্ড	সীম
বাঙ্গালি জাতি	
বাংলাদেশ	জাতীয় সংসদ
জাপানিরা ডায়েট কন্ট্রোল করে	
জাপান	ডায়েট

পার্লামেন্ট- মাই (My : আমার) মিশন অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সকে যুক্ত করে ভাপা পিঠা খাওয়াবো।		
মালয়েশিয়া	মা	পার্লামেন্ট
ইরাক	ই	পার্লামেন্ট
মিশর	মিশন	পার্লামেন্ট
অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া	পার্লামেন্ট অব দ্যা কমনওয়েলথ
ফ্রান্স	ফ্রান্সকে	পার্লামেন্ট
যুক্তরাজ্য	যুক্ত	পার্লামেন্ট
ভারত	ভাপা পিঠা	পার্লামেন্ট

আদিবাসী (Indigenous/Aboriginal)

Zulu (জুলু)	দক্ষিণ আফ্রিকা
Pygmy (পিগমি)	মধ্য আফ্রিকা

www.bdniyog.com

Maasi (মাসাই)		কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া
Maori (মাওরি/ মাউরি)		নিউজিল্যান্ড
Kurdi (কুর্দি)		ইরান, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক
Afridi (আফ্রিদি)		পাকিস্তান
Gurkha (গুর্খা)		নেপাল
Toda (টোডা), Naga (নাগা), Dravidian (দ্রাবিড়)		ভারত
Bedya (বেদে)	ভারতীয় উপমহাদেশ	
Eskimos (ইস্কিমো)	সাইবেরিয়া (রাশিয়া), আলাস্কা (যুক্তরাষ্ট্র), কানাডা, গ্রীনল্যান্ড	
Red Indian (রেড ইন্ডিয়ান)		আমেরিকা
হুটু ও টুটুসি		রুয়ান্ডা

→ পিগমি- পৃথিবীর খর্বকায় উপজাতি।

→ টোডা উপজাতি- সমাজে বহুস্বামীভিত্তিক পরিবার দেখা যায়।

→ বেদ- যাযাবর জাতি বিশেষ।

→ রেড ইন্ডিয়ান- আমেরিকার আদি অধিবাসী।

জাতীয়/আন্তর্জাতিক দিবস

দিবসের নাম	তারিখ
আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস	২৬ জানুয়ারি
বিশ্ব জলাভূমি দিবস	২ ফেব্রুয়ারি
বিশ্ব ক্যান্সার দিবস	৪ঠ ফেব্রুয়ারি
সুন্দরবন দিবস	১৪ ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক স্কাউট দিবস	২২ ফেব্রুয়ারি
বিশ্ব নারী দিবস	৮ মার্চ
কমনওয়েলথ দিবস	মার্চের ২য় সোমবার
বিশ্ব পাই দিবস	১৪ মার্চ
বিশ্ব বর্ণবৈষম্য বিরোধী দিবস	২১ মার্চ
বিশ্ব বন দিবস	২১ মার্চ
আন্তর্জাতিক পানি দিবস	২২ মার্চ
আন্তর্জাতিক আবহাওয়া দিবস	২৩ মার্চ
বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস	২৪ মার্চ
জাতীয় গণহত্যা দিবস	২৫ মার্চ
অটিজম সচেতনতা দিবস	২ এপ্রিল
বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস	৭ এপ্রিল
বিশ্ব ধরিত্রী দিবস (৩৬তম বিসিএস)	২২ এপ্রিল
বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস	২৫ এপ্রিল
আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস/মে দিবস	১ মে
বিশ্ব ধাত্রী দিবস	৫ মে
রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট দিবস	৮ মে
মা দিবস	মে মাসের ২য় রোববার
আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস	২২ মে
নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস	২৮ মে
বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস (৩৪তম বিসিএস)	৩১ মে
বিশ্ব পরিবেশ দিবস (১১ ও ২৬তম বিসিএস)	৫ জুন
বিশ্ব উদ্বাস্তু ও শরণার্থী দিবস	২০ জুন
জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস ডে	২৩ জুন
বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস	২৬ জুন
বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস	১১ জুলাই
আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস	১৮ জুলাই
বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস	১ আগস্ট
হিরোশিমা দিবস	৬ আগস্ট
নাগাসাকি দিবস/বিশ্ব আদিবাসী দিবস	৯ আগস্ট
CEDAW দিবস	৩ সেপ্টেম্বর
বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস	৮ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস	১৫ সেপ্টেম্বর
জাতীয় ইনকাম ট্যাক্স দিবস	১৫ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস	১৬ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস	২১ সেপ্টেম্বর
মীনা দিবস	২৪ সেপ্টেম্বর
OIC দিবস	২৫ সেপ্টেম্বর
বিশ্ব পর্যটক দিবস	২৭ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস	২৮ সেপ্টেম্বর
বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস	২৯ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস	১ অক্টোবর
আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস	২ অক্টোবর
বিশ্ব প্রাণী দিবস (৩৫তম বিসিএস)	৪ অক্টোবর
বিশ্ব শিক্ষক দিবস	৫ অক্টোবর
বিশ্ব ডাক দিবস	৯ অক্টোবর
বিশ্ব খাদ্য দিবস	১৬ অক্টোবর
World Habitat Day (১৪তম বিসিএস)	অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার
আন্তর্জাতিক ডিম দিবস	অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার
জাতীয় সড়ক দুর্ঘটনা দিবস	২২ অক্টোবর
জাতিসংঘ দিবস (১১তম বিসিএস)	২৪ অক্টোবর
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস	১৪ নভেম্বর
জাতীয় ট্যাক্স দিবস	৩০ নভেম্বর
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা দিবস/ এইডস দিবস	১ ডিসেম্বর
আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস/রোকেয়া দিবস	৯ ডিসেম্বর
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস (৩০তম বিসিএস)	১০ ডিসেম্বর
জাতীয় ভ্যাট দিবস	১০ ডিসেম্বর
জাতীয় তথ্য ও প্রযুক্তি দিবস	১২ ডিসেম্বর
জাতীয় বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর

আলোচিত বই-পুস্তক

বই-পুস্তকের নাম	বিশেষত্ব
The Bones of Grace	কমনওয়েলথ সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত তাহমিমা আনাম রচিত তৃতীয় উপন্যাস। তাহমিমা আনামের অন্য দুটি উপন্যাসের নাম হলো A Golden Age এবং The Good Muslim.
The Remains of the Day	কাজুও ইশিগুর (Kazuo Ishigur)। এ উপন্যাস রচনার জন্য তিনি ১৯৮৯ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার লাভ করেন। এই গ্রন্থটির জন্য তিনি ২০১৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
Lincoln in the Bardo.	জর্জ সন্ডার্স গ্রন্থটির জন্য ২০১৭ সালের ম্যান বুকার পুরস্কার লাভ করেন।

www.bdniyog.com

বই-পুস্তকের নাম	বিশেষত্ব
A Horse Walks Into a Bar	ডেভিড গ্রসম্যান ২০১৭ সালে ম্যান বুকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার (Man Booker International Prize) লাভ করেন।
The Coalition Years: 1996 to 2012	প্রণব মুখার্জীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। তিনি ভারতের ১৩তম প্রেসিডেন্ট ও একজন বাঙালি ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন বাংলাদেশের নড়াইল জেলায়।
What Happened	গ্রন্থটির রচয়িতা হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন (Hillary Rodham Clinton)। বইটি রচনার জন্য তিনি Goodreads Choice Awards Best Memoir & Autobiography পুরস্কার লাভ করেন। এটি একটি আত্মজীবনী ধরনের বই। অন্যান্য গ্রন্থসমূহ- Living History , Hard Choices.
A Full Life	গ্রন্থটির লেখক সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার।
ফার্স্টবয়দের দেশ।	নোবেলজয়ী অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বই
দ্যা স্কয়ার (The Square)	৭০তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র।
Perfect Hostage	মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চি' র জীবনীগ্রন্থ। রচয়িতা- ব্রিটিশ লেখক জাস্টিন উইন্টল।
The Floating Man	রোহিঙ্গাদের গল্প নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র।
The Golden House	সালমান রুশদির নতুন উপন্যাস। এটি সালমান রুশদির ১৩তম উপন্যাস। বইটি প্রকাশিত হয় ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে।
Wings of Fire	এ পি জে আবদুল কালাম। লেখকের অন্য বইগুলো হলো- 2020 – A Vision for the New Millenium, Envisioning an Empowered Nation, Ignited Minds, My Journey, Developments in Fluid Mechanics and Space Technology, The Luminous Sparks, The Life Tree, Mission India, Children Ask Kalam, Guiding Souls & Inspiring Thoughts.
A Long Walk to Freedom	লেখক- নেলসন ম্যান্ডেলা
The Asian Drama	গুনার মিরডাল (২৩তম বিসিএস)
Globalization and it's Discontens	জোসেফ ই স্টিগলিজ
The Blue Economy : 10 Years, 100 Invovations, 100 Million Jobs	Gunter Pauli
The Social Contract	রুশো
ডিজআর্মিং ইরাক	হ্যান্স ব্লিক্স (২৫তম বিসিএস)
Art of war	সান জু (৩৫তম বিসিএস)
হ্যারিপর্টার	জে কে রাওলিং
The Idea of Justice	অমর্ত্য সেন (৪০তম বিসিএস)

→ ২০১৮ সালে কেউ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাননি।

→ Black Live Matter- বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন।

→ হ্যারিপর্টার হল- সর্বাধিক বিক্রিত শিশুতোষ বই।

নানান ধরনের হাউজ

হাউজের নাম	কোথায় অবস্থিত	বিশেষত্ব
হোয়াইট হাউজ	ওয়াশিংটন ডি সি	যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
ব্লু হাউজ	সিউল	দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
ইকোলজি হাউজ	ওয়াশিংটন ডি সি	মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের বাড়ির নাম
ব্লেয়ার হাউজ	ওয়াশিংটন ডি সি	যুক্তরাষ্ট্রের অতিথি ভবন
ইন্ডিয়া হাউজ	লন্ডনে অবস্থিত	ভারতীয় দূতাবাস
বুশ হাউজ	লন্ডনে অবস্থিত	বিবিসির প্রাক্তন কার্যালয়
ফ্রিডম হাউজ	ওয়াশিংটন ডি সি	যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবীদের সংগঠনের কার্যালয়
বর্ধমান হাউজ	ঢাকা	বাংলা একাডেমির কার্যালয়
চামেলি হাউজ	ঢাকা	সিরডাপের কার্যালয়
এলিসি প্রাসাদ	ফ্রান্স	প্রেসিডেন্টের বাসভবন
মার্লবরো হাউজ	লন্ডন	কমনওয়েলথের কার্যালয়
টেম্পল ট্রি	শ্রীলংকা	প্রেসিডেন্টের বাসভবন
উইন্ডসর ক্যাসল	লন্ডন	ইংল্যান্ডের রাণীর বাসভবন
ব্রডকাস্টিং হাউজ	লন্ডন	বিবিসির বর্তমান কার্যালয়
গণভবন	ঢাকা	বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন
বঙ্গভবন	ঢাকা	বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের বাসভবন
ক্রেমলিন	মস্কো	রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবন
জনপথ ভবন	নয়া দিল্লী	ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন
প্রধানমন্ত্রী হাউজ	ইসলামাবাদ	পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন

LDC (Least Developed Countries)

→ স্বল্পোন্নত দেশ নির্ধারণ সূচক বা ভিত্তি ০৩টি। যথা- মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনীতির উন্নয়ন।

→ স্বল্পোন্নত (LDC) দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উঠে আসতে জাতিসংঘের শর্ত রয়েছে ৩টি-

- ১ম শর্ত: ৩ বছরের গড় মাথাপিছু আয় (Gross National Inceome- GNI) কমপক্ষে ১২৩০ ডলার হতে হবে। মাথাপিছু আয় ১০৩৫ হলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘের মতে, বাংলাদেশের অর্জন- ১২৭২ মার্কিন ডলার।
- ২য় শর্ত: মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে (Human Asset Index-HAI) পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নকে মূল্যায়ন করে জাতিসংঘ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ৭২.৮০ (মানদণ্ড- ৬৬ বা তার বেশি)
- ৩য় শর্ত: ভঙ্গুর অর্থনৈতিক (Economic Vulnerability Index-EVI) অবস্থা দূর করা। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে যোগ্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত সূচক ছিল ৩২ বা তার কম। বাংলাদেশের অর্জন- ২৫.১০।

www.bdniyog.com

জাতিসংঘের রিপোর্টে (১৫ মার্চ, ২০১৮ খ্রি.) তিনটি দেশকে (বাংলাদেশ, লাওস ও মায়ানমার) LDC মুক্ত হবার প্রাথমিকভাবে যোগ্য ঘোষণা করে। সবকিছু ঠিক থাকলে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৪ সালে বের হয়ে আসবে। কিন্তু LDC সুবিধা ভোগ করবে ২০২৭ সাল পর্যন্ত। তবে দুই মেয়াদে (২০১৮ ও ২০২১ সাল) এই অর্জন ধরে রাখতে হবে। উল্লেখ্য LDC থেকে বেরিয়ে আসলে বাংলাদেশ সহজ শর্তে ঋণ, কপিরাইট সুবিধা ও GSP সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

→ বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে LDC ভুক্ত হয়েছিল। বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের যোগ্যতা অর্জন করে- জুলাই, ২০১৫ সালে।

→ LDC Group : বর্তমানে ৪৭টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে ৩৪টি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) ঐ ৩৪টি দেশের দল বা গ্রুপটিকেই LDC Group বলে। সুতরাং LDC Group এর সদস্য সংখ্যা ৩৪টি।

→ এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল ৫২টি। বর্তমানে এলডিসিভুক্ত দেশ ৪৭টি।

আফ্রিকা মহাদেশের	৩৩টি
এশিয়া মহাদেশের	৯টি
ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের	১টি (হাইতি)
প্যাসিফিক অঞ্চলের	৪ টি

→ সর্বশেষ LDC ভুক্ত হয় দক্ষিণ সুদান। সম্প্রতি LDC থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নিরক্ষীয় গিনি।

→ LDC ধারণার উৎপত্তি হয় ১৯৬০ সালের শেষার্ধে।

→ জাতিসংঘ বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা করে ১৯৭১ সালে। ১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত এলডিসি থেকে বের হতে পেরেছে মাত্র ৫টি দেশ। দেশগুলো হলো বতসোয়ানা, কেপ ভার্দে, মালদ্বীপ, স্যামোয়া ও নিরক্ষীয় গিনি। সিকিম ১৯৭৫ সালে ভারতের অধিভুক্ত হলে এ তালিকা থেকে বের হয়ে যায়। এলডিসি থেকে বের হওয়া দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ মালদ্বীপ।

বিমানবন্দর

জেদ্দা বিমানবন্দর (৩৩তম বিসিএস)	সৌদি আরব (বৃহত্তম)
জন এফ কেনেডি বিমানবন্দর	যুক্তরাষ্ট্র
হিথ্রো বিমানবন্দর	ব্রিটেন
নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	জাপান
সুবর্ণভূমি	থাইল্যান্ড
ফ্রাঙ্কফুট বিমানবন্দর	জার্মানি
আমস্টারডাম বিমানবন্দর	নেদারল্যান্ডস
ডাবলিন বিমানবন্দর	আয়ারল্যান্ড
লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি বিমানবন্দর	ইতালি
জুরিখ বিমানবন্দর	সুইজারল্যান্ড
ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর	ভারত

বিমান সংস্থার নাম

গারুদা (২৬তম বিসিএস)	ইন্দোনেশিয়া
সাউদিয়া	সৌদি আরব
ইবিরিয়া	স্পেন
স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইন্স সিস্টেম	ডেনমার্ক
লুফথানসা	জার্মানি
বারিজ	ব্রাজিল
কাতার এয়ারওয়েজ	কাতার
এয়ার নিউজিল্যান্ড	নিউজিল্যান্ড

বিখ্যাত সংবাদ সংস্থা

নাম	দেশ	নাম	দেশ
এএপি	ফ্রান্স	আনতারা	ইন্দোনেশিয়া
এপি	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	KCNA	উত্তর কোরিয়া
এএপি	অস্ট্রেলিয়া	ইন্টারফ্যাক্স	রাশিয়া
সিএনএ	তাইওয়ান	ইতার-তাস	
এপিপি	পাকিস্তান	RIA-Novosti	
পিটিআই	ভারত	SANA	সিরিয়া
ITIM	ইসরায়েল	রয়টার্স	যুক্তরাজ্য

মুদ্রার নাম মনে রাখার কৌশল

পেসো

সূত্র: আর্জেন্টিনার মেসি কফি খেয়ে কিউবা চললো।

আর্জেন্টিনা	আর্জেন্টিনা	ফি	ফিলিপাইন	উ	উরুগুয়ে
মে	মেক্সিকো	কি	কিউবা	ব	বলিভিয়া

ডলার

সূত্র: বাবা মামা নাই তাইন নিউ কাজি এনে, যুই বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়াতে গেল

বা	বার্বাডোজ	তাই	তাইওয়ান	যু	যুক্তরাষ্ট্র
বা	বাহামা	নিউ	নিউজিল্যান্ড	ই	ইন্টিগুয়া ও বারমুডা
মা	মাইক্রোনেশিয়া	কা	কানাডা	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া
মা	মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	জি	জিম্বাবুয়ে	তে	তিমুর (পূর্ব)
না	নাউরু/নামিবিয়া	ডেকে	ডোমেনিকা		
ই	ইকুয়েডর	এনে	এলসালভেদর		

ইউরো

সূত্র: আজ অবেলায় পুষ্প ফুফু ও ভাইগনে সাই ও মাল্টা নিয়ে স্লোভাকিয়া গেল

আ	আয়ারল্যান্ড	ফু	ফ্রান্স
জ	জার্মানি	ভা	স্লোভেনিয়া
অ	অস্ট্রিয়া	ই	ইতালি
বে	বেলজিয়াম (২৩তম বিসিএস)	গ	গ্রীস
লা	লুক্সেমবার্গ, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া	নে	নেদারল্যান্ডস
য়	এস্তোনিয়া	সাই	সাইপ্রাস
পু	পর্তুগাল	মাল্টা	মাল্টা
স্প	স্পেন	স্লোভাকিয়া	স্লোভাকিয়া
ফু	ফিনল্যান্ড		

এছাড়াও আরও কিছু দেশ যারা ইউরো জোনভুক্ত নয় (তবে ইউরো মুদ্রা ব্যবহার করে)- অ্যান্ডোরা, মোনাকো, স্যানম্যারিনো, ভ্যাটিকান সিটি প্রভৃতি।

www.bdniyog.com

দিনার					
কৌশল : আতিক, লিসা ও জবার কাছে মেসিই সেরা					
আ	আলজেরিয়া	লি	লিবিয়া	বা	বাহরাইন
তি	তিউনিশিয়া	সা	সার্বিয়া	মেসি	মেসিডোনিয়া
ক	কুয়েত	জ	জর্ডান	ই	ইরাক

ফ্রাঙ্ক			
মনে রাখার সূত্র: I Am MBBS, গগেনকে জরুলি SMC ওরস্যালাইন খেতে দাও			
I	আইভরি কোস্ট	গে	গায়ানা
A	আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র (মধ্য)	ন	নাইজার
M	মালি	জ	জিবুতি
M	-	রু	রুয়ান্ডা
B	বেনিন	লি	লিচেনস্টাইন
B	বুরুন্ডি	S	সেনেগাল
S	সুইজারল্যান্ড	M	Moon (চাঁদ)
গ	গ্যাবন, গিনি, গিনি বিসাউ	C	ক্যামেরুন

রিয়াল			
মনে রাখার সূত্র: ও আকা বাকাই (মেঠো পথের কথা চিন্তা করেন)			
ও	ওমান	কা	কম্বোডিয়া
আ	আরব (সৌদি আরব)	ই	ইরান
কা	কাতার	ই	ইয়েমেন
বা	ব্রাজিল (১৫তম বিসিএস)		

ক্রোনা			
সূত্র : সুইডেন এর চেন			
সুই	সুইডেন (২২তম বিসিএস)	চে	চেক প্রজাতন্ত্র
ডেন	ডেনমার্ক (ক্রোন)	ন	নরওয়ে (ক্রোন)

রূপি					
মনে রাখার সূত্র: শ্রী ভারত নেপালে গেছে					
শ্রী	শ্রীলংকা	নে	নেপাল	ভারত	ভারত

রূপাইয়া			
মনে রাখার সূত্র: মাই (My- আমার) রূপাইয়া			
মা	মালদ্বীপ	ই	ইন্দোনেশিয়া

পাউন্ড					
মনে রাখার সূত্র: ব্রেটলি SMS লিখে					
ব্রেট	ব্রিটেন	M	মিশর	S	সিরিয়া
লি	লেবানন	S	সুদান		

দিরহাম					
মনে রাখার সূত্র: আসাম					
আ	আরব আমিরাত	সা	সাহারা	ম	মরক্কো

সকল স্বাধীন দেশের মুদ্রার নাম মহাদেশভিত্তিক আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু কমন মুদ্রাগুলো মনে রাখার কৌশল আলোচনা করা হলো।

বিবিধ আলোচনা

- বর্ণবাদ ইস্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকা যে দেশের মেয়েদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ করে–ভারত। ১৯৫৬ সালে 'বর্ণবাদ আইনে' দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আগমন ঠেকাতে ভারতীয় মেয়েদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আমরা ভুলে আফ্রিকার কোন একটা দেশের নাম উত্তর করে থাকি।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী (১৯৫৬) গঠিত হয়- সুয়েজ খাল ইস্যুতে। জাতিসংঘ ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর 'বিশ্বশান্তির' জন্য গঠিত হয়। শান্তিরক্ষা বাহিনী ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল সংকট ইস্যুতে গঠিত হয়।
- রাশিয়া- আমেরিকা পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল- কিউবার মিসাইল সংকট ইস্যুতে। ১৯৬২ সালে কিউবায় রাশিয়া কর্তৃক ক্ষেপণাস্ত্র বসানোকে কেন্দ্র করে রাশিয়া- আমেরিকার মধ্যে 'পারমাণবিক যুদ্ধের' সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল।
- 'এক দেশ এক সমাজতন্ত্র' ছিল- রাশিয়ায়। স্ট্যালিন রাশিয়ার 'এক দেশ এক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেন। দেং জিয়াওপিং চীনে এক দেশ দুই নীতি প্রবর্তন করেন। চীন সমাজতান্ত্রিক অন্যদিকে হংকং পুঁজিতান্ত্রিক দেশ। তাই, ১৯৯৭ সালে হংকং চীনের শাসনাধীনে আসলে হংকং- এর 'পুঁজিতন্ত্রকে' টিকিয়ে রাখার জন্য 'এক দেশ দুই নীতি' চালু করা হয়। এই নীতির মেয়াদ ১৯৯৭ থেকে ২০৪৭।
- জাতিসংঘ প্রশাসনিক সংস্কারে (১৯৯৭) কফি আনান কয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন- ১০ দফা। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘে ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে ততকালীন মহাসচিব কফি আনান ১০ দফা প্রস্তাব পেশ করেন।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন'- এখানে সোভিয়েত শব্দের অর্থ- মরুভূমি। 'সোভিয়েত' অর্থ মরুভূমি। থাইল্যান্ড অর্থ 'মুক্তভূমি'। থাইল্যান্ডকে বলা হয় 'মুক্তভূমির দেশ' কারণ এটি কখনও 'ইউরোপীয় কলোনীতে' পরিণত হয়নি।
- কৃষি ও শিল্পখাতে সংস্কার করে চীনে অর্থনৈতিক বিপ্লব আনেন –দেং জিয়াও পিং। সান ইয়াত সেন চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ১৯১১ সালে জিনহাই বিপ্লবের মাধ্যমে। মাও সে তুং ১৯৪৯ সালে চীন গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। লালফৌজ লং মার্চ করে সেন সি প্রদেশে পৌছে এই ঘোষণা দেন। চিয়াং কাইশেক চীনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি মাও সে তুং এর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে 'তাইওয়ানে' গিয়ে বিপ্লবী সরকার' প্রতিষ্ঠা করেন। দেং জিয়াং পিং ক্ষমতায় আসেন মাও সে তুং এর পর এবং ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেন।
- ১৯৫৫ সালে NAM এর বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত হয়- ১০টি নীতি। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় বান্দুং সম্মেলনে ন্যাম গঠনে গৃহীত হয়। পঞ্চশীল নীতি (৫টি নীতি) ন্যাম এর সদস্য 'চীন- ভারত সম্পর্ক' নির্ণয়ের নীতি।
- স্নায়ুযুদ্ধকালীন পুঁজিবাদের সাথে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি' প্রণয়ন করেন- ক্রুশ্চেভ। গর্বাচেভ গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা নীতি প্রণয়ন করেন। ন্যাম নেতারা স্নায়ুযুদ্ধকালীন ন্যাম গঠন করেন ৩য় বিশ্বের স্বার্থ রক্ষা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য। ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় ক্ষমতাসীন হন। তিনি স্ট্যালিনের নীতির বিরোধিতা বরে 'পুঁজিবাদীদের' সাথে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি' প্রণয়ন করেন।
- শেতাঙ্গ শাসনের অবসানে সংস্কার পদক্ষেপ ও গণভোট নিয়েছিলেন- এফ ডব্লিউ ক্লার্ক। জেমস হার্জল : বর্ণবাদ নীতির প্রবক্তা (১৯৪৮)। নেলসন ম্যান্ডেলা: বর্ণবাদ নীতি ও শেতাঙ্গ শাসনের অবসানে 'সংগ্রাম' করেন। এফ ডব্লিও ক্লার্ক : প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেতাঙ্গ শাসনের অবসানে 'সংস্কার পদক্ষেপ ও গণভোট' নিয়েছিলেন।
- বার্লিন দেয়াল নির্মাণ হয় ১৯৬১ সালে। ১৯৫৮ সালে বার্লিন সংকটের সৃষ্টি হয়। ১৯৯০ সালে বার্লিন দেয়াল ভাঙ্গা হয়। ১৯৫৮-১৯৬১ : বার্লিন সংকট, রুশ প্রেসিডেন্ট নিকিতা ক্রুশ্চেভের ভাষণের মধ্য দিয়ে সংকটের শুরু হয়।

www.bdniyog.com

অধ্যায় দুই : আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক

প্রণালী, সীমানা ও বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

প্রণালী

নৌপথে তেল পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীসমূহ- পানামা খাল, বসফরাস খাল, মালাক্কা প্রণালী, বাব-এল মান্দেব প্রণালী, ডেনমার্ক প্রণালী, জিব্রাল্টর প্রণালী, হরমুজ প্রণালী, সিঙ্গাপুর প্রণালী, সুয়েজ খাল।

ইউরোপ মহাদেশের প্রণালীসমূহ

নাম	সংযোগ	পৃথক
জিব্রাল্টার	ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর	ইউরোপ (স্পেন) ও মরক্কো
ডোভার	উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেল	UK ও France
ইংলিশ চ্যানেল	উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর ও ডোভার প্রণালী/উত্তর সাগর	UK ও France
মেসিনা	থিরহেনিয়ান সাগর ও আইওনিয়ান সাগর	ইতালি ও সিসিলি
তাতার	জাপান সাগর ও ওখটস্ক সাগর	রাশিয়া ও শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ

এশিয়া মহাদেশের প্রণালীসমূহ

নাম	সংযোগ	পৃথক
বাব- এল মানদেব	লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগর	এশিয়া (ইয়েমেন) ও আফ্রিকা (Djibouti & Eritrea)
বসফরাস	কৃষ্ণ সাগর ও মর্মর সাগর	তুরস্কের এশিয়া অংশ থেকে ইউরোপ অংশ
মালাক্কা	আন্দামান সাগর ও জাভা সাগর	ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া
দার্দানেলিস	কৃষ্ণ সাগর/মর্মর ও এজেয়ান সাগর	তুরস্কের এশিয়া অংশ থেকে ইউরোপ অংশ
সুয়েজ খাল	ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর (২৬তম বিসিএস)	মিশরের মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করেছে
সুন্দা	জাভা সাগর ও ভারত মহাসাগর	ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও সুমাত্রা
হরমুজ	পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর	ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত
ফরমোজা	দক্ষিণ চীন সাগর ও পূর্ব চীন সাগর	চীন ও তাইওয়ান
পক	বঙ্গোপসাগর ও লাক্কাদ্বীপ সাগর/ মান্নার উপসাগর/ ভারত মহাসাগর/আরব সাগর	তামিলনাড়ু (ভারত) ও মান্নার দ্বীপ (শ্রীলঙ্কা)

অন্যান্য প্রণালীসমূহ

নাম	সংযোগ	পৃথক
কুক	তাসমান সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর	নিউজিল্যান্ডের উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপ
পানামা খাল	আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর (৩২তম বিসিএস)	পানামার মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি খাল
কারা	কারা সাগর ও ব্যারেন্ট সাগর	Novaya Zemlya & Vaygach Island
ফ্লোরিডা	মেক্সিকো উপসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর	যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও কিউবা
মোজাম্বিক	ভারত মহাসাগর	মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার
তাতার	ওখটস্ক সাগর ও জাপান সাগর	রাশিয়া ও শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ
বাস (Bass)	তাসমান সাগর ও ভারত মহাসাগর	অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়া দ্বীপপুঞ্জ
বেরিং	উত্তর মহাসাগর ও বেরিং সাগর	রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা (১১তম বিসিএস)
হাডসন	হাডসন উপসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর	বাফিন দ্বীপপুঞ্জ ও কুইবেক (কানাডা)

সীমানা

জ তুং	বাংলাদেশ- মায়ানমার সীমান্তে একটি পর্বত। বান্দরবান জেলায় অবস্থিত।
নাফ নদী	বাংলাদেশের পূর্ব-পাহাড়ি অঞ্চলের কক্সবাজার জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ৬৩ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১৩৬৪ মিটার এবং প্রকৃতি সর্পিলাকার। সূত্র : উইকিপিডিয়া।
সাকা হ্যাফং	বান্দরবানের থানচিতে অবস্থিত। এর অন্য নাম তল্যাং ময় মোদক মুয়াল।
মংডু	রাখাইন রাজ্যের একটি শহর, যা বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। (৩৫তম বিসিএস)
কুতুপালং	বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়ায় অবস্থিত। এখানে একটি শরণার্থী শিবির স্থাপন করা হয়।
নয়া পাড়া	কক্সবাজারের টেকনাফে অবস্থিত। এখানে একটি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প রয়েছে।
আখাইনঠং	বান্দরবানের থানচিতে অবস্থিত, মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের স্থান।
পানমুনজম	দুই কোরিয়ার মধ্যবর্তী শান্তিপল্লী নামে পরিচিত।
কুর্দিস্তান	ইরাক, ইরান, তুরস্ক ও সিরিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে কুর্দিরা। ১৯২০ সালের সেভার্স চুক্তিতে একটি স্বাধীন কুর্দি রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া হলেও ৩ বছর পরের লুজন চুক্তির মাধ্যমে আধুনিক তুরস্কের মানচিত্র হলে কুর্দিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হয়নি।

বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

অঞ্চল	যাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের কারণ
দোকলম	চীন ও ভুটানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ডোকলাম এলাকা নিয়ে, যা ভারত, চীন ও ভুটানের সীমান্ত সংযোগের খুব কাছে অবস্থিত। ভুটানের দাবীকে ভারত সমর্থন করা থেকে সমস্যার উৎপত্তি।
সালতোরো মাউন্টেইন	এই অঞ্চলটি ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই তাদের অংশ হিসেবে দাবী করে। ভারত মনে করে, এটি জম্মু-কাশ্মীরের অংশ এবং পাকিস্তান মনে করে আজাদ কাশ্মীদের অংশ হিসেবে।
স্যার ক্রিক	ভারত ও পাকিস্তানে সিন্ধু ও গুজরাট প্রদেশের মধ্যে বিরোধপূর্ণ ৯৬ কিলোমিটার Tidal Estuary (স্রোতজ মোহনা) হলো স্যার ক্রিক।

www.bdniyog.com

কাশ্মির	বিবাদ : চীন, ভারত ও পাকিস্তান। কাশ্মির ইস্যুতে ভারত ও চীন যুদ্ধ হয় ১৯৬২ সালে।
কালাপানি	নেপালের দার্চুলা জেলা ও ভারতের পিথরাগোর জেলার মাঝখানে অবস্থিত। বর্তমানে ভারত ও নেপাল এই অঞ্চলটি নিজেদের বলে দাবি করে যাচ্ছে। (৩৭তম বিসিএস)
জেরুজালেম	ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যবর্তী স্থান। এটি মুসলমান, ইহুদি ও খিস্টানদের পবিত্র ভূমি।
সিনাই উপদ্বীপ	মিসর উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি দ্বীপ। তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল এটি দখল করে। ১৯৭৮ সালের ক্যাম্পডেভিড চুক্তির শর্তানুসারে ইসরাইল এটিকে মিশরের নিকট হস্তান্তর করে।
গোলান মালভূমি	তৃতীয় আরব আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল সিরিয়ার গোলান মালভূমি দখল করে। বিরোধ রয়েছে সিরিয়া ও ইসরাইলের মধ্যে।
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ	বঙ্গোপসাগরে হাড়িভাঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত বাংলাদেশের একটি দ্বীপ। এই দ্বীপটির অন্য নাম পূর্বাশা বা নিউমুর। দ্বীপটি বর্তমানে ভারতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিরোধ- বাংলাদেশ- ভারত।
শাত-ইল-আরব	টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মিলিত প্রবাহ পারস্য সাগরে পতিত হয়েছে। শাত-ইল-আরব নিয়ে ইরাক-ইরান যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৮০-১৯৮৮ খিস্টাব্দে। বিরোধ রয়েছে ইরাক ও ইরানের মধ্যে।
আবু মুসা দ্বীপ	পারস্য উপসাগরে হরমুজ প্রণালীর সন্নিকটে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরোধ রয়েছে।
শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ	জাপান সাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে জাপান ও রাশিয়ার বিরোধ রয়েছে।
কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ	প্রশান্ত সাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। মালিকানা নিয়ে জপান ও রাশিয়ার বিরোধ রয়েছে। (২৬তম বিসিএস)
ফকল্যান্ড দ্বীপ	দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের একটি দ্বীপ। এর অপর নাম 'মালভিনাস'। দ্বীপের মালিকানা নিয়ে বিরোধ রয়েছে যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনার মধ্যে।
ইম্ফল	ভারতের মণিপুর রাজ্যের রাজধানী। এই অঞ্চলটি নিয়ে ভারত ও মায়ানমারের বিরোধ রয়েছে।
সিয়াচেন হিমবাহ	এটি ভারত- পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখার ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২১০০০ ফুট উঁচুতে এই হিমবাতেই পৃথিবীর উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্রটি অবস্থিত।
জিব্রাল্টর দ্বীপ	ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে স্পেন ও যুক্তরাজ্যের বিরোধ রয়েছে।
নাগার্নো-কারাবাখ	দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে অবস্থিত আজারবাইজানের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক অঞ্চল। ১৯৯৪ সালে নাগার্নো-কারাবাখ করিডোর নিয়ে যুদ্ধ হয়।
পেরেজিল দ্বীপ	মরক্কোতে দ্বীপটি 'লায়লা দ্বীপ' নামে পরিচিত। স্পেন ও মরক্কোর মধ্যে এ দ্বীপটি নিয়ে বিরোধ রয়েছে।
হানিস দ্বীপপুঞ্জ	লোহিত সাগরে অবস্থিত। বিরোধ রয়েছে ইয়েমেন ও ইরিত্রিয়ার মধ্যে।
গাজা	ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল। তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় ইসরাইল গাজার অধিকাংশ দখল করে ফেলে। হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে সর্বদাই সংঘর্ষ চলতে দেখা যায়।

যুদ্ধ-বিগ্রহ

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে- ১৯৪৫ সালের ৮ মে। (২০তম বিসিএস)

০২. জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে- ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে। (১২তম বিসিএস)

০৩. বাস্তিল দুর্গের পতন হয়েছিল- ১৪ই জুলাই, ১৭৮৯ সালে। (১২তম বিসিএস)

০৪. ট্রাফালগার স্কয়ার অবস্থিত- লন্ডনে। (১২তম বিসিএস)

০৫. বি- ৫২- এক ধরনের বোমারু বিমান। (১৬তম বিসিএস)

০৬. আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়- ১৯৮৯ সালে । (২৪তম বাতিল বিসিএস)

০৭. বসনিয়া যুদ্ধ বিরতির মধ্যস্থতাকারী ছিলেন- জিমি কার্টার। (২৮তম বিসিএস)

০৮. নিরস্ত্রীকরণের সাথে সম্পৃক্ত- CTBT, SALT-I, SALT-II, NPT, START-I, START-II. (৩৭তম বিসিএস)

০৯. ধর্ম ও রাজনীতিকে নিয়ে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়- ১৬১৮ সালে। (২৩তম বিসিএস)

১০. ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়- ১৭৮৯ সালে। (৩১তম বিসিএস)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

→ সময়কাল : ২৮ জুলাই, ১৯১৪ থেকে ১১ ই নভেম্বর, ১৯১৮ পর্যন্ত।

→ অন্যনাম- WW1 বা গ্রেট ওয়ার।

→ বিশ্বযুদ্ধের কারণ : অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ ২৮শে জুন, ১৯১৪ খ্রি. বসনিয়া- হার্জেগোভিনার সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজকে হত্যা। যার ফলে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী ২৮শে জুলাই যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

→ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অস্ট্রিয়ার হবু সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী, আর্কডিউক ফার্ডিনান্ড এবং সোফিয়া বসনিয়া সফরে যায় ২৮ জুন, ১৯১৪। রাজধানী সারায়েভোতে যুবরাজ দম্পতি গাবরিলো প্রিন্সিপ নামে এক আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন। গাবরিলো প্রিন্সিপ অস্ট্রিয় নাগরিক হলেও জাতি হিসেবে সার্ব হওয়ায় অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার থেকে বিচার চায়, সেই সাথে ক্ষতিপূরণ। সার্বিয়া কিছু শর্ত মানলো, কিছু মানলো না। অস্ট্রিয়া ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিলো এবং সময়ও ফুরিয়ে গেল। ২৮ জুলাই, ১৯১৪ ইং তারিখে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যুদ্ধ ঘোষণা করলো সার্বিয়ার বিরুদ্ধে। অস্ট্রিয়াকে জোর সাপোর্ট দেয় জার্মানি। রাশিয়া ছিল সার্বিয়ার বন্ধু।

→ ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ড. উড্রো উইলসন (২৮তম)

→ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পক্ষসমূহ-

কেন্দ্রীয় বা অক্ষ শক্তি	হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক (অটোমান সাম্রাজ্য), জার্মানি।
মনে রাখুন : হাবুল আতুরকে জামা উপহার দিল।	
মিত্র শক্তি	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, জাপান, রোমানিয়া, বেলজিয়াম, ব্রিটেন, গ্রিস, সার্বিয়া, পর্তুগাল, ফ্রান্স।
মনে রাখুন : যুযু রাজা মেয়ে রোমা ও বেবিকে নিয়ে গ্রীসে সাপের ফ্রাই খেতে গেল	

→ ১১ নভেম্বর ১৯১৮ সালে জার্মানির আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শেষ হয়।

www.bdniyog.com

→ **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নেতৃবর্গ**

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী	ডেভিড লয়েড জর্জ
ইতালির	ভিট্টোরিও অরল্যান্ডো
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট	জর্জেস ক্ল্যামেনকু
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি	উড্রো উইলসন
রাশিয়ার জার	দ্বিতীয় নিকোলাস
মিত্রশক্তির সামরিক বাহিনীর প্রধান	জেনারেল ফচ

→ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল :

- চারটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রোমান সাম্রাজ্য বা রুশ সাম্রাজ্য ১৯১৭ সালে, অটোমান সাম্রাজ্য ১৯২২ সালে , জার্মান ও অস্ট্রো- হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য ১৯১৮ সালে পতন হয়।
- অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে।
- অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা অধিকাংশ আরব এলাকা ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।
- ১৯১৭ সালে বলশেভিকরা রাশিয়ার এবং ১৯২২ সালে ফ্যাসিস্টরা ইতালির ক্ষমতায় আরোহণ করে।

→ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম করুণ পরিণতি- ইনফ্লুয়েঞ্জায় বিশ্বব্যাপী ২৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের ঘটনা

→ অক্টোবর, ১৯১৮ : জার্মান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনকে ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে একটি সাধারণ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়। এর প্রেক্ষাপটে উড্রো উইলসন তার বিখ্যাত ১৪ দফা পেশ করেন যাকে সঠিক শান্তির একমাত্র উপায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

→ নভেম্বর, ১৯১৮ : ১১ নভেম্বর জার্মানি আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দিয়ে আত্মসমর্পণ করে।

→ প্রথম ভার্সাই চুক্তি : জার্মানিকে এক রকম আত্মঘাতী চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন, স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি যা ২য় ভার্সাই চুক্তি নামে পরিচিত। যার নাম দেয়া হল Treaty of Peace. এটি পরবর্তিতে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি আর রোষের জন্ম দেয়। মিত্র শক্তির ৪ নেতা (U.K, U.S.A, FRANCE, ITALY) সহ সবাই মিলিত হয়েছিলেন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে।

→ ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি, বিশ্ব শান্তির জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় Leage of Nations বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

- সময়কাল: ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ থেকে ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ পর্যন্ত।
- পার্ল হারবার আক্রমণ : জাপান ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে আমেরিকার ওয়াহিউ রাজ্যের অন্তর্গত হাওয়াই দ্বীপে অবস্থিত পার্ল হারবার (Pearl Harbor) আক্রমণ করে। যা আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ।
- কারণ : অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ- হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণ।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতৃত্ব প্রদানকারী ৩ জন নেতাকে একত্রে বিগ থ্রি বলা হয়। যথা-

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট	ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী	উইন্সটোন চার্চিল
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট	যোসেফ স্ট্যালিন

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পক্ষসমূহ :

অক্ষ শক্তি	জাপান, জার্মানি, ইতালি
মনে রাখার সূত্র: জামাই	
মিত্র শক্তি	চীন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স
মনে রাখার সূত্র: চীনারা পোলাদের বিমা ফ্রি করে দিয়েছে।	

- ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় 'লিটল বয়' ও নাগাসাকিতে ৯ আগস্ট 'ফ্যাট ম্যান' নামক দুটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকা। নির্দেশ দেন হ্যারি এস ট্রুম্যান।
- Statue of Peace : পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে জাপানের নাগাসাকিতে নির্মাণ করা হয়েছে 'শান্তি পার্ক'। এই পার্কেই নির্মাণ করা হয়েছে 'Statue of Peace'.
- জাপান ও জার্মানির আত্মসমর্পণ : ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট (২ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষর করে) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে জাপান।
- জার্মানির আত্মসমর্পণ : ৭ ই মে, ১৯৪৫ ইং তারিখে জার্মানি নি: শর্ত আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এ দিন টিকে ভি- ডে (VE day- Victory in Europe day) বলা হয়।
- ফলাফল :
  - মিত্রশক্তির জয়।
  - নুরেগবার্গ বিচার : জার্মানির নুরেমবার্গে অনুষ্ঠিত হওয়া বিচার প্রক্রিয়ার নাম নুরেমবার্গ বিচার। এই আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে নাৎসি বাহিনীর নেতাদের বিচার করা হয়।

ইতিহাসের আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ

যুদ্ধের নাম	সাল (জুলিয়ান পঞ্জিকা)
কলিঙ্গ যুদ্ধ	খ্রি. পূ. ২৬১
এক্টিয়ামের যুদ্ধ	খ্রি. পূ. ৩১
বদরের যুদ্ধ	৬২৪ খ্রি.
উহুদের যুদ্ধ	৬২৫ খ্রি.
খন্দকের যুদ্ধ	৬২৭ খ্রি.
খয়বারের যুদ্ধ	৬২৮ খ্রি.
মক্কা বিজয়	৬৩০ খ্রি.

ধর্ম যুদ্ধ (১০৯৫-১২৯১ খ্রি.)

- পবিত্র ভূমি জেরুজালেম এবং কনস্টান্টিনোপল এর অধিকার নেয়ার জন্য ইউরোপের খ্রিস্টানদের সম্মিলিত শক্তি ও মুসলমানদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাকে ধর্ম যুদ্ধ বা Crusades বলা হয়।
- নেতৃত্ব দানকারী : কাজী আরসেনাল (মুসলিম শক্তি) এবং গডফ্রে (খ্রিস্টান শক্তি)। উল্লেখযোগ্য মুসলিম সমরনায়ক গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবি।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ (১১৯১ খ্রিস্টাব্দ) : জয়ী- পৃথ্বিরাজ চৌহান
তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১১৯২ খ্রিস্টাব্দ) : জয়ী- মোহাম্মদ ঘোরী।
যুদ্ধদ্বয় সংঘটিত পৃথ্বিরাজ চৌহান ও মোহাম্মদ ঘোরী এর মধ্যে।

বান্নোকবার্ন যুদ্ধ (১৩১৪ খ্রি.)
রবার্ট ব্রুসের নেতৃত্বে এই যুদ্ধে স্কটল্যান্ড বাহিনী ইংরেজদের পরাজিত করে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে।

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৩৩৭- ১৪৫৩ খি.)
ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ফ্রান্সের সিংহাসন দাবী করলে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত বীর কন্যা জোয়ান অব আর্কের বীরত্বের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

www.bdniyog.com

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রি.)
এ যুদ্ধটি সংগঠিত হয় বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে। এ যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করে। এই যুদ্ধে প্রথম কামানের ব্যবহার করা হয়।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রি.)
সম্রাট আকবরের সেনাপতি বৈরাম বেগ ও হিমুর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। যুদ্ধে বৈরাম বেগ জয়ী হয়।

ইংল্যান্ডের যুদ্ধ (১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দ)
ব্রিটেন ও স্পেনের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইংল্যান্ড বিজয়ী হয়।

জিব্রাল্টর উপসাগরীয় যুদ্ধ	১৬০৬-১৬০৭ খ্রি.
ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ	১৬৪২-১৬৫১ খ্রি.
পলাশীর যুদ্ধ	১৭৫৭ খ্রি.
সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ	১৭৫৬- ১৭৬৩ খ্রি.

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১ খ্রি.)
আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালি জয়ী হয়। রক্তাক্ত প্রান্তর নাটক ও মহাশ্মশান মহাকাব্য পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত।

বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪ খ্রি.) : মীর কাশিম ও লর্ড ক্লাইভের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভ জয়ী হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম	১৭৭৬- ১৭৮৩ খ্রি.

নীলনদের যুদ্ধ (১৭৯৮ খ্রি.) : ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘঠিত যুদ্ধে ইংল্যান্ড জয়ী হয়।

ট্রাফালগার যুদ্ধ	১৮০৫ খ্রি.

ওয়াটার লুর যুদ্ধ (১৮১৫ খ্রি.) : নেপোলিয়ন ও ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হয় এবং সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দিলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথম আফিম যুদ্ধ (১৮৩৯- ১৮৪২ খ্রি.) : চীনের উপর ব্রিটেন কর্তৃক এক আগ্রাসি যুদ্ধ হলো প্রথম আফিম যুদ্ধ। এই যুদ্ধের জন্যই নানকিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩- ১৮৫৬ খ্রি.) : যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ফ্রান্স, ব্রিটেনের ও অটোমান রাজ্যের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বুলগেরিয়ার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও অটোমান সাম্রাজ্য জয়ী হয়। এ যুদ্ধের সাথে 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল' বা লেডি উইথ দি ল্যাম্প নামটি জড়িত।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-১৮৬৫ খ্রি.) : আব্রাহাম লিঙ্কনের শাসনামলে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। গৃহযুদ্ধ চলাকালে আব্রাহাম লিঙ্কন আততায়ীর হাতে নিহত হন।

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-০৫ খ্রি.) : চীন ও জাপানের মধ্যে সংঘটিত এ যুদ্ধে জাপান জয়ী হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.
দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ	১৯৩৭-১৯৪৫ খ্রি.
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.
কোরিয় যুদ্ধ	১৯৫০-১৯৫৩ খ্রি.

ভারত – চীন যুদ্ধ (১৯৬২ খ্রি.) : কাশ্মির ইস্যুতে ভারত ও চীনের সংঘঠিত যুদ্ধ।

পাক – ভারত যুদ্ধ	১৯৬৫ খ্রি.
ভিয়েতনাম যুদ্ধ	১৯৫৬- ১৯৭৩ খ্রি.
বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ	১৯৭১ খ্রি.
ইরান – ইরাক যুদ্ধ	১৯৮০- ১৯৮৮ খ্রি.
ফকল্যান্ড যুদ্ধ	১৯৮২ খি.
বসনিয়া –হার্জেগোভিনা যুদ্ধ	১৯৯২ খ্রি. এবং ১৯৯৫ খ্রি.

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

- **প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৪৮ খ্রি):** কাশ্মিরের মালিকানা নিয়ে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- **দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ) :** কাশ্মির সীমান্ত নিয়ে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় 'তাসখন্দ চুক্তি' এর মাধ্যমে ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি হয়।
- **তৃতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ) :** বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৭২ সালের ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমালায় অনুষ্ঠিত 'সিমলা চুক্তি' এর মাধ্যমে এ যুদ্ধবিরতি হয়।
- **চতুর্থ পাক-ভারত যুদ্ধ :** এটি কারগিল যুদ্ধ নামে পরিচিত। কাশ্মিরের কারগির সীমান্ত লঙ্ঘনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

- **প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৪৮-১৯৪৯ খ্রি.) :** এ যুদ্ধের ফলে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **দ্বিতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৫৬ খ্রি.) :** মিশরের জামাল আব্দুল নাসের ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইসরাইল যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাশিয়ায় মধ্যস্থতায় এ যুদ্ধবিরতি ইসরাইল মেনে নেয়।
- **তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৬৭ খ্রি.) :** মাত্র ৬ দিনের এ যুদ্ধে ইসরাইল জেরুজালেমের অধিকাংশ এলাকা, সিরিয়ার গোলান মালভূমি, মিশরের সিনাই উপদ্বীপ এবং ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজা দখল করে।
- **চতুর্থ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৭৩ খ্রি.) :** মাত্র ১৮ দিনের এ যুদ্ধের পর আরব দেশগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর উপর তেল অবরোধ করে।

কোরিয় যুদ্ধ

- উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই কোরিয়াকে ৩৮° অক্ষরেখায় ভাগ করা হয়।
- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়িন উত্তর কোরিয়ার পক্ষ নেয় এবং আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ নেয়।

উপসাগরীয় যুদ্ধ

- প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০-১৯৯১ খ্রি.) : ১৯৯০ সালে ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে এবং কুয়েতকে ইরাকের ১৯তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে। কুয়েতি ভূ-খণ্ড দখলের প্রেক্ষিতে ইরাকি বাহিনীর হাত থেকে কুয়েতকে মুক্ত করাই ছিল এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য। 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' পরিচালিত হয় এ যুদ্ধে। ইরাক ও ৩৪টি দেশের জাতিসংঘ অনুমোদিত যৌথ বাহিনীর মধ্যে এ যুদ্ধ হয়।
- **দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ :** ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বে ২০০৩ সালে ইরাকে জীবাণু অস্ত্র রয়েছে অভিযো তুলে 'অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম' পরিচালনা করা হয় দ্বিতীয় উপসাগরীয় এই যুদ্ধে। সেসময় ইরাকের প্রেসিডেন্ট ছিলেম সাদ্দাম হোসেন। সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতারের জন্য পরিচালিত অভিযানের নাম 'অপারেশন রেড ডন'। তাঁকে আদালত মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলে ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৬ সালে তা কার্যকরা করা হয়।

www.bdniyog.com

যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি

প্যারিস প্যাক্ট (Pact of Paris)
- স্থান ও স্বাক্ষরকাল : ফ্রান্সের প্যারিসে (২৭ আগস্ট, ১৯২৮ খ্রি)
- বিষয়বস্তু : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ। চুক্তিটি কার্যকর হয় ১৯২৯ সালের ২৪ জুলাই।

প্যারিস শান্তি চুক্তি (The Paris Peace Accords)
- স্থান ও স্বাক্ষরকাল : ফ্রান্সের প্যারিসে (২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩ খ্রি)
- বিষয়বস্তু : ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান।

জীবাণু অস্ত্র সংক্রান্ত চুক্তি
- সময়কাল : ১০ এপ্রিল, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ২৬, মার্চ, ১৯৭৫ সালে কার্যকর হয়।
- সব ধরনের জীবাণু ও বিষাক্ত অস্ত্রের উন্নয়ন, উৎপাদন, মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংস সাধন।
- স্বাক্ষর করেনি : জিবুতি, ইরিত্রিয়া, ইসরাইল, কমোরস, চাদ।

রাসায়নিক অস্ত্র সংক্রান্ত চুক্তি
- সময়কাল : স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৩ খ্রি. এবং কার্যকর হয় ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৭ খ্রি.।
- সব ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ ও উৎপাদন নিষিদ্ধকরণ এবং হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ।
- স্বাক্ষর করেনি : দক্ষিণ সুদান, মিশর, উত্তর কোরিয়া।

স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (Mine Ban Treaty)
- স্বাক্ষর ও স্থান : ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রি. স্বাক্ষরিত হয় এবং কার্যকর হয় ১ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রি.। স্থান- অটোয়া, কানাডা।
- অন্য নাম- অটোয়া চুক্তি।
- স্থলমাইন ব্যবহার, মজুদ, উৎপাদন ও হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ।
- স্বাক্ষর করেনি : ইসরাইল, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, ইরান ও রাশিয়া।

Strategic Arms Reduction Treaty (START-I)
- পক্ষ : সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র
- স্থান ও স্বাক্ষর : রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে ৩১ জুলাই, ১৯৯১ সালে স্বাক্ষরিত হয়।
- বিষয়বস্তু : কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত চুক্তি

Non-Proliferation Treaty (NPT)
- স্থান ও স্বাক্ষর : যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কে ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই স্বাক্ষরিত হয়। কার্যকর হয় ৫ মার্চ, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে।
- বিষয়বস্তু : পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ।
- ২০০৩ সালে উত্তর কোরিয়া এটি প্রত্যাহার করেছে।
- স্বাক্ষর করেনি : দক্ষিণ সুদান, পাকিস্তান, ইসরাইল, ভারত।
- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে- ৩১ আগস্ট, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে।

সমন্বিত পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)
- স্থান ও স্বাক্ষর : ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে স্বাক্ষরিত হয়।
- বিষয়বস্তু : সামরিক-বেসামরিক সকল পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ।
- ৫৪তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর চুক্তিটি স্বাক্ষর করে এবং ২০০০ সালের মার্চে চুক্তিটি অনুমোদন করে।

ক্যাম্পডেভিট চুক্তি
- স্থান ও স্বাক্ষর : যুক্তরাষ্ট্রে মেরিল্যান্ডের ক্যাম্পডেভিডে ১৯৭৮ সালে সংঘটিত মিশর ও ইসরাইলে মধ্যে শান্তি চুক্তি।
- এই চুক্তির ফলে মিশরকে আরব লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বাফার স্টেট

দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অবস্থিত দেশকে বলা হয়- বাফার স্টেট (৩৮তম বিসিএস)। যেমন- জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের মাঝখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্র বেলজিয়াম।

বাফার স্টেট	বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের নাম
বেলজিয়াম	জার্মানি-ফ্রান্স-যুক্তরাজ্য
নেপাল ও ভুটান	ভারত-চীন
মঙ্গোলিয়া	রাশিয়া-চীন

যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র

দেশ	যুদ্ধবিমান	ক্ষেপণাস্ত্র
যুক্তরাষ্ট্র	এফ -১৬- জঙ্গি বিমান স্টেলথ- রাডারের নজর এড়াতে সক্ষম জঙ্গী বিমান সি-১৩০- সামরিক পরিবহন বিমান বি-৫২- বোমারু বিমান	▪ প্যাট্রিয়ট (আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার জন্য), ▪ ট্রাইডেন্ট (ব্যালাস্টিক মিসাইল), ▪ টমাহক (সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপণযোগ্য ক্রুজ মিসাইল)
রাশিয়া	মিগ-২৯ মিগ-২১ Sukhoi su-47 ইয়াক- ১৩০	শয়তান-২ (সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রাণঘাতী ক্ষেপণাস্ত্র), এস-৪০০ (যেসকল বিমানকে রাডারে ধরা যায় না, তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারে)
যুক্তরাজ্য	যুদ্ধবিমানসমূহ : টর্নেডো, জেভলিন, গ্রেব, টাইফুন, হান্টার, হারিকেন, হর্ন, গ্লাডিয়েটর, ক্যামেরন।	
চীন	যুদ্ধবিমানসমূহ : জে-৫, জে-৬	
ফ্রান্স	যুদ্ধবিমানসমূহ : ইটেন্ডার্ড, রাফালে, মিরেজ	
ইসরাইল	ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ : বরাক, জেরিকো	
ভারত	ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ : ব্রাহ্ম (ক্রুজ মিসাইল), অগ্নি, আকাশ, নাগ, সাগরিকা, পৃথ্বি, ধনুশ।	
উত্তর কোরিয়া	ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ- কেএন-০৬, তায়পেদং	
ইরান	ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ- কাওসার, ফাতেহ, সাজ্জিল, ফজর, টোন্ডার, নসর, সাহাব, জিলজাল, তুফান।	
পাকিস্তান	গজনভী, হাতাফ, শাহীন, ঘোরী, বাবর।	

জঙ্গিগোষ্ঠী ও গেরিলা সংগঠন

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. তালেবানরা যে দেশের- আফগানিস্তান। (১৫তম বিসিএস)
০২. 'ব্ল্যাক ক্যাট' যে দেশের জঙ্গী সংগঠন- ভারত। (২৪তম বাতিল বিসিএস)
০৩. আবু সায়াফ গেরিলা গোষ্ঠী আবু সায়াফ গেরিলা যে দেশের- ফিলিপাইন। (২৬তম বিসিএস)

www.bdniyog.com

জঙ্গীগোষ্ঠী নাম	দেশ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
আল কায়েদা	পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত (১৯৮৮)। সুন্নি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
তালেবান	আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত (১৯৯৪)। সুন্নি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
লস্কর- ই- তায়েবা	কাশ্মিরের স্বাধীনতাবাদী জঙ্গীগোষ্ঠী।
বোকো হারাম	নাইজেরিয়াভিত্তিক গেরিলা সংগঠনটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুন্নি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
হামাস	ফিলিস্তিন। সুন্নিপন্থী, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন।
আল শাবাব	সোমালিয়াভিত্তিক গেরিলা সংগঠন। আল কায়েদার আফ্রিকার শাখা।
হুতি	ইয়েমেনের শিয়াপন্থী বিদ্রোহীগোষ্ঠী।
ARSA	মায়ানমার। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান ও আরাকানের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে।

বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত রূপ ও পূর্ণরূপ

JKLF	Jammu Kashmir Liberation Front (India)
LTTE	Liberation Tiger's of Tamil Elom (Sri-Lanka)
ULFA	United Liberation Front of Assam (India)
MNLF	Moro National Liberation Front (Fillipine)
KNU	Karen National Union (Myanmar)
NSCN	Nationalish Social Council of Nagaland (India)
MQM	Muttahida Quemi Movement (Pakistan)
ISIS	Islamic State of Iraq & Syria.
JKLF	Jammu Kashmir Liberation Front (India)
LTTE	Liberation Tiger's of Tamil Elom (Sri-Lanka)
ULFA	United Liberation Front of Assam (India)
MNLF	Moro National Liberation Front (Fillipine)
KNU	Karen National Union (Myanmar)
NSCN	Nationalish Social Council of Nagaland (India)
MQM	Muttahida Quemi Movement (Pakistan)
ISIS	Islamic State of Iraq & Syria.
ARSA	Arakan Rohingya Salvation Army
PLO	Palestine Liberation Organization. (Palestine)

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গিগোষ্ঠী ও গেরিলা সংগঠন

→ মাওবাদী- নেপাল
→ God's Army- মায়ানমার
→ Black December- পাকিস্তান
→ Black September- Palestine
→ ওম সিংরিকিও – জাপান
→ শিবসেনা – ভারত
→ আবু সায়াফ (ফিলিপাইন) (২৩তম বিসিএস)
→ কন্ট্রা- নিকারাগুয়া (১০ম ও ২৪তম বিসিএস)
→ লস্কর- এ- তৈয়বা- পাকিস্তান
→ তেহরিক-ই-তালেবান।
→ Red Army (Japan)
→ Black Cat (India)
→ Force -77 (Lebanon)
→ New People's Army (Fillipine)
→ FARC (ফার্ক), M19- কলম্বিয়া।
→ সায়নিং পাথ- পেরুর মাওবাদী গেরিলা সংগঠন।
→ টুপাক আমারু- পেরুর বামপন্থি গেরিলা সংগঠন।
→ ইয়াজিদি- ইরাক।
→ পিকেকে- তুরস্ক।
→ হিজবুল্লাহ- লেবানন।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা

গোয়েন্দা সংস্থা	পূর্ণরূপ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ভারত	
RAW	Research and Analysis Wing. (1968)
CBI	Central Bureau of Investigation
যুক্তরাষ্ট্র	
FBI	Federal Bureau of Investigation. (1908)
CIA	Central Intelligence Agency. (1947)
NSA	National Security Agency.
INR	Bureau of Intellierence and Research.
ইসরাইল	
মোসাদ	প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে।
আমান	প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে।
পাকিস্তান	
ISI	Inter- Service Intelligence. (1948)
FIA	Federal Investigation Agency.
রাশিয়া	
FSB	Federal Security Service.
যুক্তরাজ্য	
SIS	Secret Intelligence Service.

বিভিন্ন দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী

দেশের নাম	সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম
বাংলাদেশ	বিজিবি
ভারত	বিএসএফ
পাকিস্তান	রেঞ্জার্স
মায়ানমার	বর্ডার গার্ড পুলিশ

আলোচিত বিপ্লব ও আলোচিত অভিযান

আলোচিত বিপ্লব

বিপ্লবের নাম	দেশ	সংঘঠিত হয়
আমেরিকান বিপ্লব	যুক্তরাষ্ট্র	১৭৭৫-১৭৮৩
ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব	ইংল্যান্ড	১৭৬০
ফরাসি বিপ্লব	ফ্রান্স	১৭৮৯
অক্টোবর/রুশ/বলশেভিক বিপ্লব	USSR	১৯১৭
চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব	চীন	১৯৬৬
ইসলামী বিপ্লব	ইরান	১৯৭৯
ভেলভেট বিপ্লব	চেকোশ্লোভাকিয়া	১৯৮৯
রোজ বিপ্লব	জর্জিয়া	২০০৩
অরেঞ্জ বিপ্লব	ইউক্রেন	২০০৪
টিউলিপ বিপ্লব	কিরগিস্তানে	২০০৫
জেসমিন বিপ্লব	তিউনিশিয়া	২০১০

↗ জেসমিন বিপ্লবের মাধ্যমে আরব বসন্ত শুরু হয়। বোয়াজিজি নামক এক শিক্ষিত ফলবিক্রেতার আত্মহননের মাধ্যমে শুরু হয় এ আরব বসন্ত। এ আন্দোলনে বেন আলী, হোসনি মোবারক , মুয়াম্মার গাদ্দাফির মতো বড় বড় স্বৈরশাসকদের পতন হয়।

www.bdniyog.com

আলোচিত অভিযান

অভিযানের নাম	সাল	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
অপারেশন সী লায়ন	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী কর্তৃক ব্রিটেনে পরিচালিত সামরিক অভিযান।
অপারেশন সার্চলাইট	১৯৭১	২৫শে মার্চ কাল রাতে পাকবাহিনী কর্তৃক নিরীহ বাঙ্গালিদের উপর পরিচালিত বর্বরতম হামলা।
অপারেশন জ্যাকপট	১৯৭১	আগস্ট মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দ্বারা পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান।
অপারেশন বিগ বার্ড	১৯৭১	মার্চ মাসে পাক বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের জন্য পরিচালিত অভিযান।
অপারেশন ক্লোজ ডোর	১৯৭১	বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারাভিযান।
অপারেশন ব্লু স্টার	১৯৮৪	শিখদের উপাসনালয় 'স্বর্ণ মন্দির' এ ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক পরিচালিত অভিযান।
অপারেশন ডেজার্ড স্টর্ম	১৯৯১	উপসাগরীয় যুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযান।
অপারেশন সী এঞ্জেল	১৯৯১	বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ে মার্কিন টাস্টফোর্স কর্তৃক পরিচালিত সাহায্য অভিযান।
অপারেশন অ্যানাকোন্ডা	২০০২	মার্চ মাসে আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী কর্তৃক তালেবান, আল কায়েদা বিরোধী অভিযান।
অপারেশন স্ট্রাইকিং ফোর্স	২০০২	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দেশে নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগরোধে অভিযান।
অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম	২০০৩	ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক সান্দাম হোসেনকে গ্রেফতারের অভিযান।
অপারেশন জেরোনিমা	২০১১	আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতারের অভিযান।
অপারেশন ওডিসি ডন	২০১১	লিবিয়ায় আমেরিকা, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য কর্তৃক পরিচালত অভিযান।
অপারেশন থান্ডার বোল্ড	২০১৬	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঢাকার গুলশানে জঙ্গি দমনের জন্য পরিচালিত অভিযান।
অপারেশ টোয়াইলাইট	২০১৭	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সিলেটের দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ি এলাকায় আতিয়া মহলে পরিচালিত অভিযান।
অপারেশন অলিভ বাঞ্চ	২০১৮	সিরিয়ার আফরিনে কুর্দিদের উপর তুরস্কর সামরিক অভিযান।

সামরিক জোট, পুলিশ সংস্থা, শান্তিরক্ষা মিশন

সামরিক জোট ও পুলিশ সংস্থা

NATO

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ দুই ভাগে (পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপ) ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে ছিল রাশিয়ার প্রভাব। রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহকে নিয়ে গঠন করে NATO. এর প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীতে রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় ওয়ারশ প্যাক্ট। এই দুই ভাগে বিভক্ত অঞ্চলের মধ্যে বিশ্বে শুরু হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধ। ন্যাটোভুক্ত মুসলিম দেশ- তুরস্ক ও আলবেনিয়া।

পূর্ণরূপ	North Atlantic Treaty Organization. এটিকে North Atlantic Alliance নামেও অভিহিত করা হয়।
প্রতিষ্ঠিত হয়	৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে।
প্রধান কার্যালয়	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত NATO এর সদর দপ্তর ছিল প্যারিসে।
মহাসচিব	জেন্স স্টোলেনবার্গ।
সদস্য সংখ্যা	ন্যাটো- এর সদস্য সংখ্যা ২৯ টি। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ১২টি। সদস্য দেশগুলো হলো- আলবেনিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, কানাডা, ক্রয়োশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মন্টিনিগ্রো, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র।
সর্বশেষ সদস্য	ন্যাটোর ২৯তম এবং সর্বশেষ সদস্য মন্টিনেগ্রো।
ইউরোপের বাহিরে NATO বাহিনীর প্রথম মিশন- ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে আফগানিস্তানে।	

Warsaw Pact

প্রতিষ্ঠিত হয়	১৭ মে, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
প্রধান কার্যালয়	
প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য	৮টি। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন এটি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের জোট ছিল। স্নায়ুযুদ্ধ শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে এই সামরিক জোটটি ১৯৯১ সালে বিলুপ্ত হয়ে যায়।
	এটি মূলত পূর্ব ইউরোপের ৮টি কমিউনিস্ট দেশের একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ওয়ারশ, পোল্যান্ড।

ANZUS

পূর্ণরূপ	Australia, Newzealand & United State Defense Pact.
প্রতিষ্ঠিত হয়	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ।
প্রধান কার্যালয়	ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।
সদস্য	৩টি (অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা)

Islamic Military Alliance (IMA)

- ধরন : সুন্নি মুসলিম বিশ্বের সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক জোট।
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে।
- উদ্যোক্তা : সৌদি আরব।
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : বাংলাদেশসহ ৩৪টি সুন্নিপন্থি মুসলিম দেশ।
- প্রথম সমর্থন জানায়- চীন।
- ইন্দোনেশিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি দেশ হলেও এ মিলিটারি জোটের সদস্য হয়নি।
- সদস্য হতে পারবে না- ইরান ও সিরিয়াসহ শিয়া প্রধান দেশ।
- প্রথম সম্মেলন হয়- ২১ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে।
- সর্বাধিনায়ক- পাকিস্তানের ১৫তম সেনাপ্রধান রাহিল শরীফ।

CENTO	▪ পূর্ণরূপ : Central Treaty Organization ▪ জোটটির পূর্ব নাম ছিল : Middle East Treaty Organization. প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৫ সাল এবং বিলুপ্তি- ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ। ▪ সদর দপ্তর : বাগদাদ (১৯৫৫-১৯৫৮) এবং অঙ্কারা (১৯৫৮-১৯৭৯)।
SEATAO	▪ পূর্ণরূপ : South-East Asia Treaty Organization. ▪ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ খিস্টাব্দে ▪ সংস্থাটির সদর দপ্তর ছিল- ব্যাংকক ▪ বিলুপ্তি হয়- ৩০ জুন, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে।

www.bdniyog.com

INTELPOL

পূর্ণরূপ	International Criminal Police Organization.
প্রতিষ্ঠিত হয়	১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।
প্রধান কার্যালয়	লিও, ফ্রান্স (২৫তম ও ২৬তম বিসিএস)
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	৫০টি। বর্তমান সদস্য- ১৯৪টি।
পূর্ব নাম	International Criminal Police Commission
ভাষা	৪টি (আরবি, ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফরাসি)

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী- United Nation Truce Supervision Organization (UNTSO)। শন্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের পোশাকের রঙ- হালকা নীল রঙের শিরস্ত্রাণ যাকে Blue Breet বলা হয়। সৈন্য প্রেরণে বাংলাদেশ দ্বিতীয়। প্রথম ইথিওপিয়া।

⟶ মোট শান্তিরক্ষা মিশন ----------টি।
⟶ সর্বাধক ব্যয় বহনকারী দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
⟶ শান্তিরক্ষা বাহিনী নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে- ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে।
⟶ আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস- ২৯ মে।
⟶ ইরাক-ইরান যুদ্ধবিরতি তদারকিতে অংশগ্রহণকারী জাতিসংঘ বাহিনীর নাম- UNIIMOG (United nations Iran-iraq military observer group) (১৪তম বিসিএস)
⟶ প্রথম নারী শান্তিরক্ষী নিযুক্ত হয়- লাইবেরিয়া (২০০৭ সালে)।

চুক্তি, প্রোটোকল ও কনভেনসমূহ

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. শাত-ইল-আরবকে কেন্দ্র করে ইরাক ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির নাম- আলজিয়ার্স চুক্তি। (১২তম বিসিএস)
০২. তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৬৬ সালের ১০ ই জানুয়ারি। (১৪তম বিসিএস)
০৩. শান্তি চুক্তির মাধ্যমে জাতিসত্তা সংঘাতের সমস্যা সমাধান হয় ইউরোপের যে দেশে- আয়ারল্যান্ড। (২০তম বিসিএস)
০৪. যে চুক্তি অনুসারে বসনিয়া সংকট সমাধানের পথ সুগম হয়েছিল- ডেটন চুক্তি। (২০তম বিসিএস)
০৫. পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের কথা বলা আছে যে চুক্তিতে- Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). (২১তম বিসিএস)
০৬. দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলো কবে SAPTA চুক্তি সই করে- ১৯৯৩ সালে।
০৭. যে চুক্তির মাধ্যমে EEC প্রতিষ্ঠিত হয়- রোম চুক্তি। (২৪তম বিসিএস)
০৮. ডেটন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৫ সালে। (২৪তম বিসিএস)
০৯. মানবাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৬৬ সালে দুইটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যথা: আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অধিকার চুক্তি। (২৪তম বিসিএস)
১০. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধকারী প্যারিস প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়- ১৯২৮ সালের ২৭শে আগস্ট। (২৫তম বিসিএস)
১১. কার্টাগেনা প্রোটোকল- জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি। (২৫তম ও ৩৫তম বিসিএস)
১২. শেনজেন চুক্তি- অবাধ চলাচল সংক্রান্ত একটি চুক্তি।(২৬তম বিসিএস)
১৩. অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি অনুমোদনের জন্য দুবার গণভোট আয়োজন করে- ডেনমার্ক। (২৬তম বিসিএস)
১৪. উরুগুয়ে রাউন্ড সংলাপ চলেছিল- ৮ (আট) বছর। (২৬তম বিসিএস)
১৫. START- কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত চুক্তি। (২৭তম বিসিএস)
১৬. কোন চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে অনুমোদন করা হয় নি- START-II. (২৭তম বিসিএস)
১৭. 'Chemical Weapon Convention' স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৩ সালে। (২৭তম বিসিএস)
১৮. ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইনসংক্রান্ত কনভেনশন অনুযায়ী একটি উপকূলে রাষ্ট্রের মহীসোপানের সীমা হবে ভিত্তি রেখা হতে- ৩৫০ নটিক্যাল মাইল। (৩৫তম বিসিএস)
১৯. যুক্তরাষ্ট্র ABM চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়- জুন, ২০০২ সালে। (৩৬তম বিসিএস)
২০. ১৭৮৩ সালে ভার্সাইতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২ টি। (৩৬তম বিসিএস)
২১. ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি যা Joint Comprehensive Plan of Action নামে পরিচিত তা সই হয়- ১৫ জুলাই, ২০১৫ সালে। (৩৭তম বিসিএস)
২২. ক্রমহ্রাসমান হারে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী উপাদান বিলীনের বিষয়টি যে চুক্তিতে বলা হয়েছে- মন্ট্রিল প্রটোকল। (৩৮তম বিসিএস)
২৩. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জড়িত- মানবাধিকার সংরক্ষণ। (৩৮তম বিসিএস)
২৪. ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কপ-২১ এ অংশগ্রহণ করেছিল- ১৯৬ টি জাতি। (৩৮তম বিসিএস)

চুক্তি

চুক্তির নাম	সাল	কারণ/ফলাফল/বিশেষত্ব
ম্যাগনাকার্টা	১২১৫	ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল
Pettition of Rights (আইন)	১৬২৮	ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মানবাধিকার সম্পর্কিত
English Bill of Rights (আইন)	১৬ ডিসেম্বর, ১৬৮৯	ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মানবাধিকার সম্পর্কিত
প্রথম ভার্সাই চুক্তি	১৭৮০ সাল	আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য
Peace of Paris	১৭৮৩ সাল	আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য

www.bdniyog.com

চুক্তির নাম	সাল	কারণ/ফলাফল/বিশেষত্ব
দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি	২৮ জুন, ১৯১৯ (স্বাক্ষর); ১০ জানুয়ারি, ১৯২০ (কার্যকর)	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী করে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্যকরণ।
প্যারিস প্যাক্ট	২৭ আগস্ট, ১৯২৮ সাল	আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ
মানবাধিকার সনদ [৩০ টি ধারা রয়েছে]	১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সাল	মানব জাতির প্রত্যেকের সহজাত মর্যাদা
জেনেভা কনভেনশন	১৮৬৪, ১৯০৬, ১৯২৯, ১৯৪৯	৪ টি রেডক্রস চুক্তি। যুদ্ধাপরাধীর বিচার সংক্রান্ত।

জেনেভা কনভেনসমূহ (Geneva Conventions)

যুদ্ধে উপদ্রুত এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাথে জনহিতকর আচরণের জন্য যে আইন রয়েছে তার একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে জেনেভা কনভেনশন। এতে তিনটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি এবং তিনটি বাড়তি প্রোটোকল রয়েছে। বস্তুত জেনেভা কনভেনশন বলতে ১৯৪৯ সালের একট সন্ধিপত্রকে নির্দেশ করে যেটি সম্পাদিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া এবং এর ফলাফল হিসেবে। এই সন্ধিপত্রেই চতুর্থ চুক্তিটি যোগ করা হয় এবং প্রথম তিনটি (১৮৬৪, ১৯০৬, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত) চুক্তির হালনাগাদ করা হয়।

⟶ প্রথম জেনেভা কনভেনশন সম্পাদিত হয় ১৮৬৪ সালে, যার লক্ষ্য ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এবং অসুস্থ সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি।

⟶ দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশন সম্পাদিত হয় ১৯০৬ সালে, সমুদ্রস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত, অসুস্থ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে।

⟶ তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনটি যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ ও তাদের নিরাপত্তা এবং চিকিতসা সংক্রান্ত, ১৯২৯।

⟶ চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনটি যুদ্ধাবস্থায় বেসামরিক জনগণ রক্ষার্থে সম্পাদিত, ১৯৪৯।

এই কনভেনশনগুলোর সমষ্টিকেই বলা হয় '১৯৪৯ এর জেনেভা কনভেনশনসমূহ' বা সাধারণভাবে 'জেনেভা কনভেনশন'। একে চারটি রেডক্রস কনভেনশন নামেও অভিহিত করা হয়।

চুক্তির নাম	সাল	কারণ/ফলাফল/বিশেষত্ব
রোম চুক্তি	২৫ মার্চ, ১৯৫৭ (স্বাক্ষর)	European Economic Community প্রতিষ্ঠা
হট লাইন চুক্তি	২০ জুন, ১৯৬৩	নোট দেখুন
নোট : শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার চুক্তি। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।		
তাসখন্দ চুক্তি	১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬	ভারত – পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান। ১৯৬৫ সালের ভারত – পাকিস্তান যুদ্ধ ছিল এ চুক্তির প্রেক্ষাপট।
↗ তাসখন্দ চুক্তির মধ্যস্থতাকারী- আলেক্সেই কোসিগিন।		
মহাশূন্য চুক্তি	২৭ জানুয়ারি, ১৯৬৭ (স্বাক্ষর)	আন্তর্জাতিক মহাশূন্য আইন গঠনের লক্ষ্যে এ চুক্তি গৃহীত হয়। চুক্তিটি

চুক্তির নাম	সাল	কারণ/ফলাফল/বিশেষত্ব
বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি	১৯ মার্চ, ১৯৭২	ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ২৫ বছর মেয়াদী এ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
সিমলা চুক্তি	২ জুলাই, ১৯৭২	ভারত ও পাকিস্তানের শান্তি বৈঠক। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের বিষয়ে এ চুক্তি আলোচিত হয়।
প্যারিস শান্তি চুক্তি	২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩	স্থান: প্যারিস। ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান হয়।
আলজিয়ার্স চুক্তি	৬ মার্চ, ১৯৭৫	শাত-ইল আরবসহ বিরোধপূর্ণ সীমানা নিয়ে ইরাক- ইরান চুক্তি।

ক্যাম্পডেভিড চুক্তি

⟶ স্বাক্ষর : ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

⟶ বিষয়বস্তু: মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় রূপরেখা প্রণয়ন এবং শান্তিস্থাপন।

⟶ ক্যাম্পডেভিড, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র।

⟶ স্বাক্ষরকারী: মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরাইলের ততকালীন প্রেসিডেন্ট মেনাহেম বেগিন।

⟶ মধ্যস্ততাকারী : জিমি কার্টার।

শেনজেন চুক্তি

⟶ স্বাক্ষরিত হয় : ১৪ জুন, ১৯৮৫

⟶ পক্ষসমূহ: বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সাবেক পশ্চিম জার্মানি, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ড।

⟶ বিষয়বস্তু: এটি ইউরোপের জল, স্থল ও আকাশপথে এক ভিসায় বা ভিসা ব্যতীত অবাধ চলাচল সংক্রান্ত চুক্তি। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৯৫ সালের ১৬ মার্চ ভিসামুক্ত ইউরোপের যাত্রা শুরু হয়।

চুক্তির নাম	সাল	কারণ/ফলাফল/বিশেষত্ব
ভারত-শ্রীলঙ্কা শান্তি চুক্তি	২৯ জুলাই, ১৯৮৭	শ্রীলঙ্কান সিভিল ওয়ার সমাপ্তির লক্ষ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
Tripartite Accord	২২ ডিসেম্বর, ১৯৮৮	ট্রাইপারটাইট একোর্ড (অ্যাঙ্গোলা) নামে পরিচিত
ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি	৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২	নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিক্টে ১২ টি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে অভিন্ন মুদ্রা প্রচলনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

অসলো চুক্তি (Oslo Accords)

⟶ স্বাক্ষরিত হয় : ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

⟶ পক্ষসমূহ : ফিলিস্তিন ও ইসরাইল।

⟶ ২০ আগস্ট, ১৯৯৩ (ঐকমত্য)। এ চুক্তির মধ্যস্থতাকারী ছিলেন বিল ক্লিন্টন।

⟶ ফলাফল: পিএলও- ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়। ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসনের রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়।

ডেটন চুক্তি

⟶ স্বাক্ষরিত হয় : ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে।

www.bdniyog.com

⟶ স্থান : প্যারিস, ফ্রান্স।

⟶ নামকরণ : ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেটনে এ চুক্তির ব্যাপারে ঐক্যমত্য হয়।

⟶ পক্ষসমূহ : সার্বিয়া এবং বসনিয়া- হার্জেগোভিনা।

⟶ মধ্যস্থতাকারী : বিল ক্লিন্টন।

চুক্তির নাম	সাল	কারণ/ফলাফল/বিশেষত্ব
পার্বত্য শান্তি চুক্তি	২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য শান্তি বাহিনীর চুক্তি।
কিয়োটো চুক্তি	১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য দায়বদ্ধ করে একটি চুক্তি। এটি জাপানের কিয়োটো নগরীতে স্বাক্ষরিত হয়।
বেলফাস্ট চুক্তি	১০ এপ্রিল, ১৯৯৮	পক্ষসমূহ : ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড ফলাফল: উত্তর আয়ারল্যান্ডের শান্তির জণ্য অন্যতম মাইলফলক।
উই রিভার চুক্তি	২৩ অক্টোবর, ১৯৯৮	পক্ষঃ পিএলও এবং ইসরাইল
P^5 +1	১৫ জুলাই, ২০১৫	Joint Comprehensive Plan of Action নামে পরিচিত। ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি।

⟶ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ কোন দেশ পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (NPT) স্বাক্ষর করে- ফিলিস্তিন।

⟶ এন্টার্কটিকা চুক্তি (Antarctic Treaty) কত সালে স্বাক্ষরিত হয়- যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সালে।

New START (New Strategic Arms Reduction Treaty)

⟶ স্বাক্ষরিত হয় : ৮ এপ্রিল, ২০১০

⟶ পক্ষঃ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া

⟶ বিষয়বস্তু : কৌশলগত অস্ত্র-হ্রাস সংক্রান্ত চুক্তি

কার্টাগেনা প্রটোকল (Cartagena Protocol)

⟶ স্বাক্ষরিত হয় : ১৫ মে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে।

⟶ কার্যকর হয় : ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে।

⟶ জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি।

বিভিন্ন চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বাক্ষর

০১. বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) তে স্বাক্ষর করে এবং ২০০০ সালের ৮ মার্চ চুক্তিটি অনুমোদন করে। (সূত্র :www.ctbto.org)

০২. বাংলাদেশ Mine Ban Policy তে স্বাক্ষর করে ৭ মে ১৯৯৮, অনুমোদন করে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০০ (সূত্র: the-monitor.org)

০৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে। বাংলাদেশের পক্ষে আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে সন্তু লারমা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ফলে শান্তি বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয় ০৫ মার্চ, ১৯৯৮ সালে। এর ফলে ধীরে ধীরে উপজাতি- বাঙালি সংঘর্ষ কমে যায়। পার্বত্য এলাকায় শান্তি নেমে আসে।

০৪. বাংলাদেশ- ভারত পানিচুক্তি (গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয় ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালে। গঙ্গা পানি চুক্তি ৩০ বছরের জন্য স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে ততকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের পক্ষে দেব গৌড়া।

০৫. ১৯৭৪ সালে মুজিব- ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দিল্লীতে।

০৬. এখন পর্যন্ত ফারাক্কার উপর ৫ (পাঁচ) টি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

০৭. বাংলাদেশ- মায়ানমার স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১২ নভেম্বর, ১৯৯৮ সালে।

০৮. বাংলাদেশ- ভারতের মধ্যে ট্রেন চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৪ জুলাই, ২০০০ সালে।

০৯. বাংলাদেশ- থাইল্যান্ড আসামী প্রত্যার্পণ চুক্তি (Extradition Treaty) স্বাক্ষরিত হয় ৯ জুলাই, ১৯৯৮ সালে।

১০. বাংলাদেশ- ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯ মার্চ, ১৯৭২ সালে। এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ২৫ বছরের জন্য।

১১. জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন স্বাক্ষর করে ১৯৯২ সালে।

১২. বাংলাদেশ UNFCC স্বাক্ষর করে ৯ জুন, ১৯৯২ সালে এবং অনুমোদন করে ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৪ সালে।

১৩. কার্টাগেনা প্রোটোকল স্বাক্ষর এবং কার্যকর করে যথাক্রমে ২০০০ এবং ২০০৪ সালে।

১৪. কিয়োটো প্রোটোকল স্বাক্ষর করে ২২ অক্টোবর, ২০০১ সালে এবং তা কার্যকর করে ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৫ সালে।

১৫. জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র অনুমোদন করে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সালে। এর মেয়াদ ২০২১ সাল পর্যন্ত।

আইন বিষয়ক সংস্থা

ITLOS

⟶ পূর্ণরূপ : International Tribunal for the Law of the Sea.

⟶ সদর দপ্তর : হামবুর্গ, জার্মানি।

⟶ গৃহীত হয় : ১০ ডিসেম্বর, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে।

⟶ কার্যকর হয় : ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে।

⟶ বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সমুদ্রসীমা বিরোধ বিষয়ক রায় প্রদান করে- ১৪ মার্চ, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে।

PCA

⟶ পূর্ণরূপ : Permanent Court for Arbitration. (স্থায়ী সালিসি কেন্দ্র)

⟶ সদর দপ্তর : হেগ, নেদারল্যান্ডস।

⟶ প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে।

⟶ বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিষয়ক রায় প্রদান করে- ৭ জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে। এই বিজয়ের ফলে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা হয় ১১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার।

মানবাধিকার চুক্তি

⟶ চুক্তির স্থান : জাতিসংঘের সদর দপ্তর। স্বাক্ষরকারী : জাতিসংঘ। গৃহীত হয় : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে।

⟶ বিষয়বস্তু : মানবজাতির প্রতিটি মানুষের সহজাত মর্যাদা, সমতা ও সমান অধিকার রক্ষা করা।

www.bdniyog.com

অধ্যায় তিন : বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনা প্রবাহ

→ ৫ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদটি বাতিল করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাতিল করা হয়েছে ৩৫-এ ধারাটিও। ভারতের কোন কোন গণমাধ্যম ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে 'মিশন কাশ্মির' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এর মাধ্যমে কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল হয়ে যায়।

→ সাফরেন- ফ্রান্সের নতুন প্রজন্মের সাবমেরিন। সাবমেরিন বহরটি উদ্বোধন করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো- ১২ জুলাই, ২০১৯ খ্রি.।

→ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পদচ্যুত মিশরের প্রেসিডেন্ট ড. মোহাম্মদ মুরসি আদালতে বিচার চলাকালে অসুস্থ হয়ে আদালত প্রাঙ্গনেই মৃত্যুবরণ করেন- ১৭ জুন, ২০১৯ খ্রি.।

→ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জার্মান অধিকারকৃত ফ্রান্সের নরম্যান্ডি উপকূলে মিত্রবাহিনীর ঐতিহাসিক অবতরণের দিনকে সামরিক ভাষায় D- Day বলা হয়। ৬ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক দিনটির ৭৫ তম বার্ষিকী উদযাপিত হয় উত্তর ফ্রান্সের সাগর পাড়ের শহর গোল্ড বিচে।

→ SEACO (South East Asian Co-operation) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৫টি (বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, ব্রুনাই) দেশ নিয়ে গঠিত হয়- ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। এটির প্রথম অধিবেশ হয়- ঢাকা, বাংলাদেশে জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে।

→ African Union এ সুদানের সদস্যপদ স্থগিত হয়- ৬ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। দেশটি ২৫মে, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সদস্যপদ লাভ করেছিল।

→ পশ্চিম আফ্রিকার সংগঠন ECOWAS (Economic Community of West African States) এর সদস্যভুক্ত ১৫টি দেশ অভিন্ন মুদ্রা 'Eco' চালু করতে সম্মত হয়- ২৯ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তা ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পর্যায়ক্রমে এই মুদ্রা চালু করা হবে।

→ বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

→ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ বাংলাদেশ। (-এডিবি)

→ রোহিঙ্গারা ৫ শর্তের বিনিময়ে দেশে ফিরতে আগ্রহী। যথা- নাগরিকত্ব দেয়া, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জমি-জমা ফেরত, নিজ গ্রামে বসবাসের উপর্যুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

→ ডেভিড রবার্ট ম্যালপাসকে বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আগামী ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত করা হয়- ২৬ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ১৩তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ৯ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে।

→ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিয়েছেন। যথা- ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ থেকে (২৩ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি.), জাতিসংঘের অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি (২৬ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি.), ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি (৮ মে, ২০১৮ খ্রি.), প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (১ জুন, ২০১৭ খ্রি.), ইরানের সাথে মৈত্রী চুক্তি (৩রা অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি.)।

→ বিদায়ী প্রেসিডেন্টকে শ্রদ্ধা জানাতে কাজাখস্তানের রাজধানী 'নুর সুলতান' করা হয়- ২০ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে।

→ প্রথমবারের মত বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী পালিত হয় জাতিসংঘে। ১৫ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শোক দিবসের অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে 'Friend of the World' বা 'বিশ্ববন্ধু' হিসেবে ঘোষণা করেন- আনোয়ারুল করিম চৌধুরী।

→ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

→ বিশ্ব ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন- মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম।

→ বাংলাদেশের প্রথম দুই নারী FIFA রেফারি হতে যাচ্ছেন। তাদের নাম- সালমা আক্তার ও জয়া চাকমা।

→ সম্প্রতি ৪৫তম G-7 এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্সে- ২৪-২৬ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে।

→ পৃথিবীর ফুসফুস নামে খ্যাত আমাজন সারা বিশ্বের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ২০ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে।

→ সাফ অনূর্ধ্ব- ১৫ চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত এবং রানার্স আপ হয়- নেপাল।

→ দোকদো- দ্বীপ নিয়ে বিরোধ রয়েছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া মাঝে। দ্বীপটি দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ন্ত্রণে আছে। এর অবস্থান জাপান সাগরে।

→ ECOSOC এর মোট সদস্য ৫৪টি। প্রতি বছর এক তৃতীয়াংশ সদস্যের মেয়াদ শেষ হয়। ১৪ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ৩ বছর মেয়াদে (২০২০-২০২২ খ্রি.) নির্বাচিত হয়।

→ চন্দ্রযান- ২ ভারতের উৎক্ষেপিত মহাকাশযান।

→ বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ চীন।

→ দেশের প্রথম বঙ্গবন্ধু মানমন্দির নির্মাণ হচ্ছে- ফরিদপুর ভাঙ্গা উপজেলায়।

→ বাংলাদেশের জাতীয় দলের নতুন প্রধান কোচ- রাসেল ডোমিঙ্গ (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

→ সম্প্রতি তিন সন্তান নীতি অনুমোদন দেয়া হয়েছে- চীনে।

→ রাশিয়ার সাথে নতুন পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি হলে, তাতে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে রাখতে আগ্রহী।

→ ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজফফর খান মারা যান- ২৩ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। বাড়ি- কুমিল্লা জেলায়।

→ বাংলাদেশের জাতীয় পার্টির সাবেক চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ মৃত্যুবরণ করেন- ১৪ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে।

→ সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে 'ন্যাটো' মিত্রের মর্যাদা প্রদান করে।

→ সম্প্রতি জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- জাপানের ওসাকায়।

→ বিশ্বের বৃহত্তম বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউট। শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউট।

www.bdniyog.com

→ ২৫ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিরিয়ার গোলান মালভূমিকে ইসরাইলের ভূ-খণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
→ জাপানের ১২৬তম সম্রাট নারুহিতো।
→ ৫-জি চালু করে দক্ষিণ আফ্রিকা- ৩ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি.
→ বাংলাদেশের একমাত্র ও প্রথম সাপের বিষ ডেটাবেস নির্মাণ করেন- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক- ড. আবু রেজা।
→ প্রাচীন জাতের মিশরীয় তুলার সন্ধান পাওয়া যায়- বাগেরহাট জেলায়।
→ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম অ্যানিমেশন মুভি- Surviving.
→ ভ্যাটিকানের 'ল্যাম্প অব পিস' লাভ করেন- ড. ইউনুস।
→ এশিয়ার নোবেল খ্যাত র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার-২০১৯ খ্রি. লাভ করেন-

রবিশ কুমার	ভারত
কো সোয়ে উইন	মিয়ানমার
আংখানা নীলা পাইজিৎ	থাইল্যান্ড
রয়মুন্ড পুজান্তে	ফিলিপাইন
কিম জং কি	দক্ষিণ কোরিয়া

অধ্যায় চার : আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি

আন্তর্জাতিক জলবায়ু ইস্যু ও কূটনীতি

পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রাথমিক আলোচনা

→ ইকোলজি শব্দটি ১৮৬৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেন জার্মান পরিবেশ বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেইকেল। 'ইকোলজি' হলো গ্রিক শব্দ। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় কোন অঞ্চলের জৈব ও অজৈব পরিবেশের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটিই ইকোলজি বা বাস্তুবিদ্যা।
→ পরিবেশের অজীব উপাদানকে বলে- Abiotic Substances.
→ সাধারণত কোন অঞ্চলের ৩০-৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে ঐ এলাকার জলবায়ু বলে।
→ 'গ্রিন হাউজ' শব্দটি ১৮৯৬ সালে ব্যবহার করেন সুইডিশ বিজ্ঞানী সোভনটে আরহেনিয়াস।
→ গ্রিন হাউজ গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়াকে বলা হয় 'বৈশ্বিক উষ্ণতা' বা 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'। আর্কটিকে বরফ গলে যাওয়ার কারণ- বৈশ্বিক উষ্ণতা।
→ মেরু প্রদেশে ওজোনস্তরের ফাটল লক্ষ্য করেন জোনাথন শাকলিন (১৯৮০ সালে)।
→ সবুজ বিপ্লবের সৃষ্টি করেন নরম্যান বোরলগ।
→ গ্রিন হাউজ ইফেক্ট বলতে তাপ আটকে পড়ে সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বোঝায় (১২তম, ১৫তম, ১৯তম এবং ২৯তম বিসিএস)। গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ হলো- কার্বন-ডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), ওজোন (O_3), ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন (CFC), হাইড্রোফ্লোরোকার্বন (HFC)।
→ অত্যধিক ঠান্ডা থেকে রক্ষার জন্য শীতপ্রধান দেশে কাচের ঘরের ভিতর সবুজ উদ্ভিদের চাষাবাদ করা হয়। (২৯তম বিসিএস)
→ গ্রিন হাউস ইফেক্টের জন্য বাংলাদেশের নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে (২৬তম বিসিএস)। এর ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে (২২তম বিসিএস)।
→ গ্রিন হাউস ইফেক্টের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে উত্তাপ অনেক বেড়ে যাবে। (১২তম ও ৩০তম বিসিএস)
→ জীবজগতের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রশ্মি গামা রশ্মি। (২৮তম বিসিএস)
→ সর্বাধিক গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ.....।
→ সর্বাধিক কার্বন গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ .....।
→ মাথাপিছু কার্বন গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ.....।
→ কার্বন কর চালু করেছে- অস্ট্রেলিয়া।
→ পরিবেশ দূষণ বীমা চালু করেছে- চীন।
→ 'The Keeling Curve' রেখাচিত্রটি পরিবেশের সাথে জড়িত।
→ জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ব্যাপকতা তুলে ধরার জন্য সমুদ্রের গভীরে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছে- মালদ্বীপ। (৩৫তম বিসিএস)
→ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হিমালয়ের পর্বতমালায় মন্ত্রিপরিষদের মিটিং করে বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল নেপাল।
→ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। (২৮তম বিসিএস)
→ জীবন জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে (২৬তম বিসিএস)। বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ২৫ শতাংশের বেশি হলে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। যানবাহনের কালো ধোঁয়া বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
→ ওজোনস্তরে ফাটলের/অবক্ষয়ের জন্য মুখ্যত দায়ী- ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন (১৯তম ও ২১তম বিসিএস)। এটি নির্গত হয় রেফ্রিজারেটর, প্লাস্টিক কারখানা ও এয়ার কন্ডিশনার থেকে। এর বাণিজ্যিক নাম 'ফ্রেয়ন'। সিএসি বায়ুমন্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ক্ষতিসাধন করে। ১৯৭৩ সালে সিএফসি বায়ুমন্ডলের ওজোনস্তর ধ্বংসের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন আবিষ্কার করেন Professor T Midgley।
→ আমাদের দেশে বনায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ গাছপালা অক্সিজেন ত্যাগ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে ও জীবজগতকে বাঁচায়। (২২তম বিসিএস)
→ কোন দেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য- ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।
→ পানিতে নিমজ্জিত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণির পরিমাণ মরে যায়।
→ পেট্রোল পোড়ালে সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) গ্যাস বাতাসে ভাসে। (৩৬তম বিসিএস)

www.bdniyog.com

→ পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করার বড় কারণ- পরিবেশ দূষণ হ্রাস।
→ SMOG হচ্ছে- দূষিত বাতাস।
→ মাটি পৃথিবীর বিশাল প্রাকৃতিক শোধনাগার।
→ ঢাকা শহরে বিপজ্জনক ধাতব দূষণ- সীসা।

পরিবেশ বিষয়ক টার্মস

→ গ্রিন ফান্ড: পরিবেশ দুর্যোগ মোকাবিলাতে গঠিত তহবিল।
→ গ্লোবাল জিরো: ২৫ বছরের মধ্যে 'বিশ্বকে পরমাণু অবমুক্তকরণ কর্মসূচি
→ গ্রিন সার্টিফিকেট: কার্বন-ডাই-অক্সাইড হ্রাসের লক্ষ্যে ডেনমার্কে প্রবর্তিত হয়।
→ গ্রিন পার্টি: নিউজিল্যান্ডের 'ভ্যালুজ পার্টি'কে পৃথিবীর প্রথম গ্রিন পার্টি বলা হয়।
→ গ্রিন কেমিস্ট: পরিবেশ সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ যাতে পরিবেশের ক্ষতি কম হয়।
→ গ্রিন বেল্ট মুভমেন্ট: কেনিয়ার নোবেল বিজয়ী ওয়াংগেরি মাথেই এর বনায়ন কর্মসূচি। পরিচালনাকারী সংস্থা UNEP।
→ E8- পরিবেশ পরিবেশ দূষণকারী ৮টি দেশ।
→ গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড :

- সবুজ জলবায়ু তহবিল হলো UNFCCC এর জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন অনুশীলনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি তহবিল।
- উদ্দেশ্য : শিল্পোন্নত দেশসমূহের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।
- ২০০৯ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP-15) এ সবুজ তহবিল গঠনের অঙ্গীকার করা হয়। (এনএসআই-সহকারী পরিচালক- ২০১৫)
- ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুন শহরে COP−16 সম্মেলনে Green Climate Fund গঠিত হয়।
- ২০২০ সাল নাগাদ ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব রয়েছে।

পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন পুরস্কার ও প্রতিযোগিতা

মিস আর্থ প্রতিযোগিতা	পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফিলিপাইনের পরিবেশবাদী সংগঠন "ক্যারাউজ্যাল প্রোডাকশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতা।
চ্যাম্পিয়ন অফ দ্যা আর্থ	○ ২০০৪ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থা কর্তৃক এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। ○ পুরস্কারটি ২০০৫ সাল হতে দেয়া আরম্ভ হয়। ○ মোট ৬টি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেয়া হয়। ○ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'পলিসি লিডারশীপ ক্যাটাগরিতে' এই পুরস্কার পেয়েছেন।
গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ	○ এটিকে 'পরিবেশের নোবেল' বলা হয় ○ এটি প্রবর্তন করা হয় ১৯৯০ সালে

→ পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দশক
২০০৬-২০১৬− সমস্যা সঙ্কুল অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন ও পুনর্গঠন দশক
২০১০-২০২০− খরা ও মরুকরুনণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দশক
২০১১-২০২০− জীব বৈচিত্র্য দশক

পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন ও অন্যান্য

WHO

- পূর্ণরূপ : World Meteriological Organization.
- সদর দপ্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে।
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম : IMO. ৩০ মার্চ, ১৯৫০ এর নামকরণ করা হয় WMO।
- ২০ ডিসেম্বর, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এটি জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা পায়।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO)

- পূর্ণরূপ : United Nations World Tourism Organization.
- সদর দপ্তর : মাদ্রিদ, স্পেন।
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে।
- সংস্থাটি জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে- ১১ মার্চ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে। বাংলাদেশ সংস্থাটির সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

IMO

- পূর্ণরূপ : International Maritime Organization.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৭ মার্চ, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে।
- এটি নৌচলাচল বিষয়ের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম সংগঠন।

IUCN

- পূর্ণরূপ : International Union for the Conservation for the Nature.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ৫ অক্টোবর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে।
- সদর দপ্তর : গ্লান্ড, সুইজারল্যান্ড।
- এটি মূলত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণবাদী সংস্থা। এই সংস্থাটির কাজ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা। (২৪তম বিসিএস)

WWF

- পূর্ণরূপ : World Wide Fund for nature.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ২৯এপ্রিল, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে।
- সদর দপ্তর : গ্লান্ড, সুইজারল্যান্ড।

গ্রিন পিচ

- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। (৩৭তম বিসিএস)
- সদর দপ্তর : আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস।
- এটি মূলত আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংস্থা। (২৬তম বিসিএস)

UNEP : United Nations Environment Program

- গঠিত হয় ৫ জুন, ১৯৭২ সালে|
- সদর দপ্তর কেনিয়ার নাইরোবিতে অবস্থিত।

World Watch

→ বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে ১৯৭৪ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে ওয়াশিংটন ভিত্তিক পরিবেশবাদী গ্রুপ World Watch.

Green Belt Movement

→ ১৯৭৭ সালে পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক বেসরকারি সংস্থা Green Belt Movement প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ওয়াঙ্গেরি মাথাই ২০০৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

www.bdniyog.com

Water Aid

- প্রতিষ্ঠিত হয় : ২১ জুলাই, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে।
- এটি ব্রিটেনভিত্তিক সংস্থা। সংস্থাটি বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন নিয়ে কাজ করে।

IPCC

- পূর্ণরূপ : Intergovernmental Panel on Climate Change.
- এটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বোচ্চ সংস্থা।
- এটি জাতিসংঘের একটি 'বিজ্ঞানসম্মত body' যা 'জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মূল্যায়নে' কাজ করে।
- এটি UNEP & WMO এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়।
- গঠিত হয় ১৯৮৮ সালে।
- এর সদস্য সংখ্যা ১৯৫টি।
- সংস্থাটি নোবেল পুরস্কার পায়- ২০০৭ সালে।

Green Watch & GEF

→ ১৯৯১ সাল থেকে পরিবেশ সচেতনতা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে Green Watch নামক একটি জার্মানির পরিবেশবাদী সংগঠন।

→ এছাড়াও একই সময় থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে Global Environment Facility (GEF)।

UNFCCC

- পূর্ণরূপ : Untied Nations Framework Convention on Climate Change.
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে জাতিসংঘের একটি 'রূপরেখা'।
- ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ১ম ধরিত্রী সম্মেলনে এটি স্বাক্ষরিত হয়। কার্যকর হয় ১৯৯৪ সালে।
- বাংলাদেশ এটি ৯ জুন, ১৯৯২ সালে স্বাক্ষর করে এবং অনুমোদন করে ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৪ সালে।

COP : Conference of the Parties

- মোট পক্ষ হল ১৯৬ টি।
- তবে স্বাক্ষর করেছে ১৬৮ টি রাষ্ট্র।
- COP সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে- UNFCCC ভুক্ত দেশসমূহ।
- COP এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- বার্লিন, জার্মানি (২৮ মার্চ-০৭ এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ)

Green Cross International

→ পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা Green Cross International (প্রতিষ্ঠাতা : মিখাইল গর্বাচেভ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালে।

V-20 : Vulnerable-20

→ প্রতিষ্ঠিত হয় : ৮ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে।

→ উদ্দেশ্য : জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় তহবিল গঠন, সেই অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং পারস্পারিক সহযোগিতার অঙ্গীকার।

পরিবেশ ও জলবায়ু সম্মেলন

→ **স্টকহোম সম্মেলন** : বিশ্ব পরিবেশ বিষয়ে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। এ সম্মেলনে ৫ই জুনকে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' ঘোষণা/পালনের সিদ্ধান্ত হয়। পরিবেশ বিষয়ক আরও কিছু দিবস-

বিশ্ব জলাভূমি দিবস- ২ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস-২২ মে
বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস- ৩ মার্চ	বিশ্ব সমুদ্র দিবস- ৮ জুন
আন্তর্জাতিক বন দিবস- ২১ মার্চ	বিশ্ব বাঘ দিবস- ২৯ জুলাই
বিশ্ব পানি দিবস- ২২ মার্চ	বিশ্ব পর্যটন দিবস- ২৭ সেপ্টেম্বর
বিশ্ব আবহাওয়া দিবস- ২৩ মার্চ	বিশ্ব নদী দিবস- ২৮ সেপ্টেম্বর
বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস- ১৮ এপ্রিল	বিশ্ব প্রাণী দিবস- ৪ অক্টোবর
বিশ্ব ধরিত্রী দিবস- ২২ এপ্রিল	বিশ্ব হাতি দিবস- ১২ আগস্ট
আন্তর্জাতিক ওজোনস্তর সংরক্ষণ দিবস- ১৬ সেপ্টেম্বর	
আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস- ১৩ অক্টোবর	

↗ ধরিত্রী দিবস (Earth Day) : পরিবেশ রক্ষার জন্য সমর্থন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২২ এপ্রিল ধরিত্রী দিবস (Earth Day) পালিত হয়। ১৯৭০ সালের এই দিনে মার্কিন সিনেটর গেলর্ড নেলসন ধরিত্রী দিবসের প্রচলন করেন। ২০০৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রতি বছর ২২ এপ্রিলকে International Mother Earth Day হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

→ **প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন** : ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে (২১তম বিসিএস) পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭২টি দেশের মোট ২৪০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেয়। ৮০০ পৃষ্ঠার এজেন্ডা- ২১ (Agenda-21) নামক কার্যক্রম গৃহীত হয়। সম্মেলনের 'রিও ঘোষণায়' (Rio Declaration) ২৭টি নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের রূপরেখা 'UNFCCC' স্বাক্ষরিত হয়।

→ **দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও + ৫)** : ১৯৯৭ সালের ২৩-২৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১ম ধরিত্রী সম্মেলনের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ৬১টি দেশের সরকার প্রধান কর্তৃক The Program for the Further Implementation of Agenda-27 গৃহীত হয়।

→ **হেগ সম্মেলন** : ২০০০ সালে নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে পরিবেশ বিষয়ক হেগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

→ **তৃতীয় রিও সম্মেলন** : ২০০২ সালের ২৬শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে (রিও+১০) অনুষ্ঠিত হয়। যা 'বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন' (World Summit on Sustainable Development) নামে পরিচিত। যেখানে বিখ্যাত Agenda-5 গ্রহণ করে পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে এটিই প্রথম সম্মেলন।

→ **কোপেনহেগেন সম্মেলন** : ২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কোপ-১৫ অনুষ্ঠিত হয় ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে। এ সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো একটি 'গ্রিন

www.bdniyog.com

ক্লাইমেট ফান্ড' গঠনের অঙ্গীকার করে। ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর সহায়তায় প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হবে ২০২০ সাল হতে।

→ **চতুর্থ ধরিত্রী সম্মেলন (রিও + ২০)** : ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিওতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার মূল নাম হলো 'United Nation Conference on Sustainable Development'. ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রউসেফ 'কেমন পৃথিবী আমরা দেখতে চাই' (The future world that we want to see) নামক বক্তব্য পাঠ করেন। উক্ত বক্তব্যে ২৮৩ টি অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নে 'প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো' তৈরি করা এবং 'সবুজ অর্থনীতি' (Green Economy) গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়।

→ ২০০৭ সালে বালি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন শহর বালি দ্বীপে।

COP সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

→ COP-১৮ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১২ সালে কাতারের রাজধানী দোহাতে। এই সম্মেলনে Kyoto Protocol এর মেয়াদ ২০১২ থেকে বাড়িয়ে ২০২০ সালে উন্নীত করা হয়।

→ COP-২১ সম্মেলন হয় ২০১৫ সালে প্যারিসে এবং COP-২২ সম্মেলন হয় ২০১৬ সালে মরক্কোর মারাকাস শহরে।

→ পরিবেশ সংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবিলায় জাপানের সংস্থা JICA বাংলাদেশকে ২০০৯- ২০১০ অর্থবছর থেকে ২০১১- ২০১২ অর্থবছর পর্যন্ত তিনটি অর্থবছরে ৪৯০ কোটি টাকার বাজেট সহায়তা দিয়েছে।

→ বাংলাদেশের কাছে জাপানের সুদ হিসেবে পাওনা ৭০০ কোটি টাকা মওকুফ করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়েছে জাপান সরকার।

→ ১২ নভেম্বর, ২০১৪ সালে USA এবং China র মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধ চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে USA ২০২৫ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের তুলনায় ২০- ২৮% গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনার কথা বলে। অপরদিকে চীন কোনরূপ লক্ষ্য ঠিক না করে ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনার কথা বলে। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশী গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ করে China এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে USA।

→ ০১ জুন, ২০১৭ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ২০১৫ থেকে সরে দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। চুক্তির ২৮ধারা অনুযায়ী চুক্তি থেকে ১. সালে। ২০২০নভেম্বর ৪যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্থান কার্যকর হবে

→ ২৩ - COPঅনুষ্ঠিত হয় ৬- ১৭ নভেম্বর, ২০১৭ সালে জার্মানির বনে।

→ COP- ২৪ অনুষ্ঠিত হবে ২০১৮ সালে পোল্যান্ডের Katowice.

→ COP- ২৫ অনুষ্ঠিত হবে ২-১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে চিলির রাজধানী সান্টিয়াগোতে।

জলবায়ু বিষয়ক চুক্তি, প্রোটকল ও কনভেনশন

↗ **রামসার কনভেনশন** : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের রামসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহ 'Convention on Wetlands' নামক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কনভেনশনটি কার্যকর হয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে এটি হলো বিশ্বব্যাপী জৈব পরিবেশ রক্ষার সম্মিলিত প্রয়াস। ২১ মে, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরবনকে দেশের প্রথম রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় ট্যাঙ্গুয়ার হাওড়কে রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয় ২০ জানুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে।

↗ **ভিয়েনা কনভেনশন** : ১৯৮৫ সালের ২২ মার্চ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় গৃহীত এ কনভেনশনটি ওজোন স্তর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিষয়ে। এর পুরো নাম – Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. চুক্তিটি কার্যকর হয় ১৯৮৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর।

↗ **বাসেল কনভেনশন** : বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ১৯৮৯ সালের ২২ মার্চ সুইজারল্যান্ডের বাসেলে এ কনভেনশনটি গৃহীত হয়। ১৯৯২ সালের ৫মে কনভেনশনটি কার্যকর হয়।

↗ **মন্ট্রিল প্রোটোকল** : এটি হলো বায়ুমণ্ডলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত ওজোনস্তরকে রক্ষা বিষয়ক প্রোটোকল। এর পুরো নাম Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. কানাডার মন্ট্রিলে শহরে ওজোন স্তর বিনষ্টকারী দূষিত রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রোটোকলটি গৃহীত হয় ১৯৮৭ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি। প্রতিবছর মন্ট্রিল প্রোটোকল স্বাক্ষরের দিন অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর "আন্তর্জাতিক ওজোনস্তর রক্ষা দিবস" হিসেবে পালিত হয়। প্রোটোকলটি কার্যকর হওয়ার পর এই পর্যন্ত মোট ৫ বার (১৯৯০, ১৯৯২, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০১৬) সংশোধিত হয়েছে।

↗ **জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন**: জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় ৫ জুন, ১৯৯২ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৯৩ সালে।

↗ **মন্ট্রিল প্রোটোকল**: ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োটো নগরীতে COP এর তৃতীয় বৈঠকে Kyoto Protocol স্বাক্ষরিত হয় এবং বলা হয় উন্নত দেশগুলো ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০০৮- ২০১২ সালের মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ ৭% হারে কমাবে। প্রোটোকলটি কার্যকর হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ সালে। বাংলাদেশ ২২ অক্টোবর, ২০০১ সালে প্রোটোকলে স্বাক্ষর করে এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৫ সালে তা কার্যকর করে।

- প্রোটোকলটির মেয়াদ শেষ হবে ২০২০ সালে (পূর্বের মেয়াদ ২০১২+৮ বৎসর বৃদ্ধি)
- মোট অনুমোদনকারী দেশ হলো ১৯১ টি (জাতিসংঘভুক্ত দেশ ১৮৯টি)
- চুক্তি স্বাক্ষর করেছে কিন্তু অনুমোদন করে নি আমেরিকা।
- কিয়োটো প্রোটোকল প্রত্যাহারকারী একমাত্র দেশ কানাডা।
- কিয়োটো চুক্তির মূল বিষয়বস্তু বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস।

www.bdniyog.com

↗ **কার্টাগেনা প্রোটোকল :** জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কানাডার মন্ট্রিলে (৩৫তম বিসিএস)। প্রোটোকলটি গৃহীত হয় ২০০০ সালের ২৯ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত হয় এবং কার্যকর হয় ২০০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে ২০০০ সালে এবং কার্যকর করে ২০০৪ সালে। এর পুরো নাম – Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity.

↗ UNCLOS

- জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৮২ সালে প্রনীত হয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন UNCLOS বা United Nations Convention on the Law Of the sea.

↗ আন্তর্জাতিক নদী আইন

- The convention on the law of non-navigational uses of internation watercourses নামে আইনটি জাতিসংঘ প্রণয়ন করে- ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে।
- আইনটি কার্যকর হয়- ১৭ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

↗ প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement)

- প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ২০১৫ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ১৯৫টি দেশ ও ১টি সংগঠন (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) এর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP-21).
- ২২ এপ্রিল, ২০১৬ চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হলে বাংলাদেশ প্রথম দিনেই স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি কার্যকর হয় ৪ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।
- চুক্তিটিতে বলা হয়েছে, সব দেশ সম্মিলিতভাবে বৈশ্বিক গড় উষ্ণতা প্রাক- শিল্পযুগের তুলনায় ২ সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। সব দেশ তাদের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের পরিমাণ স্বেচ্ছপ্রণোদিতভাবে নির্ধারণ করবে।

অধ্যায় পাঁচ : আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

জাতিপুঞ্জ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জার্মান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. উড্রোউইলসন (২৮তম প্রেসিডেন্ট) এর নিকট যুদ্ধবিরতির জন্য একটি সাধারণ প্রস্তাব পেশ করেন ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে। এই প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে উড্রো উইলসন তাঁর আলোচিত ১৪ দফা পেশ করেন। এই নীতির উপর নির্ভর করে জার্মানি ও তার মিত্র দেশগুলোর সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। তাঁর চৌদ্দ দফার প্রধান প্রধান পয়েন্টসমূহ-

প্রথম	গোপন কূটনীতির ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে শান্তিচুক্তির জন্য আলোচনা করা হবে। গোপন চুক্তি স্বন্ধির শর্ত হবে না।
দ্বিতীয়	মহাসমুদ্রে নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকারকে স্বীকার করা হবে।
তৃতীয়	অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সকলের অধিকার নিশ্চিত করা।
চতুর্থ	অস্ত্র হ্রাস করে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করতে হবে।
পঞ্চম	উপনিবেশগুলোর উপর বিভিন্ন দেশের দাবী স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা হবে।
ষষ্ঠ	রাশিয়ার অধিকৃত স্থানগুলোকে রাশিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।
সপ্তম	বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা পুন:স্থাপন করা হবে।
অষ্টম	ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারের জন্য ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন ফিরিয়ে দেওয়া হবে।
নবম	ইতালির জাতীয়তাবাদী আশা অনুযায়ী ইতালির জাতীয় সীমান্ত নির্ধারণ করা হবে।
দশম	অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিয় সাম্রাজ্যের জনগণকে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেওয়া হবে।
একাদশ	বলকান রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। সার্বিয়ার ভূ-খণ্ডকে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।
দ্বাদশ	তুরস্কের সুলতানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলোকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে এবং দার্দানেলিস প্রণালিকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে ঘোষণা করা হবে।
ত্রয়োদশ	স্বাধীন ও সার্বভৌম পোল্যান্ড স্থাপন করা হবে।
চর্তুদশ	ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এবং আন্তর্জাতিকে বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য বিভিন্ন জাতিগুলোর সমন্বয়ে একটি সংঘ (জাতিপুঞ্জ) স্থাপন করা হবে। (৩৬তম বিসিএস)

→ উইলসনের ১৪ নং পয়েন্টের 'একটি আন্তর্জাতিক সংঘ বা সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২৮ জুন, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ২য় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলশ্রুতিতে জাতিপুঞ্জ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত হয়।

→ ভার্সাই চুক্তি ১০ জানুয়ারি, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে জাতিপুঞ্জের (The League of Nations) সৃষ্টি হয়। এটি ছিল আন্তর্জাতিক সংস্থা যার প্রধান মিশন ছিল 'বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করা।

→ প্রধান কার্যালয় ছিল : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

→ প্রধান উদ্যোক্তা : ড. উড্রো উইলসন।

→ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় সংস্থাটি তার কার্যকারতা হারায় ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মাধ্যমে। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় ২০ শে এপ্রিল, ১৯৪৬ সালে।

→ জাতিপুঞ্জ গঠনের সময় ইতালি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স- এই তিনটি স্থায়ী সদস্যসহ মোট সংস্থাটির সদস্য ছিল- ৪২টি দেশ।

→ অঙ্গসংস্থা ছিল- ০৩টি। যথা- অ্যাসেম্বলি, কাউন্সিল ও সচিবালয়।

→ জাতিপুঞ্জের প্রথম মহাসচিব ছিলেন ব্রিটিশ উচ্চ রাজকর্মচারী Sir James Eric Drummond. সর্বশেষ মহাসচিব ছিলেন ফরাসী কূটনীতিক Joseph Louis Anne Avenol.

জাতিসংঘ

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিবের নাম- ট্রিগভেলী। (১০ম ও ২৬তম বিসিএস)

০২. সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয়- সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার। (১০ম বিসিএস)

www.bdniyog.com

০৩. জাতিসংঘ দিবস- ২৪ অক্টোবর। (১১তম বিসিএস)
০৪. এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন জোটগুলোর মধ্যে ESCAP সবচেয়ে বেশী উপযোগী মনে করে- APEC. (১৩তম বিসিএস)
০৫. জাতিসংঘের কারিগরী সহায়তা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তহবিল ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালনকারী বিভাগ- UNDP. (১৩তম বিসিএস)
০৬. জাতিসংঘের বহুমুখী কারিগরী ও প্রাক- বিনিয়োগ সম্ভাব্যতা যাচাই করে- UNDP. (১২তম বিসিএস)
০৭. United Nations University- টোকিও তে। (১৫তম বিসিএস)
০৮. YALTA Conference শুরু হয়- ১৯৪৫ সালে। (১৬তম বিসিএস)
০৯. ১৯৬৫ সালের পূর্বে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল- ১১ টি। (১৬তম বিসিএস)
১০. যে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'Uniting for Peace Resoulution' গৃহীত হয়- কোরীয় যুদ্ধ। (১৭তম ও ৩৬তম বিসিএস)
১১. জাতিসংঘের মহাসচিব বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন- দ্যাগ হ্যামারশোল্ড। (১৮তম বিসিএস)
১২. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম- অ্যান্তেনিও গুতেরেস। (২০তম বিসিএস)
১৩. জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়- ৫১ টি দেশ নিয়ে। (২১তম বিসিএস)
১৪. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১৯৩ টি। (২২তম বিসিএস)
১৫. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র সর্বোচ্চ প্রতিনিধি পাঠাতে পারে- ৫ জন। (২৩তম বিসিএস)
১৬. জাতিসংঘের সনদ স্বাক্ষর সম্মেলনে উপস্থিত না থেকেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ- পোল্যান্ড (১৫ অক্টোবর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে)। (২৪তম বিসিএস বাতিল)
১৭. স্থায়ী সালিশী আদালত কোথায় অবস্থিত- হেগ।
১৮. আটলান্টিক সনদে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও উইন্সটন চার্চিল। (২৬তম বিসিএস)
১৯. নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নির্মূল কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৭৯ সালে। (২৬তম বিসিএস)
২০. জাতিসংঘে সদস্য গ্রহণ করা হয়- নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে। (২৬তম বিসিএস)
২১. জাতিসংঘ কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে। (২৭তম বিসিএস)
২২. ইয়াল্টা কনফারেন্স এর লক্ষ্য ছিল- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা।
২৩. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর (UNDP) এর শীর্ষপদ- প্রশাসক। (Administrator-Designate)। (৩৬তম বিসিএস)
২৪. প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ১৪ পয়েন্টের কত নম্বর অনুচ্ছেদে জাতিপুঞ্জ সৃষ্টির কথা বলা আছে- ১৪ নম্বর। (৩৬তম বিসিএস)
২৫. জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র দেশ- ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন। (৩৭তম বিসিএস)
২৬. জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা (UNEP) ও জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা এর সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে- IPCC.
২৭. কফি আনান আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নির্বাচিত কত তম মহাসচিব- দ্বিতীয়। (২৬তম বিসিএস)
২৮. UNHCR এর সদর দপ্তর- জেনেভা। (৩৮তম বিসিএস)
২৯. ১৯৯৫ সালটিকে কোন সংস্থাটির গোল্ডেন জুবিলি হিসেবে পালিত হয়- United Nations Organization (UNO) (৩৮তম বিসিএস)
৩০. কোনটি জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা নয়- ASEAN. অপশনের অন্যান্য সংস্থাগুলো- ILO, WHO. (৩৮তম বিসিএস)

জাতিসংঘ

জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (Franklin D. Roosevelt), ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটোন চার্চিল (Winston Churchill)। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য (যাদের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা আছে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও গণচীন হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী দেশ। ১৯৪১ সালের জুন থেকে ১৯৪৫ সালের জুন পর্যন্ত বিশ্ব নেতাদের নানা প্রচেষ্টায় এবং গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ গঠনের লক্ষ্যে সে সময় বিভিন্ন বৈঠক/ সম্মেলন/ ঘোষণা হয় যেগুলোকে জাতিসংঘ গঠনের নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বৈঠক/সম্মেলন/ঘোষণাকে মনে রাখার উপায় : লন্ডনের আটা ও মস্কোতে ডিম ইয়েস বলে সাইন করে দিন।
লন্ডন- লন্ডন ঘোষণা (১৯৪১), আটা- আটলান্টিক সনদ (১৯৪১), ও- ওয়াশিংটন সনদ (১৯৪২), মস্কোতে- মস্কো সম্মেলন (১৯৪৩), ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন (১৯৪৩), তেহরান সম্মেলন (১৯৪৩), ডিম- ডাম্বারটন ওখস (১৯৪৪), ইয়েস- ইয়াল্টা সম্মেলন (১৯৪৫), সাইন- সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন (১৯৪৫)।

সম্মেলন/বৈঠক	সম্মেলন/বৈঠকের বিষয়বস্তু
লন্ডন ঘোষণা	জাতিসংঘ গঠনের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ।
আটলান্টিক সনদ	জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আটলান্টিক মহাসাগরে 'দি প্রিন্সেস ওয়েলস' রণতরীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলের মধ্যে- 'বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য যে ঘোষণা দেয়া হয়, সেটিই আটলান্টিক সনদ।
ওয়াশিংটন সনদ	যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের প্রতিনিধিরাসহ মিত্রপক্ষের আরো ২২টি 'ওয়াশিংটন সনদে' স্বাক্ষর করায় এই সনদকে 'সম্মিলিত জাতিসংঘ ঘোষণা' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

www.bdniyog.com

সম্মেলন/বৈঠক	সম্মেলন/বৈঠকের বিষয়বস্তু
মস্কো সম্মেলন	সাধারণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত চারজাতি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন) ঘোষণা গৃহীত হয়। ছোট-বড় শান্তিপ্রিয় সকলের জন্য সদস্য পদ উন্মুক্ত করা হয়।
তেহরান সম্মেলন	স্ট্যালিন, চার্চিল ও রুজভেল্ট তেহরানে মিলিত হয়ে সকল দেশকে কল্পিত সংস্থাটির সদস্য হবার আহ্বান জানান।
ডাম্বারটন ওখস সম্মেলন	'সাধারণ আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবসমূহ' নামে ভবিষ্যত সংস্থার খসড়ায় কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন- ▪ ৫টি স্থায়ী সদস্যসহ ১১ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদ। ▪ আন্তর্জাতিক বিচারালয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং সচিবালয় প্রতিষ্ঠা।
ইয়াল্টা সম্মেলন	সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন ও ফ্রান্সকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা এবং তাদেরকে Veto (অর্থ- আমি মানি না) প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।
সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন	২৬ জুন, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর প্রদান করেন। ১৫ অক্টোবর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ড জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে। ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ এই সনদ কার্যকর হলে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক নজরে.....

→ সদস্য সংখ্যা : মূল সদস্য- ১৯৩টি এবং স্থায়ী পর্যবেক্ষক দেশ-২টি (ফিলিস্তিন ও ভ্যাটিকান সিটি)। সর্বশেষ সদস্য- দক্ষিণ সুদান। চীন ১৯৭১ সালে পুনরায় জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করলে এক চীন নীতির কারণে তাইওয়ান জাতিসংঘের সদস্যপদ হারায়। ইন্দোনেশিয়া ১৯৬৫ সালে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেও ঐ বছরে আবার ফিরে আসে।

→ সদর দপ্তর : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটনে ১৬ একর জমিতে ভবনটি ইস্ট নদীর তীরে অবস্থিত।

→ জাতিসংঘের পতাকায় আছে- হালকা নীলের উপর সাদা রং।

→ প্রতীক : মাঝখানে পৃথিবীর মানচিত্র এবং দুই পাশে দুটি জলপাই গাছের শাখা। এখানে জলপাই গাছ শান্তির প্রতীক।

→ জমি দান করেন- জন ডি রকফেলার।

→ নকশা প্রণয়ন করেন- ওয়ালেস কে হ্যারিসন

→ সদর দপ্তর উদ্বোধন : ১৯৫১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় হয়।

→ জাতিসংঘ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন- মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট।

→ প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর 'জাতিসংঘ দিবস' পালন করা হয়।

→ জাতিসংঘ সনদের রচয়িত আর্চিভেল্ট ম্যাকলিশ।

→ ঠিকানা : 760 United Nations Plaza, NewYork City, NY 10017, USA.

→ ভাষা : জাতিসংঘের অফিসিয়াল বা দাপ্তরিক ভাষা ৬টি: ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনীয়, আরবি, চীনা, রুশ ভাষা। জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ে ২ টি ভাষা ব্যবহৃত হয়: ইংরেজি ও ফরাসি।

→ জাতিসংঘ ডাকঘর : জাতিসংঘ ডাকঘর ৩টি (নিউইয়র্ক, জেনেভা এবং ভিয়েনা)। ডাক টিকেট চালু হয় : ১৯৭৪ খ্রি.।

→ জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় : টোকিও, জাপান (১৯৭৩)।

→ জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় : কোস্টারিকা (১৯৮০)।

→ জাতিসংঘের সাংগঠনিক কাঠামো : জাতিসংঘ সনদের ৭ নং ধারায় উল্লিখিত এই ৬টি সংস্থা হলো-

সাধারণ পরিষদ (The General Assembly)
নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council)
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council)
অছি পরিষদ (The Trusteeship Council)
আন্তর্জাতিক বিচারালয় (The International Court of Justice)
সচিবালয় (The Secretariat)

↗ অছি পরিষদ ১৯৯৪ সালে বিলুপ্ত হলে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা হয় ০৫ টি।

☼ *সাধারণ পরিষদ*

জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হয় (১০তম বিসিএস)। ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয় লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হয় ৭৪টি।

→ বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। বাংলাদেশের হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ৪১তম অধিবেশনে (১৯৮৬) সভাপতিত্ব করেন।

→ প্রতিটি দেশ হতে সর্বোচ্চ ৫ জন করে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে ভোটাধিকার ০১ জনের। সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় ১ বছরের জন্য।

→ সাধারণ পরিষদের প্রথম মহিলা সভাপতি বিজয় লক্ষী পণ্ডিত (ভারত)।

→ সাধারণ পরিষদের সংস্থাসমূহ :

কৌশলে মনে রাখুন : শিশুদের Relief প্রদানের জন্য এক High Commissioner খাদ্য বিতরণ Conference এর আয়োজন করল। উন্নয়নের জন্য গৃহীত এ Fund Volunteer দের দ্বারা বিভিন্ন পরিবেশে বিতরণ করা হবে। সে ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা বিশেষ সুবিধা পাবে।

সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর
UNICEF- United Nations Fund for Children	১৯৪৬	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
UNRWA- United Nations Relief & Work Agency for the Palestine	১৯৪৯	গাজা এবং আম্মান
UNHCR- United Nations High Commission for Refuse. (৩৮তম বিসিএস)	১৯৫০	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
WFP- World Food Program	১৯৬১	রোম
UNCTAD- United Nations Conference on Trade & Development	১৯৬৪	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

www.bdniyog.com

UNDP- United Nations Development Program	১৯৬৫	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
UNFPA- United Nations Population Fund.	১৯৬৯	নিউইয়র্ক
UNV- United Nations Volunteers	১৯৭০	বন, জার্মানি
UNEP- United Nations Environment Program	১৯৭২	নাইরোবি, কেনিয়া
সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর
UNIFEM- United Nations Develoment Fund for Women	১৯৭৬	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
UN Women- United Nations Women	২০১০	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
UNDCP- United Nations Office on Drugs & Crime.	১৯৯৭	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

→ UNDP ১৯৯০ সাল থেকে Human Development Index প্রকাশ করে আসছে। এটি জাতিসংঘের সহায়তায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন কাজে সমন্বয় করে। UNDP এর সর্বোচ্চ পদ- প্রশাসক (৩৬তম বিসিএস)।

→ UNICEF : এটি জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা। পোলিশ ফিজিশিয়ান Ludwik Rajchma কে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম চেয়ারম্যান। সংস্থাটি ১৯৬৫ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

→ UNHCR : এটি জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন। এই সংস্থাটি ১৯৫৪ এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। সংস্থাটির প্রধানকে বলা হয় হাই কমিশনার।

→ UNCTAD : GSP (Generalized System of Preferences) এর ধারণা প্রদান এবং সংস্থাটির প্রধান অর্জন। এটির প্রধানের পদবী মহাসচিব।

→ UNFPA : জাতিসংঘের বিশেষায়িত এই সংস্থাটি বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট প্রকাশ করে। এর আগের পূর্ণরূপ ছিল- United Nations Fund for Population Activities.

সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

→ শান্তির জন্য ঐক্য : সনদের ১১(২) নং ধারা অনুসারে সাধারণ পরিষদ তার নিকট উত্থাপিত আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষাবিষয়ক যে-কোনো প্রশ্ন আলোচনা করতে পারে। তবে নিরাপত্তা পরিষদ যদি ভেটো প্রয়োগের দরুন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয় তাহলে সাধারণ পরিষদ ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর গৃহীত 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

→ সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের ১০ জন অস্থায়ী সদস্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫৪ জন সদস্যকে নির্বাচিত করে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ১৫ জন বিচারপতি সাধারণ পরিষদ নির্বাচিত করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচিত করে।

☼ *নিরাপত্তা পরিষদ*

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫। স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা ৫ এবং অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা ১০। অস্থায়ী সদস্যরা দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ ১৯৭৮ ও ১৯৯৯ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হয়। সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক।

→ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫টি সদস্য (রাশিয়া, রিপাবলিক অফ চীনা, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য) ইয়াল্টা সম্মেলনের মাধ্যমে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা পায়। ল্যাটিন 'ভেটো' শব্দের অর্থ 'আমি মানি না'।

→ ১৯৭১ সালে চীনা রিপাবলিক অফ চীনা পিপল'স রিপাবলিক অফ চীনা নামে এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুনর্গঠনের পর রাশিয়া নামে স্থায়ী সদস্য হিসেবে ভেটো প্রদান করার ক্ষমতা লাভ করে।

→ নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন- আনোয়ারুল করিম চৌধুরী।

→ নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘে নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি হয়।

→ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৫টি স্থায়ী সদস্যসহ কমপক্ষে ৯ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন পড়ে।

→ স্থায়ী সদস্যের কোন একজন ভেটো প্রদান করলে সেই প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় না। যেমন- বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘে ৩ বার প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটোর জন্য যুদ্ধবিরতি হয়নি।

→ নিরাপত্তা পরিষদকে স্বস্তি পরিষদ বলা হয়।

☼ *অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ*

→ ECOSCO (Economic & Social Council)

→ সদস্য সংখ্যা ৫৪ এবং প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের মেয়াদ তিন বছর। প্রতি বছর ১৮ টি রাষ্ট্র বের হয়ে যায় এবং ১৮ টি নতুন রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত হয়।

→ এই পরিষদের ৫টি অর্থনৈতিক কমিশন বা আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। যথা-

নাম	সদর দপ্তর
ECE– United Nations Economic Commission for Europe (ইউরোপ)	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
ECA- United Nations Economic Commission for Africa (আফ্রিকা) (24th BCS)	আদ্দিস অবাবা, ইথিওপিয়া
ECLAC- United Nations Economic Commission for Latin America & Caribbean. (ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান)	সান্টিয়াগো, চিলি
ESCAP- United Nations Economic & Social Commission for Asia & Pacific. (এশিয়া এবং প্যাসিফিক) (29th BCS)	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
ESCWA- United Nations Economic & Social Commission for Western Asia. (পশ্চিম এশিয়া)	বৈরুত, লেবানন
ESCSA- United Nation Economic & Social Commission for South Asia. (দক্ষিণ এশিয়া)	নয়া দিল্লি, ভারত

www.bdniyog.com

ECOSOC এর সংস্থাসমূহ

UN গঠনের পূর্বে	UN গঠনের সময় (১৯৪৫)	UN গঠনের পর
▪ ITU-1865 ▪ UPU-1874 ▪ ILO-1919	▪ IMF ▪ IBRD ▪ UNESCO ▪ FAO	▪ ICAO-1947 ▪ WHO-1948 ▪ WMO – 1950 ▪ IFC-1956 ▪ IMO – 1959

☼ আন্তর্জাতিক আদালত

→ International Court of Justice (ICJ) হলো জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় সংস্থা।

→ সদস্য ১৯৩টি রাষ্ট্র।

→ নেদারল্যান্ডসের দি হেগ শহরের Peace Palace এ অবস্থিত।

→ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ১৫ জন বিচারক ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

→ অপর নাম স্থায়ী শালিসি কেন্দ্র। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৪৬ সালে।

→ বর্তমান প্রেসিডেন্ট – Dr. Abdulqawi Ahmed Yusuf (since 6th February, 2018), Somalia. বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট – Xue Hanqin. (Since 6th February, 2018)। সংস্থাটির প্রথম মহিলা বিচারপতি রোজামিল হিগিন্স (ব্রিটেন)।

☼ সচিবালয় (The Secretariat)

→ জাতিসংঘের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের হাডসন নদীর তীরে ম্যানহাটন দ্বীপে ১৬ একর জমির উপর।

→ জাতিসংঘের মহাসচিব পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

→ জাতিসংঘ সনদের রচয়িতা: Archibald MacLeish.

→ জাতিসংঘের সভাস্থল: দ্যা ফ্লাশিং মিডোস।

→ মহাসচিব: Antonio Guterres (9th).

→ উপমহাসচিব: Amina J. Mohammed (5th).

মহাসচিব

জাতিসংঘ সনদের ৯৭ অনুচ্ছেদ মোতাবেক মহাসচিবকে 'প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নিযুক্ত করেন। এক বা দুই মেয়াদে ৫ বছরের জন্য ভৌগোলিক চক্রাবর্তে মহাসচিব পদে মনোনীত করার বিধান চলে আসছে। মহাসচিবদের নাম ও কার্যকাল-

ক্রম	নাম	কার্যকাল ও অন্যান্য
প্রথম	ট্রিগ ভেলাই (TrygveLie) Norway	১৯৪৬-১৯৫২, একমাত্র পদত্যাগকারী মহাসচিব (দেশ- নরওয়ে), বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকালীন মহাসচিব।
দ্বিতীয়	দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (Dag Hammarskjold) Sweden	১৯৫৩-১৯৭১, উত্তর রোডেশিয়া বর্তমান জাম্বিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায়, ১৯৬১ সালে মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেশ- সুইডেন।
তৃতীয়	উ থান্ট (U Thant) Myanmar প্রথমে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ছিলেন এবং পরবর্তীতে মহাসচিব	১৯৬১-১৯৭১, এশিয়ার প্রথম মহাসচিব উ থান্টের (দেশ- মায়ানমার) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রয়েছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বার্লিন প্রাচীর সংকট তাঁর সময়ে বিদ্যমান ছিল। তিনি তা সফলতার সাথে সে সব সংকট সমাধান করেন।
চতুর্থ	কুর্ট ওয়ার্ল্ডহেইম (Kurt Waldheim) Austria	১৯৮২-১৯৮১, জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে তিনি নিজ দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
পঞ্চম	জাভিয়ার পেরেজ দ্যা কুয়েলার Javier Perez de Cuellar (Peru)	১৯৮২-১৯৯১, আমেরিকা মহাদেশের প্রথম মহাসচিব। পরবর্তীতে ২০০০ সালে তিনি নিজ দেশ পেরুর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
ষষ্ঠ	ব্রুট্রোস ঘালি Boutros Ghali (Egypt)	১৯৯২-১৯৯৬, আরব ও আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব।
সপ্তম	কফি আনান Kofi Annan (Ghana)	১৯৯৭- ২০০৬, আফ্রিকা অঞ্চলের ২য় মহাসচিব। তিনি জাতিসংঘের সাথে যৌথভাবে ২০০১ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
অষ্টম	বান কি মুন Ban ki-moon (South Korea)	২০০৭-২০১৬, এশিয়া মহাদেশ থেকে দ্বিতীয় মহাসচিব।
নবম	অ্যান্তনিও গুতেরেস Antonio Guterres (Portugal)	১৪ অক্টোবর, ২০১৬- বর্তমান, তিনি পর্তুগালের ১১৪তম প্রধানমন্ত্রী এবং UNHCR এর ১০ম চেয়ারম্যান ছিলেন।

☼ জাতিসংঘে বাংলাদেশ

সাল	ঘটনা
১৯৭২	জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য প্রথম আবেদন করেন।
	১৭ অক্টোবর জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন।
১৯৭৪	১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য পদ লাভ করে (জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশন)।
	২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন (জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশন)।
১৯৭৮	বাংলাদেশ প্রথমবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যের পদ পরবর্তী দুই বছরের জন্য লাভ করেন।
১৯৮৬	সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। সভাপতি ছিলেন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী।
২০০১	বাংলাদেশের পক্ষে সৈয়দ আনোয়ারুল করিম নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব করেন। তিনি বাংলাদেশ হতে জাতিসংঘের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি- মাসুদ বিন মোমেন (১৪তম)। প্রথম মহিলা স্থায়ী প্রতিনিধি- ইসমাত জাহান।
২০১০	১৯ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে শহীদ মিনার যুক্ত হয়।
২০১৩	জাতিসংঘের রেডিও বাংলা যাত্রা শুরু করে।
২০২০-২০২২	এই মেয়াদে বাংলাদেশ ECOSOC এর ১৮টি সদস্য দেশের একটি হিসেবে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল হতে নির্বাচিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জোট

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. মুসলিম প্রধান না হয়েও কোন দেশটি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য- উগান্ডা। (২৭তম বিসিএস)

www.bdniyog.com

০২. OIC এর অঙ্গসংস্থা নয়- আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালাত। অন্যান্য অপশগুলো ছিল- সাধারণ সচিবালয়, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী বাণিজ্য উন্নয়ন কেন্দ্র, যেগুলো OIC এর অঙ্গসংস্থা। (১৪তম বিসিএস)

০৩. OIC এর দাপ্তরিক ভাষার সংখ্যা- ৩টি (আরবি, ইংরেজি এবং ফ্রেঞ্চ)। (৩৮তম বিসিএস)

০৪. কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট যে অট্টালিকায় অবস্থিত- মার্লবরো হাউজ। (২২তম বিসিএস)

০৫. NAM এর সদস্য দেশ কতটি?- ১২০টি। (২৩তম ও ৩৬তম বিসিএস)

০৬. জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল- বেলগ্রেড। (১৭তম ও ২৫তম বিসিএস)

০৭. কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ৫৩টি। (১৭তম বিসিএস)

০৮. কমনওয়েলথের কোন দেশটি যুক্তরাজ্যের রাজা বা রাণীকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান মনে করে- অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা। প্রশ্নের অন্যান্য অপশনসমূহ- সাইপ্রাস ও মরিশাশ।

০৯. ইসলামী সম্মেলন সংস্থা-র সদর দপ্তর- জেদ্দা। (১০ম ও ১৩তম বিসিএস)

OIC

পূর্ণরূপ	Organization of Islamic Co-operation.
পূর্ব পূর্ণরূপ	Organization of Islamic Conference.
প্রতিষ্ঠা	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে মরক্কোর রাবাতে
সদর দপ্তর	জেদ্দা, সৌদি আরব। (১০ম এবং ১৩তম বিসিএস)
প্রতিষ্ঠার কারণ	মুসলিমদের প্রথম কিবলা পবিত্র মসজিদুল আকসায় ইসরাইলী ইহুদী কর্তক অগ্নিসংযোগের প্রেক্ষিতে (২১ আগস্ট, ১৯৬৯ খ্রি.)।
ভাষা	৩টি (আরবি, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি)।
মহাসচিব	প্রথম মহাসচিব- টেংকু আবদুর রহমান। মহাসচিবের মেয়াদ- ৫ বছর। বর্তমান মহাসচিব- ড. ইউসুফ বিন আল ওতাইমান (সৌদি আরব)।
সদস্য	বর্তমান সদস্য- ৫৭টি। সর্বশেষ- আইভরি কোস্ট। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল- ২৫টি।
মুসলমান প্রধান না হয়েও সদস্য ও পর্যবেক্ষক	রুয়ান্ডা, উগান্ডা, ক্যামেরুন, বেনিন, মোজাম্বিক, গায়ানা ও সুরিনাম।
বাংলাদেশের সদস্য লাভ	১৯৭৪ সালে (লাহোর সম্মেলনে)।

Commonwealth of Nations

প্রতিষ্ঠা	১১ ডিসেম্বর, ১৯৩১ খ্রি. (প্রতিষ্ঠাকালীন নাম- ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস)। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দিয়ে 'কমনওয়েলথ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠিত করা হয়।
সদর দপ্তর	মার্লবরো হাউজ, লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র।
সদস্য	৫৩টি। সর্বশেষ সদস্য- রুয়ান্ডা। ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ সমূহ কমনওয়েলথ এর সদস্য। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত না হয়েও কমনওয়েথলথের সদস্য মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডা। এদিকে ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করেও কমনওয়েলথভুক্ত দেশ নয়- মায়ানমার, যুক্তরাষ্ট্র, মালদ্বীপ, জিম্বাবুয়ে, সুদান, কাতার, কুয়েত প্রভৃতি।

→ প্রতিবছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার কমনওয়েলথ দিবস পালিত হয়।

→ রাণী এলিজাবেথ কমনওয়েলথের প্রধান।

→ রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনার : একটি দেশ হতে অন্য আরেকটি দেশে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে কূটনৈতিক দূতাবাসের প্রধান হলে, তাঁক রাষ্ট্রদূত বলে। তবে দুটি কমনওয়েলথ দেশের মধ্যে হলে সর্বোচ্চ কূটনৈতিক কর্মকর্তাকে হাই কমিশনার বলে।

→ বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ (৩২তম) লাভ করে- ১৮ এপ্রিল, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। এটি বাংলাদেশের প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ।

NAM

পূর্ণরূপ	Non Aligned Movement. (জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন)
প্রতিষ্ঠা	১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় বান্দুং সম্মেলনে ন্যাম গঠনে ১০টি নীতি গৃহীত হয়। পঞ্চশীল নীতি (৫টি নীতি) ন্যাম এর সদস্য 'চীন- ভারত সম্পর্ক' নির্ণয়ের নীতি। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই পঞ্চশীল নীতির অন্যতম প্রবক্তা। যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেডে ১৯৬১ সালে এক সম্মেলনের মাধ্যমে।
উদ্যোক্তা	যোশেফ মার্শাল টিটো (যুগোশ্লাভিয়া), জামাল আবদুল নাসের (মিশর), জওহরলাল নেহেরু (ভারত), ড. সুকর্ণ (ইন্দোনেশিয়া), নক্রমা (ঘানা)
উদ্দেশ্য	স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক জোটে না গিয়ে নিরপেক্ষতা নীতি বজায় রাখার মাধ্যমে নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা করা।
বর্তমান সদস্য ও সদর দপ্তর	১২০টি। কোনো সদর দপ্তর নাই।
বাংলাদেশ ন্যামের সদস্য হয়	১৯৭২ সালে।

আঞ্চলিক রাজনৈতিক জোট

আরব লীগ	▪ প্রতিষ্ঠিত হয়- ২২মার্চ, ১৯৪৫ খ্রি. ▪ সদর দপ্তর- মিশরের কায়রো। ▪ সদস্য- ২২টি। প্রতিষ্ঠাকলীন সদস্য- ০৭টি। ▪ ইরাক, লেবানন, ইয়েমেন, মিশর, সৌদি আরব, জর্ডান, সিরিয়া প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। (25^{th} BCS) ▪ আরবলীগ বহির্ভুত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ- ইরান।
আফ্রিকান ইউনিয়ন	▪ পূর্ব নাম- Organization of African Unity. ▪ প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৫ মে, ১৯৬৩ খ্রি.। ▪ AU নামকরণ হয়- ৯ জুলাই, ২০০২ খ্রি.। ▪ সদর দপ্তর : আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া। ▪ বর্তমান সদস্য দেশ : ৫৫টি। সর্বশেষ- মরক্কো।
GCC মনে রাখুন: কাকু সৌদিতে JOB করে	▪ পূর্ণরূপ- Gulf Co-operation Council. (উপসাগরীয় সহেযোগিতা সংস্থা) ▪ সদর দপ্তর- রিয়াদ, সৌদি আরব। ▪ প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৫ মে, ১৯৮১ খ্রি.। ▪ সদস্য দেশ- ৬টি। যথা- কাতার, কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, বাহরাইন। ▪

www.bdniyog.com

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union)

পূর্বনাম	European Economic Commounity (EEC).
EEC প্রতিষ্ঠা	১৯৫৭ সালের ইতালির রোমে স্বাক্ষরিত 'রোম চুক্তি' এর মাধ্যমে ১৯৫৮ সালে EEC প্রতিষ্ঠিত হয়।
নতুন নামে আত্মপ্রকাশ	নেদারল্যান্ডসের ঐতিহ্যবাহী ম্যাস্ট্রিক্ট শহরে স্বাক্ষরিত হয় 'ম্যাস্ট্রিক্ট চুক্তি'। এই চুক্তি অনুসারে ১ নভেম্বর, ১৯৯৩ খ্রি. EEC এর নাম পরিবর্তন করে European Eunion করা হয়।
সদর দপ্তর	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
সদস্য	২৮টি। সর্বশেষ সদস্য ক্রোয়েশিয়া।
ইউরো	ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের একক মুদ্রা। রবার্ট মুন্ডেল- ইউরো মুদ্রার জনক। চালু হয়- ১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রি.। বর্তমানে ২৫টি দেশ এই মুদ্রা চালু করেছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ- ১৯টি (১৯তম দেশ লিথুয়ানিয়া এ মুদ্রা চালু করে)।

⟶ ফ্রোনটেক্স : ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম।

⟶ ইউরো জোন- ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইউরো মুদ্রা গ্রহণকারী ১৯টি দেশ নিয়ে ইউরো জোন গঠিত।

⟶ ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক : সদর দপ্তর- ফ্রাঙ্কফুট, জার্মানি। ইউরো জোনের ১৯টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা

ICRM	▪ পূর্ণরূপ : International Red Cross and Red Criscent Movement. ▪ এটি বিশ্ব দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। ▪ প্রতিষ্ঠা- ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রি. ▪ মুসলিম বিশ্বে এ সংস্থা রেড ক্রিসেট নামে পরিচিত। ▪ প্রতিষ্ঠাতা- হেনরি ডুনান্ট (সুইজারল্যান্ড) ▪ সদর দপ্তর- জেনেভা। (৩২ ও ৩৬তম বিসিএস) ▪ শান্তিতে নোবেল পায়- ৩ বার (১৯১৭, ১৯৪৪, ১৯৬৩)
অক্সফাম	▪ Oxfam International ▪ এটি মূলত ব্রিটেনভিত্তিক দাতব্য সংস্থা। ▪ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪২ খ্রি.। ▪ সদর দপ্তর- লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
রোটারি ইন্টার ন্যাশনাল	▪ প্রতিষ্ঠা- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ। ▪ সদর দপ্তর- শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র। ▪ প্রতিষ্ঠাতা- মার্কিন আইনজীবী পল পি হ্যারিস। ▪ এটি মূলত মানবকল্যাণমুখী সমাজ উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থ।
অরবিস ইন্টার ন্যাশনাল	▪ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। ▪ সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র। ▪ আন্তর্জাতিক উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল। ▪ বাংলাদেশে আসে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। ▪ এটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা।
বিশ্ব স্কাউট আন্দোলন	▪ World Organization of the Scout Movement. ▪ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। ▪ সদর দপ্তর- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড। ▪ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা- রবার্ট ব্যারেন পাওয়েল।
লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল	▪ বিশ্বের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। ▪ প্রতিষ্ঠিত হয়- ৭ জুন, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। ▪ সদর দপ্তর- যুক্তরাষ্ট্র। ▪ প্রতিষ্ঠাতা- মেলভিন জোন্স।

বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ

ব্রেটন উডস সম্মেলন

১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪ সালের ১ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত এ সম্মেলনে বিশ্বের ৪৪টি দেশের ৭৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা গঠন, যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সাধন এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, উক্ত বিষয়গুলোর প্রয়োগকল্পে সঠিক কাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা যুক্তিযুক্ত হবে। প্রস্তাবিত ৩ টি বহুজাতিক সংস্থা নিম্নরূপ-

- বিশ্বব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development)
- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund)
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (International Trade Organization)

এদের প্রধান কাজ হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যাসমূহ পর্যবেক্ষণ ও সমাধানের উপায় বের করা।

১৯৪৪-৪৫ সাল নাগাদ প্রথমে ২ টি সংস্থা (বিশ্বব্যাংক গ্রুপের IBRD এবং IMF) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু তৃতীয়টি নিয়ে দেখা দেয় বিবাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য কতিপয় রাষ্ট্র বাণিজ্য ব্যবস্থা তদারকির জন্য একটি পরিবর্তনশীল সংস্থা হিসাবে GATT-এর জন্ম দেয় ১৯৪৭ সালে। ১৯৬৪ সালে জাতিসংঘ পর্ষদ প্রদত্ত বিকল্পের ভিত্তিভূমিতেই UNCTAD প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, এবং এক সময় মনে হয়েছিল যে, ১৯৬৪ এর UNCTAD ১৯৪৭ এর GATT-এর প্রতিস্থাপক হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বোতভাবে GATT কে সমর্থন করায় GATT পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী হতে থাকে।

⁄ ব্রেটন উডস ইন্সটিটিউশন বলতে বোঝায়- ২টি প্রতিষ্ঠানকে। যথা- WB (IBRD) এবং IMF.

বিশ্বব্যাংক (World Bank)

বিশ্বব্যাংক (World Bank) একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তাকারী সংস্থা। ১৯৪৫ সালে বিশ্ব ব্যাংক গঠিত হয়।

www.bdniyog.com

→ লক্ষ্য : বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন।
→ সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি। (সবগুলোর সদর দপ্তর)
→ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের জনক হলেন লর্ড কেইনস এবং হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট।
→ বিশ্বব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন ইউগেন মেয়ার।
→ বিশ্বব্যাংকের ১২ তম প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম। প্রেসিডন্টের মেয়াদ- ৫ বছর।
→ বিশ্বব্যাংকের সাহায্য পাওয়া প্রথম দেশ হল ফ্রান্স (বিশ্বব্যাংকের প্রথম ঋণ গ্রহীতা)
→ কাদের সহযোগিতা দেয় : মধ্যম আয়ের দেশকে ঋণ ও সহযোগিতা দেয় IBRD.
→ ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংক ঘোষণা করে যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঠ কাটা বা পরিবেশের ক্ষতি করে এমন স্থাপনা নির্মাণের জন্য সংস্থাটি কোন অর্থায়ন করবে না।

বিশ্বব্যাংক গ্রুপ

→ বিশ্বব্যাংক গ্রুপকে বলা হয় Five Institutions, One Group. ৫টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ গঠিত-

IBRD (1944)	IFC (1956)
IDA (1960)	ICSID (1966)
MIGA (1988)	

☼ *IBRD*

→ পূর্ণরূপ : International Bank for Reconstruction and Development. (পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক)
→ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ সালে।
→ IBRD কার্যক্রম শুরু করে ১৯৪৬ সালে।
→ বিশ্ব ব্যাংক বলতে বোঝায় IBRD কে।
→ প্রতিষ্ঠানটি মধ্যম আয়ের দেশ ও দরিদ্র দেশগুলোকে সরকারিভাবে ঋণ ও আর্থিক সহায়তা দেয়।
→ সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা- ১৮৯টি।
→ ১৫-২০ বছর মেয়াদে ঋণ দেয়।
→ বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে।

☼ *IFC: International Finance Corporation*

→ IFC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।
→ উন্নয়নশীল দেশের টেকসই উন্নয়নে 'বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে' কাজ করে। বেসরকারি খাতের প্রকল্পে অর্থায়ন করে।
→ আন্তর্জাতিক 'আর্থিক বাজার উন্নয়নে' কাজ করে।
→ বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে

☼ *IDA: International Development Association*

→ IDA প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে।
→ Soft loan window বলা হয় IDA এর ঋণকে। কারণ সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়।
→ এটি ৩০-৪০ বছরের জন্য ঋণ দেয়। সুদের হার- ০.৫-০.৭৫%।
→ বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭২ সালে।

☼ *ICSID*

→ পূর্ণরূপ : International Centre for Settlement of Investment Disputes
→ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৬ সালে।
→ সরকার ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে 'বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি' করতে কাজ করে।
→ বাংলাদেশ ১৯৮০ সালে এটির সদস্যপদ লাভ করে।

☼ *MIGA*

→ MIGA প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে।
→ উদীয়মান অর্থনীতির দেশে 'বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কাজ করে।
→ বর্তমান সদস্য- ১৮১টি।
→ বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে এই সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

IMF : International Monetary Fund

→ IMF গঠনের সিদ্ধান্ত হয় ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস সম্মেলনে।
→ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে।
→ আর্থিক কার্যক্রম শুরু করে- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। (১৬তম বিসিএস)
→ IMF এর ১৮৯টি রাষ্ট্র।
→ IMF এর প্রধানের পদবী ব্যবস্থাপনা পরিচালক (Managing Director)
→ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর বাংলাদেশস্থ কার্যালয় অবস্থিত আগারগাঁও, ঢাকা।
→ এটি 'মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল' রাখতে কাজ করে।
→ এটি 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে' ও 'বাণিজ্য ঘাটতি' শোধরাতে আর্থিক সহযোগিতা দান করে।
→ এর রিজার্ভ সম্পদের একককে বলা হয় SDR (special drawing right). ১৯৬৯ সালে SDR প্রবর্তন করা হয়

BIS : Bank for International Settlements

→ BIS প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে
→ সকল 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংক' হলো BIS (Bank for International Settlements)
→ আর্থিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা করে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ADB বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাকাহিকো নাকাও	পূর্ণরূপ- Asian Development Bank
	প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে। সদস্য- ৬৮টি।
	সদর দপ্তর- ফিলিপাইন, ম্যানিলা।
	প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জাপান থেকে।
	১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ এই সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

www.bdniyog.com

IDB	পূর্ণরূপ- Islamic Development Bank
	কার্যক্রম শুরু হয়- ২০ অক্টোবর, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে।
	বর্তমান সদস্য- ৫৭টি। সদর দপ্তর- জেদ্দা,সৌদি আরব
	IDB হলো OIC বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। OIC এর সদস্য আইভরি কোস্ট IDB এর সদস্য নয়। IDB এর সদস্য হতে গেলে অবশ্যই OIC এর সদস্য হতে হয়।
	বাংলাদেশ এর সদস্য হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে।
AFDB	পূর্ণরূপ- African Development Bank
	প্রতিষ্ঠিত হয়- ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে।
	সদস্য সংখ্যা- ৮০টি।
	সদর দপ্তর- আবিদজান, আইভরি কোস্ট।

বিবেচ্য বিষয়	AIIB	NDB
পূর্ণরূপ	Asian Infrastructure Investment Bank	New Development Bank
প্রতিষ্ঠা	২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫	১৫ জুলাই, ২০১৪
কার্যকর	১৬ জানুয়ারি, ২০১৬	জুলাই, ২০১৫
সদর দপ্তর	বেইজিং, চীন	সাংহাই, চীন
প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য	বাংলাদেশসহ ৫৭টি	BRICS ভুক্ত ৫টি দেশ
উদ্যোক্তা	চীন।	ভারত।
প্রেসিডেন্ট	জিন লিকুন (চীন)	কে ভি কামাথ (ভারত)
চেয়ারম্যান	পদ নেই	চেয়ারম্যান- রাশিয়া
বিকল্প	বিশ্বব্যাংকের বিকল্প।	IMF এর বিকল্প।

ECB	পূর্ণরূপ- Enropean Central Bank
	প্রতিষ্ঠিত হয়- ১ জুন, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে।
	সদর দপ্তর- ফ্রাঙ্কফুট, জার্মানি।
	ইউরো মুদ্রা গ্রহণকারী ১৯টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ে ECB গঠিত।
EBRD	পূর্ণরূপ- European Bank for Reconstruction & Development.
	প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে।
	সদর দপ্তর- লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোট

BRICS	▪ BRICS মূলত ৫টি দেশের (Brazil, Russia, India, China & South Africa এর আদ্যক্ষরের সমন্বয়ে নামকরণকৃত দ্রুত উন্নয়নশীল দেশসমূহের একটি অর্থনৈতিক জোট। ▪ দক্ষিণ আফ্রিকা সদস্য হওয়ার পূর্বে নাম ছিল- BRIC. ▪ সদর দপ্তর- সাংহাই, চীন। ▪ BRICS এর উদ্যোগে গঠিত ব্যাংকের নাম- NDB. ▪ আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না- এমন অভিযোগের ভিত্তিতে BRICS Bank বা NDB গঠিত হয়।
G-7	▪ পূর্ণরূপ- Group of Seven. সদর দপ্তর- নাই। ▪ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৫ নভেম্বর, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ ▪ বিশ্বের শিল্পোন্নত ৭টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের জোট।

→ G-7 এর সদস্যসমূহ- যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি। [মনে রাখুন- যুক্তরাজ্যের কানা জাজাই যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রাই খায়]

→ ক্রিমিয়া ইস্যুতে রাশিয়ার সদস্য বাতিল হওয়ার পূর্বে সংস্থাটির নাম ছিল- G-8 (Group of Eight).

→ সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন (৪৫) অনুষ্ঠিত হয়- ২৪-২৬ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে।

D-8	D-8 এর পূর্ণরূপ- Developing Eight.
	প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৫ জুন, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে।
	সদস্য সংখ্য- ৮টি। সদস্যসমূহের নাম- বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, ইরান, তুরস্ক, মিশর, ইন্দোনেশিয়া। মনে রাখুন- বাপ মা নাই তুমিই সব। সদর দপ্তর- ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
	২ বছর পরপর সংস্থাটির শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

CIRDAP

পূর্ণরূপ	Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific.
সদস্য	১৫টি। সদস্যসমূহ হলো- বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইরান, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম।
প্রতিষ্ঠা	১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। সদর দপ্তর- ঢাকার চামেলি হাউজে।

G-77	প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। সংস্থাটির কোন সদর দপ্তর নাই।
APEC	পূর্ণরূপ- Asia Pacific Economic Co-operation.
	প্রতিষ্ঠিত হয়- ৬ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ্রি.। উদ্যোক্তা- রব হক (অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী)। সদর দপ্তর- সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর। সদস্য সংখ্যা- ২১টি।
OECD	▪ Organization of Economic Cooperation & Development. ▪ সদর দপ্তর- প্যারিস, ফ্রান্স। প্রতিষ্ঠা- ১৯৬১ খ্রি.

OPEC

পূর্ণরূপ	Organization of Petroleum Exporting Countries.
প্রতিষ্ঠা	১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। প্রতিষ্ঠিত হয় ইরাকের বাগদাদে। প্রথম সদর দপ্তর- জেনেভা (১৯৬৫ সালের পূর্বে)। বর্তমান সদর দপ্তর- ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
সদস্য দেশ	১৪টি। দেশসমূহের নাম- লিবিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কুয়েত, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, গ্যাবন, নিরিক্ষীয় গিনি, নাইজেরিয়া, ইরান, ইরাক, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (সর্বশেষ)। *কাতার ১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সদস্য পদ ১৫ থেকে ১৪ হয়।

G-20	বিশ্বের ধনী দেশসমূহের সংগঠনের নাম- G-20. এটি ১৯টি দেশ ও ১টি সংস্থা (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) এর সংগঠন। প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৯ খ্রি.। সংস্থাটির কোন সদর দপ্তর নাই।

www.bdniyog.com

CPTPP

নাম	প্রতিষ্ঠাকালীন নাম- Trans-Pacific Partnership (৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ)। ০৮ মার্চ ২০১৮ চিলির সান্টিয়াগোতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে অন্য ১১টি দেশ নতুন করে Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership চুক্তিটি স্বাক্ষর করে।		
উদ্যোক্তা	যুক্তরাষ্ট্র।	কার্যালয়	ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড
সদস্য	প্রতিষ্ঠাকালীন- ১২টি। বর্তমান- ১১টি। সদস্যসমূহ- কানাডা, মেক্সিকো, চিলি, পেরু, জাপান, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড।		

⟶ টিপিপির বর্তমান নাম 'টিপিপি মাইনাস ওয়ান'।

⟶ যুক্তরাষ্ট্র টিপিপি ত্যাগ করে ২৩ জানুয়ারি, ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করায় বাংলাদেশের জন্য ভালো হয়েছে কেননা এতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাড়বে ৫৪ কোটি ডলার।

SEACO	(South East Asian Co-operation) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৫টি (বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, ব্রুনাই) দেশ নিয়ে গঠিত হয়- ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। এটির প্রথম অধিবেশ হয়- ঢাকা, বাংলাদেশে জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট

ASEAN

পূর্ণরূপ	Association of South-East Asian Nations.
প্রতিষ্ঠা	৮ আগস্ট, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে।
সদস্য	১০টি। সদস্যসমূহ- মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, কম্বোডিয়া ও সিঙ্গাপুর। [মনে রাখুন- MTV এর FILM দেখলে BCS হবে না।
সদর দপ্তর	জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।

ARF	পূর্ণরূপ- ASEAN Regional Forum. সদস্য সংখ্যা- ২৭টি। বাংলাদেশ সংস্থাটির ২৬তম সদস্য (২৮ জুলাই, ২০০৬ খ্রি.)।

SAARC

⟶ SAARC (South Asian Association for Regional Co-operation) প্রতিষ্ঠিত হয়, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সালে। (৩৬তম বিসিএস)

⟶ সদর দপ্তর- নেপালের কাঠমান্ডুতে। বাংলাদেশ সার্ক ধারণার উদ্ভাবক। সর্বশেষ দেশ- আফগানিস্তান। সার্কের প্রথম মহাসচিব নির্বাচিত হন বাংলাদেশের আবুল হাসান।

⟶ Principles (মূলনীতি) : এ সংস্থার যে কোন সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে। দ্বিপক্ষীয় বিরোধ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো এ সংস্থার সভায় তোলা যাবে না।

⟶ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ও ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব থাকায় অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হয় না। আবার দ্বিপক্ষীয় বিরোধ এ সংস্থায় সমাধান হয় না। তাই এই সংস্থার কার্যকারিতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। যেমন- ২০১৮ সালে উরি আক্রমণের জের ধরে ভারত বয়কট করলে সম্মেলনটি বাতিল হয়ে যায়।

SARRC এর বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র

SAARC Cultural Centre (SCC) সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা
SAARC Agricultural Centre (SAC) (সার্ক কৃষি কেন্দ্র)	ঢাকা, বাংলাদেশ
SAARC Tuberculosis Centre & HIV/AIDS Centre (সার্ক যক্ষ্মা এবং এইচঅআইভি/এইডস কেন্দ্র	কাঠমান্ডু, নেপাল
SAARC Energy Centre (SEC) সার্ক জ্বালানি কেন্দ্র	ইসলামাবাদ পাকিস্তান
SAARC Disaster Management Centre (SDMC) সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র	নয়াদিল্লি, ভারত

সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র

২০১৬ সালের নভেম্বরে এই কেন্দ্রটি সার্কের প্রাক্তন কেন্দ্রের সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হয়। যথা-

SAARC Disaster Management Centre (SDMC) সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র	নয়াদিল্লী, ভারত
SAARC Metereological Research Centre (SMRC) সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র	ঢাকা, বাংলাদেশ
SAARC Forestry Centre (SFC) সার্ক বন কেন্দ্র	থিম্পু, ভুটান
SAARC Coastal Zone Management Centre (SCZMC) সার্ক উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র	মালে, মালদ্বীপ

SAPTA	SAFTA
SAARC Preferential Trading Agreement.	South Asian Free Trade Area
স্বাক্ষর- ১১ এপ্রিল, ১৯৯৩ খ্রি.	স্বাক্ষর : ৬ জানুয়ারি, ২০০৪
কার্যকর- ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৫	কার্যকর- ১ জানুয়ারি, ২০০৬

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা

প্রতিষ্ঠাকাল	১৫ জুন, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।
সদর দপ্তর	বেইজিং, চীন।
উদ্দেশ্য	সীমান্ত বিরোধ নিরসন।
সদস্যপদ	০৮টি। যথা- চীন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, ভারত ও পাকিস্তান।

BIMSTEC

পূর্ণরূপ	Bay of Bengal Initiative for Multi sectoral Technical & Economic Co-operation. সদর দপ্তর- ঢাকা।
পূর্বনাম ও সদস্য	প্রতিষ্ঠাকালীন নাম- BISTEC (Bangladesh India, Srilanka, Thailand Economic Cooperation)। তখন সংস্থাটির সদস্য ছিল চারটি। এর পর মিয়ানমার যোগ দিলে সংস্থাটির নাম হয়- BIMSTEC. তখন সদস্য হয় ৫টি। সর্বশেষে নেপাল ও ভুটান যোগ দিলে সংস্থাটির সংক্ষিপ্ত রূপ পরিবর্তন না হলেও পূর্ণরূপ পরিবর্তিত হয়। বর্তমান সদস্য- ৭টি।
প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে	

www.bdniyog.com

BENELUX	পূর্ণরূপ- Belgium, Netherlands & Luxemburg Economic Co-operation. বর্তমান সদস্য- ৩টি। প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। সদর দপ্তর- ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
ACU	পূর্ণরূপ- Asian Clearing Union. সদর দপ্তর- তেহরান, ইরান। সদস্য- ০৯টি। সদস্যসমূহ- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ভুটান, নেপাল, মিয়ানমার, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা।
ECO	পূর্ণরূপ- Economic Co-operation Organization. প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। সদস্য দেশ- ১০টি। সদস্য দেশসমূহ- আজারবাইজান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিস্তান।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জোট ও চুক্তি

WTO (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা)

→ এটি বিশ্বের বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি প্রবর্তন এবং সদস্য রাষ্ট্র বা পক্ষসমূহের মধ্যকার মতপার্থক্য দূর করতে সাহায্য করে থাকে।

→ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ দোহা রাউন্ড হয়- ২০০১ সালে।

সদর দপ্তর	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
দাপ্তরিক ভাষা	৩টি (ইংরেজি, ফেঞ্চ, স্প্যানিশ)

→ WTO এর পূর্বসুরি হলো GATT।

→ WTO এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের (Council of Ministers) ওপর ন্যস্ত। মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন (Council of Ministers) অন্তত দুবছরে একবার হয়।

→ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসার করা, বাণিজ্যের অ-শুল্ক বাধাসমূহ দূর করা, মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার করা এবং বাণিজ্য আলোচনার ফোরাম হিসেবে বাণিজ বিরোধ নিষ্পত্তি করা।

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)

→ গ্যাট মূলত কোন বাণিজ্যিক সংস্থা নয়, এটা একটা বাণিজ্যিক চুক্তি।

→ ১৯৪৭ সালে জেনেভাতে GATT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

→ উদ্দেশ্য : বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন করা এবং মুক্তবাজার অর্থনীতিকে গতিশীল করা।

GATT হতে WTO

২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজন থেকেই GATT জন্মলাভ করে। গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে চুক্তিটিকে একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংস্থায় রূপান্তর করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেজন্য ১৯৮৬ সালে গ্যাটের উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার মধ্য দিয়েই চুক্তিটি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় রূপান্তর লাভ করে। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারী GATT আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকালীন উরুগুয়ে রাউন্ডেই সদস্য হয়- ১২৩টি রাষ্ট্র।

উরুগুয়ে রাউন্ড :

→ উরুগুয়ে রাউন্ড বানিজ্য সমঝোতার মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠিত হয়।

→ উরুগুয়ে সংলাপ হয়েছিল ৮ বৎসর (১৯৮৬-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ) ধরে।

→ ১৯৮৬ সালে উরুগুয়ে ১০৭টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'গ্যাট বৈঠক' শুরু হয়।

→ উরুগুয়ে রাউণ্ডেই ডাংকেল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ডাংকেল প্রস্তাব :

→ ১৯৯৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর 'ডাংকেল প্রস্তাব' গৃহীত হয়।

→ এই 'ডাংকেল প্রস্তাব' এর আওতায় ২০০৪ সালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নির্ধারিত 'কোটা প্রথা' উঠে যায়।

COMESA	▪ পূর্ণরূপ- The Common Market for Eastern and Southern Africa. ▪ প্রতিষ্ঠিত হয়- ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ▪ সদর দপ্তর- লুসাকা, জাম্বিয়া। ▪ এটি মূলত পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার ২১টি দেশের একটি বাণিজ্য ব্লক। তিউনিশিয়া থেকে ইসওয়াতিনি পর্যন্ত।
APTA	পূর্ণরূপ- Asia Pacific Trade Agreement.
	প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ; সদর দপ্তর- ব্যাংকক।
	সদস্য- ০৭। সদস্য দেশসমূহ- বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও চীন।

ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সাল

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব-১৭৬০	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু- ১৯১৪
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর- ১৭৭০	রুশ বিপ্লব- ১৯১৭
আমেরিকার স্বাধীনতা- ১৭৭৬	দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি- ১৯১৯
ফরাসি বিপ্লব- ১৭৮৯	ILO প্রতিষ্ঠা- ১৯১৯
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ- ১৮০০	ঢাবি প্রতিষ্ঠা- ১৯২১
ওয়াটার লুর যুদ্ধ- ১৮১৫	ইন্টারপোল প্রতিষ্ঠা- ১৯২৩
সুয়েজ খাল খনন ১৮৬৫	শিখা পত্রিকা প্রকাশ- ১৯২৭
ভারতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা- ১৮৮৫	প্যারিস প্যাক্ট- ১৯২৮
নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন- ১৯০১	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু- ১৯৩৯
FIFA প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৪	লাহোর প্রস্তাব- ১৯৪০
বঙ্গবঙ্গ- ১৯০৫	লন্ডন ঘোষণা- ১৯৪১
মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা- ১৯০৬	জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৫
ICC প্রতিষ্ঠা- ১৯০৯	দেশ বিভাগ- ১৯৪৭
বরেন্দ্র জাদুঘর প্রতিষ্ঠা- ১৯১০	NATO প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৯
বঙ্গভঙ্গ- ১৯১১	UNHCR প্রতিষ্ঠা- ১৯৫০
ANC প্রতিষ্ঠা- ১৯১২	জমিদারি প্রথা বাতিল- ১৯৫০
রবী ঠাকুরেরর নোবেল লাভ- ১৯১৩	ভাষা আন্দোলন- ১৯৫২

www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

www.bdniyog.com

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT